সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী
১০৪ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা

মাথুর

(কৃষ্ণযাত্রা)

রচয়িতা—

বৈষ্ণব-প্রবর প্রবীণ নাট্যকার

শ্রীঅঘোর চন্দ্র কাব্যতীর্থ

প্রকাশক—শ্রীপ্রফুল্লকুমার ধর

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪.অপারচিৎপুর রোড, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীঅশ্বিনীকুমার সামন্ত

নিউ মদন প্রেস

১০-সি, ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সন ১৩৪৫ সাল

মূল্য ।০ চারি আনা

পাত্র ও পাত্রী

পুরুষগণ

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, নন্দ, সুদাম, সুবল,
বসুদাম, শ্রীদাম, দ্বারী।

স্ত্রীগণ

রাধা, কুব্জা, বৃন্দা, যশোদা,
ললিতা, সখীগণ।

মাথুর

প্রথম দৃশ্য

(কুঞ্জবন)

কৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী শ্রীরাধার সখিগণসহ প্রবেশ

রাধা। কই ? সখি কই ?
শ্যামচাঁদ এলো কই ?
নাহি পারি ধৈরজ ধরিতে।
মিছে তোরা দিস আশা,
মেটে না ত প্রাণের তিয়াসা,
দুরাশায় প্রাণ আরো ওঠেলো জ্বলিয়ে।

গান

এই ত মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া,
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া
কেনে ফাটিয়ে না পড়ে গো,
নিলাজ পরাণ নাহি যায়।
সখি গো ! বড় দুখ রহিল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া,
মথুরা রহিল গিয়া,
এই বিধি লিখিল করমে ॥

আমারে লইয়ে সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিসলয় তুলি, সেজ বিহারই
রস পরিপাটির কারণে ॥
আমারে লইয়া কোরে শয়নে স্বপনে দেখে,
যামিনী জাগিয়ে পোহায়।
সে হেন গুণের পিয়া,
কোন্ খানে কার সনে,
কৈছনে দিবস গোঙয়ে ॥

বৃন্দা। কেন রাধে!
সেধে সেধে করিলি পিরীতি?
যার তরে কুলে দিলি কালি,
যার তরে ব্রজপুরে
কিনিলি কলঙ্ক-রাশি?
সেই সে নিঠুর নিদয় কালিয়া,
ফেলি তোরে কোথা গেল চলি,
একবারে ভ্রমেও কি হায়
করে তোরে স্মরণ কখনো?

রাধা।— গান

"যে জন না জানে পিরীতি মরম,
সে কেন পিরীতি করে।
আপনি না বুঝে, পর কে মজায়,
পিরীতি রাখিতে না রে ॥

যে দেশে না শুনি, পিরীতি মরম,
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত, করিয়া যতন,
মনকে প্রবোধ দিব॥
পিরীতি রতন, করিয়া যতন,
পিরীতি করিব তায়।
দুই মন এক, করিতে পারিলে,
তবে সে পিরীতি রয়॥

রাধা। হায় সখি!
না বুঝিয়ে না শুনিয়ে—
কেন কালাসনে—
করিলাম পিরীতি তখন?

গান

"কেন কৈনু পিরীতের সাধ।
পিরীতি অঙ্কুর হৈতে, যত দুখ পাই চিতে,
শুনিবে গনিবে পরমদে॥
মুঞি যদি জানিত এত, তবে কেন হয় রত,
না করিত হেন সব কাজ।
ভুলিনু পরের বোলে, কুলটা হইনু কুলে,
জগৎ ভরিয়া রহিল লাজ॥
যখন পিরীতি কৈল, আনি চাঁদ হাতে দিল,
পুন হাতে না পাই দেখিতে।

কি করিতে কি না করি, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি,
অবশেষে প্রাণ চায় নিতে ॥”

বৃন্দা। কি উপায় আছে রাধে আর ?
এমন নিঠুর কে দেখেছে কোথা ?
মাতা পিতা ত্যজি
সঙ্গী পরিহরি,
গোপী শিরে হানিয়ে অশনি,
কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে,
চ'লে গেল মথুরা নগরে।
একবারো কাঁদিল না
সে পাষাণ বুক ?

ললিতা। শুনিনু আবার,
সেথা সেই কুব্জা সুন্দরী,
তার সনে হইল৷ পিরীতি।
মথুরার রাজা কানু,
রাণী তার কুব্জা রূপশী।
কেন বল তবে,
দুখিনী গোপিনী প্রতি,
সে টান থাকিবে আর ?

রাধা।—

গান

“সখিরে, মথুরা মণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি বলি পুন না আসিল,
কুলিশ পাষাণ হিয়া ॥

আসিবার আশে, লিখিনু দিবসে,
খোয়াইনু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে, পথে নিরখিতে,
দু আঁখি হইল অন্ধ॥
এ ব্রজ মণ্ডলে, কেহ কি না বলে,
আসিবে কি নন্দলাল।
মিছা পরিহার, ত্যজিয়ে বিহার,
রহিব কতেক কাল॥

বৃন্দা। নাহি সহে দুখ তব হেরিয়ে নয়নে।
কহ রাধে!
কি করিলে দুখ তব হয় অবসান?

রাধা। এক কাজ কর বৃন্দ!
শ্যামের বিরহ জ্বালা
দাউ দাউ করি
দিবানিশি হিয়ামাঝে উঠিছে জ্বলিয়া,
আর নাহি পারিনু সহিতে।
নিশ্চয় জানিস্ মোর হইবে মরিতে।

গান

"আমি মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুননিধি কারে দিয়ে যাব॥
(কারে দিয়ে বা যাব গো)
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে,
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালের ডালে,
(পরশ হবে) (কাল অঙ্গত পরশ হবে)

(সখি শ্যাম কাল আর তমাল কাল)
মোহিত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়,
অবিরত তনু মধু তাহে যেন রয়।
আর, ললিতে পরাণ সখী—
মন্ত্র দিও কানে,
আমার মরা দেহ প'ড়ে যেন—
কৃষ্ণ নাম শুনে ॥"

বৃন্দা। তবে এক কাজ করি রাই!
যাই আমি দূতীরূপে মথুরা নগরে।
তোমার দুখের কথা—
শুনায়ে তাহারে,
যদি পারি ব্রজপুরে আনিতে তাহারে

ললিতা। তাই ভাল তাই ভাল রাই!
বৃন্দে গিয়ে ঠিক্ ধরে—
এনে দিবে তোমার নাগরে।

বিশাখা। তবে আর কেন দেরি?
এদিকে যে মরে প্যারী।

রাধা। দেখ্ বৃন্দে!
তুই মোর জীবন সঙ্গিনী।
অভাগিনী আমি,
চিরদিন মোর তরে
কত দুখ পেয়েছিস্ তুই।
কি আর কহিব তোরে,
যে দশা দেখে গেলি মোর,

সব কথা একে একে—
সে নিঠুরে কহিবি বিস্তারি।
পথ পানে চেয়ে—
তোরই আশ্বাসে,
আশা বুকে ক'রে—
কোনরূপে রব প্রাণ ধরি।

গান

"সখি, কহবি কানুর পায়।
সে সুখ সায়র, দৈবে শুকায়ল,
তিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি, ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি,
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে, করিনু ভাবনে,
বিধি সে করল বাদ॥
সখি, হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুন, হৃদয়ে দ্বিগুণ,
সহন নাহি যায়॥"

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মথুরা)

বিষণ্ণ মুখে কৃষ্ণ তৎসহ বলরামের প্রবেশ

বল। কৃষ্ণ! ভাই!
কেন আজি হেরি
বিষম বিষাদ মাখা মুখ-চন্দ্র তব?
কি হ'য়েছে বল ভাই!
ভেবে কিছু নাহি পাই ঠিক্।

কৃষ্ণ। দাদা! দাদা!
সহসা এ কঠিন পাষাণে—
প্রবাহিত অশ্রুধারা আজি?
বুঝিতে পারনি দাদা!
বুঝিয়াছি আমি এতক্ষণে।
মনে পড়ে গেছে হায়!
সেই ব্রজপুরী আজি।
যে যশোদা মাতা
এতদিন কোলে করি—
পালিলেন পরম যতনে।
মা মা বলি—
ডাকিলাম যারে এতদিন।

আঁচলে বাঁধিয়ে ননী,
যেই মাতা—
নিত্য নিত্য রাখিতেন—
আমারি মুখেতে তুলে দিতে নিজ করে।
সেই মোর স্নেহময়ী মাকে—
জনমের তরে ত্যজি
আসিলাম মথুরা নগরে!
আর সেই রাখালেরা ?
কত মিষ্ট মিষ্ট ফল আনি,
দিত মোরে নিত্য সে গোকুলে।
সখ্য-ডোরে বেঁধেছিল যারা,
তাদের ত্যজিয়ে আমি—
আসিলাম মথুরাতে চলি ?
আর সেই গোপাঙ্গনা গণ ?
ত্যজি কুল মান—
প্রাণ মন জীবন যৌবন
সব সঁপে দিয়েছিল যারা।
কি ভীষণ বিরহ অনলে—
দহিয়া তাদের আমি আসিলাম চলি ?
উঃ—উঃ—কি নিষ্ঠুর আমি।
দাদা! দাদা!
হইনু বিদায়—
যাব আমি ব্রজধামে চলি।

গান

বিদায় বিদায় দাদা ব্রজধামে যাব।
ব্রজধাম শূন্যধাম—
আমি তেমন ব্রজ আর কি পাব ॥
নন্দন-কানন সম ছিল বৃন্দাবন,
বুঝি, আমা বিনে দিনে দিনে হ'য়েছে শ্মশান
(বারেক দেখে আসি)   (ব্রজের দশা)
(আমার মঞ্জুকুঞ্জ বনের দশা)
বিষম বিরহানলে দহিছে গোপিনী,
আর, হা কৃষ্ণ বলিয়ে কাঁদে দিবস রজনী ॥
(তারা জানে না জানে না)   (প্রাণকৃষ্ণ বিনে)
গোকুল আঁধার হ'য়েছে।
(আমার শৈশবের সাধের পুরী)
আমার, কমলিনী রাই, বুঝি বেঁচে নাই,
ঢ'লেছে কনকলতা,
তার, আমি সে ধ্যান, আমি সে জ্ঞান,
আমি সে পরাণ গাঁথা,
বিনোদিনী ব'লে আর কারে বা সুধাব।
(বারেক কেঁদে আসি)   (ব্রজে ব'সে)
(সেই শ্মশান সমান ব্রজে ব'সে)
প্রেমময়ী ব'লে আর কারে বা সুধাব ॥"

বল। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!
কি বলিস্ ভাই!

তোর ভাব বোঝা নাহি যায়।
এই বৃন্দাবনে—
রাখালের খেলা,
পুনঃ এই মথুরাতে—
মথুরায় রাজা ?
আজি পুনঃ—
সেই ব্রজতরে হেরি—
ব্যাকুল উৎকণ্ঠা তব।
কি যে ইচ্ছা, ইচ্ছাময় তব ?
এত কাছে থাকি,
তবু তোরে না পারি চিনিতে

কৃষ্ণ। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে)
দাদা! দাদা!
ওই হের ওই হের
মাতা যশোমতী—
মণিহারা ফণী সমান,
উন্মাদিনী ধূলাতে ধূসর ;
গোপাল গোপাল বলি
কাঁদে উচ্চস্বরে।
মা! মা! মা!
কোথা তুমি ?
কোথা গেলে পাব তোমা ?
হেন স্নেহ কার আছে মাতা ?
যাই যাই ছুটি তোমা পাশে।

গান

আর কোথা কি মা বল্‌গো ওমা,—
তোর মত মা ! মা পাব।
এত মায়া কার আছে মা,
কার্ কাছে গিয়ে প্রাণ যুড়াব ॥
কাঁদিয়েছি ব'লে কি মা,
সন্তানে কাঁদাবি গো মা,
এই দেখ্ নয়নজলে ধরা ভাসে—
বল্‌না মা আর কত সব।
আমায়, তেম্‌নি ক'রে বেঁধে রাখ্ মা,
ব্রজ ছেড়ে আর যাব না,
বড় ক্ষিদে নবনী দে—
তেমনি ক'রে ননী খাব ;—
রাজার রসন রাজার ভূষণ,
দিয়েছি মা সব বিসর্জ্জন,
এই দেখ্ ধড়া পরে চূড়া বেঁধে,
এসেছি তোর কোলে যাব ॥

[বেগে প্রস্থান

বল। একি ! একি !
কোথা কৃষ্ণ গেল পালাইয়ে ?
দুনয়নে বহে ধারা—
শ্রাবণের ধারা সম ধরা ভেসে যায়।

যেদিন গোকুল ত্যজি—
আসে কৃষ্ণ মথুরা নগরে,
সেই দিন কই ?
এক বিন্দু অশ্রুজল
দেখিনি ত কৃষ্ণের নয়নে !
নন্দ যশোমতী—
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি—
কত না শোকের অশ্রু করিলা মোচন :
কি আশ্চর্য্য !
সেদিন পাষাণ কৃষ্ণ,
একটুও টলিলনা কভু ।
আর আজ ?
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ?
কোথা গেল উন্মাদ গোপাল ?
ছুটে যাই ছুটে যাই এবে ।

[দ্রুত প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

(অন্তঃপুর)

সখীগণসহ কুব্জারাণীর প্রবেশ

সখীগণ।— **নৃত্য-গীত**

নাগর আশে নাগরী যে র'য়েছে ব'সে।
কই ত সে নিঠুর আসে না ত হেসে হেসে ॥
পুরুষের পরুষ প্রাণে,
ভালবাসা নাহি জানে,
সে, কপট লম্পট অতি—জ্বালা শুধু ভালবেসে
কেন প্রাণ দিয়েছিলাম,
কেন ভাল বেসেছিলাম,
একি হ'ল কপালে গো ভালবেসে অবশেষে ॥

কুব্জা। কেন সখি! তোরা!
এমন আনন্দ দিনে—
গাহিছিস্ বিষাদের গান?
নাই ত বিরহ মোর?
কাবে বলে বিরহ সন্তাপ,
জানি না ত কোন দিন সখি!
আমি দিবানিশি—
কৃষ্ণ প্রেম সিন্ধুনীরে—
ডুবে থাকি নিশ্চিন্ত অন্তরে।

কৃষ্ণ মুখ ইন্দুপানে
চেয়ে থাকি পিয়াসু নয়নে।
বসি যবে রাজ-সিংহাসনে,
রাজরাণী বেশে নব রাজ-পাশে,
কি আনন্দে ভেসে যাই আমি।
কে জানিত--সহচরি!
এত সুখ ছিল মোর ভালে?
শুনিয়াছি—বৃন্দাবনে
শ্রীমতী কিশোরী—
পরমা রূপসী—ধনী,
কিন্তু—পরিহরি তারে--
মথুরাতে—আসি কৃষ্ণ—
আমারেই করিলা রাজরাণী।

১ম সখী। বড় ভাগ্যিজোর তোর সজ্জিলা কুবুজা!

২য় সখী। সে আর ব'লতে?

৩য় সখী। তাতে ক'রে যদি ঐ পিঠের উপর ঐটে না থাক্‌তো।

(সকলের হাস্য)

তৎক্ষণাৎ একজন সখী দ্রুত প্রবেশ করিল

সখী। ওগো! ওগো! আমাদের নতুন রাজা আজ হঠাৎ পাগলের মত হইয়া কেবল কাঁদছেন।

কুব্জা। সেকি? সেকি? কোথায় নাথ? কোথায় আমার জীবন বল্লভ? চল্ চল্ আমরা ছুটে যাই সেখানে।

সখীগণ সহ বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

(গোষ্ঠক্ষেত্র)

করুণ গীতকণ্ঠে রাখালগণের প্রবেশ

গান

"ওরে, নাইরে নাইরে—
আর আমাদের কানাই ব্রজপুরে নাই।
ওরে, কোথা গেলে পাব তারে—
বল্ সেখানে চ'লে যাই॥
কোথা গেলি প্রাণের কানু,
আর কি শুনিব না বেণু।
মিঠো ফলের এঠো কৃষ্ণ—
আর কি এসে খাবি নে ভাই॥
তুই যে মোদের প্রাণের সখা,
আর কিরে হবে না দেখা।
কারে ল'য়ে খেল্‌বো খেলা—
যদি তোরে কভু না পাই॥

সুদাম। শ্রীদাম দাদা! কানাই কি আর ব্রজে আসবে না?

শ্রীদাম। সুদাম রে! কানাইয়ের মনের ভাব যে কি, তা কি কেউ বুঝ্‌তে পারে? এই ত এতদিন কাছে কাছে থাক্‌লাম, দুইজনে প্রাণে প্রাণে গাঁথা হ'য়ে গেলাম। শ্রীদাম সখা বই আর কানু কিছুই জান্‌তোনা। কিন্তু,—কই? যেদিন চ'লে গেল, একবার জিজ্ঞাসাটাও ত ক'রে গেল না?

সুবল। আমার যেন মনে হয়, কানাই আমাদের মত রাখাল নয়। ও দেবতা, দিনকত রাখাল সেজে আমাদের সাথে খেলা ক'রে গেল।

সুদাম। সুবল মিথ্যে বলে নাই। দেবতারা কখনো কখনো মানুষ হ'য়ে মানুষের সঙ্গে লীলাখেলা ক'রে থাকেন।

শ্রীদাম। শুধু যে সে দেবতা নয়। স্বয়ং গোলকের হরি। মাঝে মাঝে দেখ্‌তিস্‌নে কেমন যেন হ'য়ে যেতো। এক একটা দৈত্যকে যেন তৃণের ন্যায় দুই নখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

সুবল। আর যে দিন সেই কালীয় দমন ক'রলে? ওঃ সেদিন বল্‌তো, কানাইকে কি সামান্য কানাই ব'লে মনে করা গেছে? কি প্রকাণ্ড ফণা তুলে গর্জ্জাতে লাগ্‌লো, আর তার বিষে কালীদ'র জলটা কেমন হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু কানাই আমাদের হাস্‌তে হাস্‌তে গিয়ে সেই কালীয়নাগের মাথায় চ'ড়ে নেত্য ক'রতে লাগ্‌লো। ও বাপরে! সে কি মানুষে কখনো পারে?

বসু। আমার বোধ হয় গোলকের হরি গোলক্ থেকে গোকুলে এসে এসে গোপালরূপ ধরে আমাদের সঙ্গে খেলা ক'রে গেছেন। আমাদের মায়া দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলেন। আবার ব্রজের খেলা যেমন সাঙ্গ হয়েছে অমনি মথুরায় গিয়ে অমন একটা ডাকাত রাজা কংসকে ধ্বংশ ক'রে সেই মথুরায় রাজা হ'য়ে বসেছেন।

সকলে।—

গান

তারে কি চিন্‌তে পারা যায়।
তারে চিন্‌তে গেলে চিন্তে হারে—
সে যে অচিন্ত্য-অরূপ মায়া ময়॥

সে কখন্ হয় রাজা,
আবার কখন হয় প্রজা
সে নিজেই নানারূপে সেজে—
আবার—সবাইকে যে সং সাজায় ॥
সে কখন রাখাল কখন ভূপাল,
কখন্ বাজায় বেণু,
কখন্ কুঞ্জ-বনে গিয়ে—
সাজে মানভঞ্জনের কানু।
যারে যোগী ঋষি চিন্‌তে নারে
জন্মে সুরধূনী যার পায় ॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

(নন্দালয়)

শোকাকুল নন্দ ও যশোমতীর প্রবেশ

নন্দ। না—যশোমতি !
গোপালের আশা আর নাই।
এতদিন শোকাকুলা তোমা--
বৃথা আশা দিয়ে--
রেখেছিনু আমি।
আজি স্পষ্ট করিনু প্রকাশ,
গোপালের আশা—
করো না, আর এ জীবনে কভু'
মনে ভাব যশোমতি !
সে আমাদের কেহ নয়।
নিঠুর পাষাণ—কৃষ্ণ—
এতদিন যাদু দিয়ে—
রেখেছিল ঘিরি।
ক্ষীর সর ননী তরে,
মা ব'লে ডাকিত তোমা।

যশোদা। কি বলী কি বল নাথ !
আর না আসিবে ফিরি গোপাল আমার ?

সে যে মোর অঞ্চলের নিধি,
সে যে মোর বুকের মাণিক।
সে যে মোর নয়নের তারা,
তারা হ'য়ে প্রাণ গোপালে,
কেমনে রাখিব প্রাণ?
হায়! নাথ!
তখনি ত ব'লেছিনু আমি,
দিওনা অক্রূরে সনে প্রাণকৃষ্ণে মোরে।

নন্দ। না দিলে রক্ষাছিল তার?
কংস কোপে পড়ি
ধ্বংশ গর্ভে হইত যাইতে।
কি ভীষণ কংসা-শূর
শুনেছ ত লোক মুখে?

যশোদা। অসুর সমান
সেই কংস শূরে,
মল্লযুদ্ধে নাকি গোপাল আমার
বধিয়াছে ভীষণ বিক্রমে?

নন্দ। হঁ্যা সত্য কথা!
সেই কংস-বাজে
করি বধ গোপাল তোমার,
মথুরার সিংহাসনে হইয়াছে রাজা।
নাই সে রাখাল বেশ ধড়া-চূড়া-পরা,
শিখি-পাখা নাহি শিরে আর,
রত্নময় মুকুট এখন
ঝল্ ঝল্ করে কৃষ্ণ-শিরে।

নাই আর বনমালা গলে,
এবে রত্নহার শোভে কণ্ঠে তার,
নাহি করে সে মোহন বাঁশী।
রাজ-দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডে এবে
দণ্ডে কত প্রজা।
তাই যশোমতি!
রাজ সিংহাসনে বসি,
সে কি আর ভাবে এই
সাধারণ গোপ-গোপী কথা?

যশোদা। ওমা; সে কি কথা?
পিতা-মাতা হইলে দরিদ্র,
তাদের সে পুত্র যদি
কোন দিন লভে রাজ্য-পদ।
তাহ'লে কি পিতা-মাতা কভু
ভুলে যেতে পারে একবারে?

নন্দ। তবে ভুলে আছে কেন বল?
সব পারে যশোমতি!
ঐশ্বর্য্যের এমনি প্রভাব,
সব পারে এ সংসারে সব পারে।

গীত কণ্ঠে শ্রীদামের প্রবেশ

গান

কই মা গোপাল কোথা মা গোপাল
গোপাল বিনে যায় বুঝি প্রাণ।
গোপাল বিনে গোঠে যায় না গোপাল
গোপাল বিনে তারা জানে নাত আন্॥

যেদিনে গোপাল গোকুল ত্যজিল,
সে দিন হ'তে গোকুল শোকেতে ডুবিল,
গোপাল মোদের প্রাণ
গোপাল মোদের জ্ঞান,
গোপাল যে মোদের প্রেমের নিদান ॥

[প্রস্থান।

নন্দ। হের যশোমতি!
কৃষ্ণের বিরহে
রাখালের প্রাণ
কি ভাবে কাঁদিছে এই ব্রজপুরে ?
শুধু কি রাখাল ?
গোকুলের পশু-পক্ষী তরু-লতা
তৃণ জল স্থাবর জঙ্গম
কৃষ্ণের বিরহে
সকলেই আছে ম্রিয়মান।
এক কৃষ্ণ-চন্দ্র বিনে
আঁধার আঁধার সকলি আঁধার।

যশোদা। আমার কৃষ্ণের বাণী শুনি,
কালিন্দীর বারি
উছলিত হ'য়ে বহিত উজান।
শুক-শারী কৃষ্ণ-গুণ-গান
দিবা-নিশি গাহিত বিপিনে।
আজ তারা নীরবে নীরবে
কৃষ্ণ বিরহের অশ্রু নয়নেতে বহে।

শোন গোপ পতি !
মথুরার পতি দেখিবারে চল সম্প্রতি।
হেরিলে আমাদের
নিশ্চয় আসিবে ফিরে গোকুল নগরে।

নন্দ। কখনই নহে যশোমতি !
কিছুতেই আসিবে না নিঠুর গোপাল ;
আরো দুঃখ পাবে বৃথা।
তার চেয়ে এস মোরা—
দেবতা মন্দিরে গিয়ে,
কৃষ্ণ প্রাপ্তি আশে করিগে পূজন।
দেবতা প্রসন্ন হ'লে
অসম্ভব হয় যে সম্ভব।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(মথুরা রাজসভা)

চিন্তিত রাজা কৃষ্ণ উপবিষ্ট

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) আজ আমি মথুরার রাজা।
রাজত্ব ঐশ্বর্য্য লভি
ভুলিয়াছি বৃন্দাবন কথা।
কিন্তু,—আসিছে সেই বৃন্দা আজি,
দূতীরূপে আমার নিকটে।
শ্রীরাধা প্রেরিত দূতী,
কত কটু কহিবে আমারে।
রহি তবে হইয়ে প্রস্তুত,
ওই আসে দ্বারিসহ দূতী।

দ্বারিসহ বৃন্দার প্রবেশ

দ্বারী। ওই রাজা বসি সিংহাসনে।

[প্রস্থান।

বৃন্দা। (অভিবাদনান্তে)
সুপ্রভাত আজি,
হ'ল এবে রাজ-দরশন।

কৃষ্ণ। (কপটভাবে) কে তুমি রমণি!
কোথা বাস? কি হেতু বা আসা

করহ প্রকাশ,
শুনিবারে ঔৎসুক্য আমার।

বৃন্দা। পরিচয় দিতে হবে?
চেন না কি মোরে?
ক'দিনের মাঝে সব গেছ ভুলে?

কৃষ্ণ। কবে? কোথা দেখা ছিল বল!

বৃন্দা। বড় চমৎকার কথা!
দেখ মনে ক'রে
বৃন্দাবন-কাহিনী যতেক।
রাধা ব'লে আছে এক রাজার নন্দিনী,
যা'রে বাঁশী শুনাইয়ে তুমি,
ক'রেছিলে কুলেব বাহির।
যার মান-ভঞ্জনের তরে
এক দিন পায়ে ধরে সেধেছিলে?
কেমন পড়ে কি তা মনে?
সে রাধার সখী আমি,
বৃন্দা নাম মোর,
দূতীরূপে আসিয়াছি হেথা।

কৃষ্ণ। কবে কারে বাঁশরী শুনায়ে—
করিলাম কুলের বাহির,
শ্রীরাধা বা কার্ নাম?
কিছু ত পড়ে না মনে?
কেন বিদেশিনি!
কহ হেন কলঙ্ক-কাহিনী?

বৃন্দা। গান

"এখন চিন্‌বে কেন চিন্তামণি।

হ'য়েছ রাজা পেয়েছ কুব্‌জা,

আমি বৃন্দাবনের সেই বৃন্দা-কাঙ্গালিনী ॥

যখন্ ছিল রাধার চিন্তে—

তখন্ আমায় চিন্‌তে,

(এখন) ব'সেছ নাম কিন্‌তে পারবে না হে চিন্তে,

কুঞ্জবিহার বনে, এ মধুর ভবনে,

অন্তে দিও রাঙা চরণ দু খানি ॥

রাধার পায়ে ধরা, ধরাতে অধরা,

চক্ষে শত ধারা, বক্ষে শত ধারা

দীনের অধীন ক'রে এলে কমলিনী ॥"

কৃষ্ণ। কি যে সব ব'লছো তুমি নারী! আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে।

বৃন্দা। বলি তুমি না ধর্ম্মের অবতার? তা বেশ ধর্ম্ম রেখে গেলে।

গান

"ধর্ম্ম অবতার কি ধর্ম্ম রাখিলে তার

গুরু মারা বিদ্যা যে তোমার।

রাধা তোমার প্রেমের গুরু,

শুনেছি হে কল্পতরু,

যে তোমারে প্রেম শিখালে তারে তুমি খুব শিখালে,

ধর্ম্ম খেয়ে রাখ্‌লে ধর্ম্মভার ॥

পদ পেলে কি এতই বাড়ে,
গুরু বিবেচনা হরে,
গুরুকে লঘু জ্ঞান করি, সে গুরু মান না হরি,
রাইকে করি কুলত্যাগী হ'লে তুমি গুরুত্যাগী,
বল দেখি ধর্ম্মে সবে কি।
সইল যত কুলাঙ্গনা, কিন্তু শ্যাম ধর্ম্মে সইবে না,
কেউ সবে না তোমার ব্যবহার ॥
গো চারণ ঘুচেছে তোমার, আচরণ ঘুচে নাই হরি,
আমি ব'লে যাব কুবুজারে বড় ভাল বাস যারে,
গুরুত্যাগী ব'লবে তোমারে,
গুরু নিন্দা অধোগতি, গুরু ব'ধলে তার কি গতি,
সূদন বলে কি গতি আমার ॥

কৃষ্ণ। যত কহ বিদেশিনি !
কিছুতে না পারি তোমা চিনতে।

বৃন্দা। গান

"এখন কেন পারবে চিনতে
হ'য়েছ হে নিশ্চিন্তে,
চিন্তে থাকলে পারতে চিনতে চিন্তনা শ্যাম সব চিন্তে ॥
আমি পেরেছি চিনতে, তুমি ত পার না চিনতে,
নবীনে প্রবীনে চিন্তে, কি কাজ অসার চিন্তা চিন্তে,

এখন তব কা চিন্তে, রাজা তব কা চিন্তে,
রাজা বট রাজ্য চিন্তে,
গিয়েছে পায় ধরার চিন্তে,
যে চিন্তে শ্যাম আমায় চিন্‌তে,
এসেছি যে ভেবে চিন্তে,
পার কি না পার চিন্‌তে,
যে ছিল তোমার চিন্তে, তোমার এখন সে চিন্তে,
সূদন বলে দিয়ে চিন্তে তুমি ত আছ নিশ্চিন্তে ॥"

বৃন্দা। এখন্ কিছু মনে পড়ছে? তবে একটা কথা আছে, যে জেগে ঘুমায় তাকে জাগায় কার সাধ্য। আচ্ছা, আরো কিছু নিদর্শন—দেখিয়াছি—এই দেখ।

(দাস খত প্রদর্শন)

কৃষ্ণ। (দেখিয়া) বৃন্দা! বৃন্দা!
এতক্ষণে চিনেছি তোমায়।
একে একে সব মনে প'ড়ে গেল।
সেই বৃন্দাবন, সেই বংশী বট,
সেই কালিন্দী কূল কদম্বের তল,
সেই কুঞ্জ নিকুঞ্জ কানন,
রাই রাসেশ্বরী মোর,
সব যেন আজি—
ভাসিছে এই চোখের উপরে।
বল বল দূতি!
কেমন আছেন মোর কিশোরী-কিশোরী?

বৃন্দা।

গান

"শুন শুন নিরদয় কান।
তুঁহু অতি হৃদয় পাষাণ॥
সে ধনী বিরহ-বিষাদে।
খোয়ল কুল-মরিষাদে॥
জাবর তনু ছিল শেষ।
সোই রহত অবশেষ॥
তাকর নাহিক আশ।
অতএ আয়নু তুয়াপাশ॥
খেনে মূরছিত খেনে হাস।
খেনে তলি গদ গদ ভাষ॥
উঠিতে শকতি নাহি তার।
জীবনে মনেরে ভার॥
চৌদশী চাঁদ সমান।
মলিনতা ধরলু বয়ান॥
ভূতলে শুতলি তায়।
সহচরী করু কি উপায়॥"

কৃষ্ণ। বল কি বল কি বৃন্দে।
মম তরে রাধা হ'য়েছে এমনি ধারা?

বৃন্দা। শুধু কি এই?
কভু রাই ঘোর উন্মাদিনী,

কভু রাই বলে,
ওই শ্যাম আসিবে গোকুলে।
ওই শোন কানু মোর,
রাধা রাধা বলি বাজাইতেছে বেণু।
কভু বলে রাই—

গান

"বঁধুয়া আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
মিলব আমার পাশে।
ত্বরিতে দেখিয়া, চকিত উঠিয়া,
বদন ঝাঁপিব বাসে॥
তা দেখি নাগর, রসের সাগর,
আঁচরে ধরিবে মোর।
করে কর ধরি, গদ গদ করি,
কহিবে বচন মোর॥
তব হি মিলন, দেখিয়া বদন,
হইয়া নাগর ভোরে।
আঁখি ছল ছলে, সর্ সর্ বোলে,
কত না সাধিবে মোরে॥"

কৃষ্ণ। থাক্ থাক্ বৃন্দে!
ব'লনা ব'লনা আর শুনিতে না পারি।
সব স্মৃতি জলে ওঠে মোর।
চল চল যাব বৃন্দাবনে।

বৃন্দা। আমিও এসেছি নিতে,
না নিয়ে কি যাব একাকিনী ?
তবে এক কাজ কর,
তব পাট-রাণী কুব্জা সুন্দরী।
দেখিবারে সাধ তায়।
দেখাও তাহারে
ব্রজে গিয়ে তার
বর্ণিব রূপের মাধুরী।

কৃষ্ণ। (সহাস্যে) এস তবে অন্তঃপুরেঃ।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

(অন্তঃপুর)

সখীগণসহ কুব্জা রাণী আসীনা।

সখীগণ।— **নৃত্য-গীত**

ওই ধরিছে কোকিল তান।
যেন সুধাধারা ঝর্ ঝর্ ঝরে—
ভ'রে গেল এ কান॥
কিবা গুঞ্জরে অলিকুল,
গুণ-গুণ-গানে প্রাণ করে যে আকুল,
কুলু-কুলু তানে ব'য়ে যায় প্রাণে—
উছল প্রেমের বান্॥

কুব্জা। যা সখীরা সব! আজ যেন কিছু ভাল লাগ্‌ছে না।

[সখীগণের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ ও বিন্দার প্রবেশ

কৃষ্ণ। ঐ দেখ বৃন্দে! ঐ আমার পাটরাণী কুব্জা সুন্দরী।

বৃন্দা। ও হরি, ঐ তোমার পাটরাণী কুব্জা সুন্দরী? তুমি এই নিয়ে মথুরায় ভুলে আছ? ওঃ আমার কপাল!

গান

"দেখ্‌লেম কুব্জায়, কু-বুঝায়
রাইয়ের পক্ষে কি ভাল বুঝায়।

যেমন হে ত্রিভঙ্গী, তেমনি রাণীর ভঙ্গি,
তোমার থেকে ভঙ্গি তার কিছু না বুঝায়।
এলাম দেখ্‌তে শুন্‌তে—
শুন্‌তে চাই তার গুণ,
প্যারী পারেন শুন্‌তে, যা শুন্‌তে নিপুণ,
দেখে এলেম এমন কু যেমন তে-পেঁচা-কু,
হরি হ'য়েছেন কু-প'ড়ে কু-বুঝায়।
বাঁকায় ভাল বুঝায়, সাজে না সোঝায়,
যেমন প্রেম ঘটে না বুঝায় অবুঝায়।
পেয়েছ কুবুজায়, পেয়েছ কু-বুজায়,
সূদন যে প্রাণে চায়, তারে কে বুঝায়।

কৃষ্ণ। বৃন্দে! চুপ কর। কুবুজারাণী শুন্‌তে পাবে।

বৃন্দা। ওমা! আবার ভয় আছে দেখ্‌ছি কোথায় বা সেই স্বর্ণলতা শ্রীরাধা, আর কোথায় বা এ কুমুরেলতা কুবুজা রূপসী। অমন সুধা ফেলে শেষে নিম-পাতায় গিয়ে রুচি দাঁড়াল? মাথা কি এখানে এসে বিগ্‌ড়ে গেছে না কি?

কৃষ্ণ। জান বৃন্দে! এই কুবুজা আমাকে ভক্তি-ভরে চন্দনের তিলক দিয়েছিল, তাই আমি রাজা, কুবুজা রাণী। আমি যে ভক্তি ভাল বাসি।

বৃন্দা। তাই নাকি? প্রেম গিয়ে শেষে ভক্তিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে? এর পর আর কি আছে? আবার কদিন পরে ত আর একটা কিছু ধর'তে হবে? যাক্‌ কালাচাঁদ! না না মহারাজ! বলি তোমার রাণী ত কোন কথাই কইছেন না? রাণী হ'লে বুঝি তাঁর অতিথির সঙ্গে ও কথা কইতে নাই?

কৃষ্ণ। বলি শুন্‌ছো? বিদেশিনী এসে কি বলে যাচ্ছে? একজন নারী বহুদূর থেকে এসে অতিথি হইয়াছে। তাতে আবার তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রতে এই অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত এলেন। তুমি একেবারেই বোবা মেরে গেলে যে? বলি ব্যাপার খানা কি?

বৃন্দা। আমাদের মত কোথাকার কে এসেছে তার সঙ্গে কি মথুরার রাণীর কথা কওয়া সাজে? তা বেশ হ'য়েছে। দেখে যাওয়া গেল তোমার পাটরাণীকে। শ্রীমতীর কাছে গিয়ে এর রূপ গুণের গল্প করা যাবে। আর শোন ওগো কুবুজার বন্ধু!

গান

"বলি ও কুবুজার বন্ধু।
(তোমার রাধানাথ আর ব'লবো না হে)
(তোমার রাধার বঁধু আর ব'লবো না হে)
বঁধু কেমন ক'রে কোন পরাণে
পাশরিলে রাই-মুখ-ইন্দু॥

ছি ছি হে কুব্জার হরি,
(তোমার রাধার হরি ব'লবো না হে, হে কুব্জার হরি)
(কেমন ক'রে পাশরিলা নবীনা কিশোরী)
(বলি, একবার কি মনে পড়ে না হে)
(মোদের প্রেমময়ী রাধার কথা—
একবার কি মনে পড়ে না হে)
হে কুবুজার কান্ত!
পাশরিলে কেমনে হে রাইমুখ—ভ্রান্ত।

(আমরা রাধাকান্ত আর ব'লবো না হে)
(তোমায় কুব্জাকান্ত ব'লে ডাকবো—
আর রাধাকান্ত ব'লবো না হে)
তুমি কি ধনে হ'য়েছ মত্ত।
চিনি চাঁপা কলা, দূরে তেয়াগিয়ে,
চিটাটে হ'লে কি আসক্ত।
(ছি-ছি নিলাজ মুখে লাজ আসে না)
(তুমি কেমন করে রাজা হ'লে—
ছি-ছি নিলাজ মুখে লাজ আসে না)
হরি, ব'সেছ হে রাজপাটে।
সোণার প্রতিমা, ধূলায় পতিতা,
কুব্জা ব'সেছে খাটে।
(খাটে খাটে)
(তোমার এই খাটে কি কুব্জা খাটে।"

কুব্জা ! (সক্রোধে) কহ মথুরেশ !
কেবা এই মুখরা রমণী ?
যা আসিয়াছে মুখে
তোমার সমুখে
তাই বলি গালি দেয় মোরে ?
এত দুঃসাহস ?
কেন ? কিসে হ'ল শুনি ?
তুমি বা কেমনে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে
শুনিছ বলনা এসব কটুবাণী ?

অনুমানি আমি
ছিল কোথা তব গোপন পিরীতি,
তার দূতী হয়ে আসে এ মুখরা,
ঈর্ষাবসে কহে কটু ভাষ।

কৃষ্ণ। শোন গো সুন্দরি!
রাগ নাহি কর
ধৈর্য্য ধরি অবসান কর কথা মোর।
শৈশবে যাপিনু কাল—
বৃন্দাবন ধামে।
বৃন্দাবনে ব্রজপুরী মাঝে
ব্রজাঙ্গনা সনে—
বহুদিন করিয়াছি কেলি।
কভু কুঞ্জে—কভু বা নিকুঞ্জে,
কভু সেই কালিন্দীর কূলে,
কভু কদম্বের মূলে,
নিশিদিন করিয়াছি কতই আনন্দ।
তার মাঝে শ্রীমতী শ্রীরাধা,
প্রাণ দিয়ে মোরে বেসেছিল ভাল।
বাজাতাম বাঁশী যবে রাধা রাধা বলি,
আসি ত ছুটিয়ে উধাও হইয়ে
তখনি সে কদম্বের তলে।
লাজ-মান-ভয়-জ্ঞাতি-কুল-পতি,
সব ত্যজেছিল মোর তরে।

এক মাত্র আমি তার ধ্যান,
আমি তার জ্ঞান,
আর কিছু জানিত না রাই।

কুব্জা। বেশ বেশ তাই যদি,
তবে এলে কেন বৃন্দাবন ছাড়ি?
কে ডাকিতে গিয়েছিল তোমা?

কৃষ্ণ। কেন কর রোষ?
হ'য়ে অসন্তোষ—
সব দিক্ নাহি নষ্ট কর।
স্পষ্ট বলি শোন,
একবার যাব বৃন্দাবনে—
বৃন্দাসনে হেরিতে রাধারে।
ব্রজপুরে প্রতি ঘরে ঘরে
প্রতিদিন উঠে ধ্বনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
কাঁদে তারা—আমা তরে।
আমা হারা ব্রজবাসী
বারি হীন মীন সম
মৃতপ্রায় হ'য়ে আছে সব।
তাই আমি যাব বৃন্দাবনে।

কুব্জা। কি বল নিষ্ঠুর!
নিতান্ত ভ্রমর বৃত্তি তব,
তাই মধু শূন্য হ'লে—
এক পুষ্প ত্যজি
অন্য পুষ্পে করহ ভ্রমণ।

কৃষ্ণ। ব্রজের কুসুম—
নহে মধুশূন্য কভু।
সে যে চির বিকশিত—
চির সুরভি পূরিত,
চিরদিন অম্লান পেলব।
পূত প্রেম-মধু-পূর্ণ সদা।
কি সাধ্য তোমার ?
কি বুঝিবে তাহাদের প্রেম।
নাহি ঈর্ষা দ্বেষ তাহে।
শুধু চায় দেখিবারে
শুধু চায়—সর্ব্বস্ব ঢালিতে।
প্রতিদান কারে বলে,
জানে না সে গোপাঙ্গনাগণ।
কুব্জা। বোধ হয় স্বরগের দেবী তারা ?
কৃষ্ণ। হাঁ, স্বরগের দেবী কেন ?
তা হ'তেও উচ্চ স্তরে—
বাস করে যারা,
জেনো তুমি—
তাই তারা—তাই তারা।

বৃন্দা। (সহাস্যে) তা বেশ হ'ল,
দেখা গেল—শোনাও গেল।
রহিল না বাকী কিছু আর।
এই বার তবে
যাত্রা করি মথুরা হইতে ?
না জানি সে কমলিনী—

চাতকিনী প্রায়—
কেমনে চাহিয়ে আছে মেঘের আশায়।

কৃষ্ণ। চল বৃন্দে!

[উভয়ের প্রস্থান

কুব্জা! বটে! বটে! এতদূর?
আচ্ছা দেখি—
আমিও কুব্জা রাণী,
ফিরে এস আগে,
সুদ্ সমেত লইব আদায় করি।
যাই এবে সখীদের কাছে।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

(বৃন্দাবন-কুঞ্জ)

শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি আসীনা

রাধা। সখি !
একে একে দিন ব'য়ে যায়।
তবু বৃন্দে ফিরে নাহি আসে !
যার আশে—
এখনও রেখেছি জীবন,
কই এলো সেই শ্যামচাঁদ ?
সখি রে !
ভেবেছিনু কতই পরাণে।
কত যে কল্পনা তরু রোপিনু হৃদয়ে,
না ফলিল কোন ফল তায়।
সুখ শান্তি তরে
দিনু প্রাণ শ্যামের চরণে,
লভিলাম শুধু বিড়ম্বনা।

গান

"সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়ে গেল।
অমিয় সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল ॥

সখি, কি মোর করমে লিখি।
শীতল বলিয়ে, ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি ॥
নিচল বলিয়া, উচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালাম, সাগর বাঁধিলাম,
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগীর করম দোষে ॥”

ললিতা। ধৈর্য্য ধর রাই!
আসিবে নিশ্চয় তোমার ব্রজের কানাই।

বিশাখা। বৃন্দে যখন গিয়েছে, তখন কি আর শ্যামকে না নিয়ে একা একা ফিরে আসবে? তেমন বৃন্দেই নয় সে।

রাধা। কি জানি স্বজনি!
নিজ ভাগ্য মানি,
পদে পদে বল
মম সম কেবা দুঃখ পায়?
আমি অভাগিনী—
শ্যাম কাঙ্গালিনী—
পাগলিনী হই শ্যামচাঁদ তরে
কি দোষে বল না
দোষী আমি বঁধুর চরণে?

বিনা দোষে তবে
কেন হেন পরমাদ ?
বিনা মেঘে হায় সখি !
হ'ল এবে বজ্রাঘাত ?

ললিতা এই বার এলে,
আর মান করো না শ্রীমতি !
অত মান অভিমান,
পায় ধ'রে সাধা-সাধি,
আর যেন করো না কখনো।
বোঝনা ?
পুরুষের জাতি—
মধুকর সম
ফুলে ফুলে করে মধু পান !

বিশাখা। পার যদি রাই !
এক কাজ ক'রো,
এলে শ্যাম মনচোর তব,
প্রেমের শিকলে বাঁধি,
রেখে দিও চোরে—
হৃদয়ের অন্ধ কারাগারে।
না পারিবে বাহিরিতে আর।
চিরদিন রবে বাঁধা—
আমাদের রাই রাজা পাশে।

রাধা আর কি আসিবে শ্যাম ?
শুনিয়াছি মথুরার রাজা কৃষ্ণ।

সে রাজ্য সম্পদ্ পরিত্যাগ—
আর কিলো আসিবে ব্রজেতে ?

(প্রবেশ পথে কৃষ্ণসহ বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। হের হে নিঠুর !
ওই তব কমলিনী।
বারিহীন সরোবরে—
শুষ্ক কমলিনী সম
বিরহের প্রবল সন্তাপে
সন্তাপিত কমলিনী ধূলায় পতিতা।

কৃষ্ণ। সত্যই নিষ্ঠুর আমি।
চল বৃন্দে রাধার নিকটে,
চরণে ধরিয়ে মাগিব মার্জ্জনা ;

(উভয়ের নিকটে গমন)

ললিতা। রাই ! রাই ! দেখ চেয়ে কে এসেছেন।

রাধা। (দেখিয়া) বৃন্দে ! এলি ফিরে ?
কই মোর কালাচাঁদ কই ?

বৃন্দা। (দেখাইয়া) এই যে এনেছি ধ'রে !

রাধা। কই ?—ওই ?
না—না বৃন্দে !
ও ত নয় আমাদের কালাচাঁদ।
ও ত হেরি মথুরার রাজা।
আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র হ'লে,
পীত ধড়া পরা

শিরে শিখি পাখা
করে বাঁশী দেখিতে পাইতে।
আমাদের কৃষ্ণ হ'লে
রুণু রুণু নূপুরের ধ্বনি—
এতক্ষণে শুনিতে পাইতে।

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) ধন্য গোপী ! ধন্য তোরা।
ব্রজের রাখাল বেশ বিনে
নাহি চাও রাজ বেশ মোর ?
আচ্ছা তাই হ'ক তবে।
(সহসা রাখাল বেশ ধারণ)
(প্রকাশ্যে) কেমন হ'য়েছে রাধে !

রাধা। গান

"শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া।
চিরদিন পরে, পাইয়াছিলাম,
আর না দিব ছাড়িয়া ॥
তোমায় আমায়, একই পরাণ,
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হৈতে, বাহির হইয়া,
কিরূপে আছিলা তুমি ॥
যে ছিল আমার, মরমের দুখ,
সকল করিনু ভোগ।
আর না করিব, আঁখির আড়,
রহিব একই যোগ ॥

খাইতে শুইতে, তিলেক পলকে,
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি, খেয়াতি হৈয়াছে,
আর কি কাহারে ডর॥"

কৃষ্ণ। আর লজ্জা দিও না কিশোরী!
মথুরা রাজ কাজ তরে
পারি নাই আসিতে এখানে।
কিন্তু, প্রাণময়ি!
সদা প্রাণ ছিল তব পাশে।
"বৃন্দাবন পরিহরি—
এক পদও যাব না কোথায়"
এই সত্য বাক্য মোর,
মিথ্যা করি নাই কভু।
স্থূল চক্ষে দেখনি আমারে,
ছিনু কিন্তু চিন্ময় মুরতি ধরি,
বৃন্দাবনে সকলের কাছে।

রাধা। গান

"বঁধু হে আর না ছাড়িয়ে দিব।
এ বুক চিরিয়ে, যেখানে পরাণ,
সেখানে তোমারে থোব॥
ও চাঁদ বদন, সদা নিরখিব,
সুখ না চাহিব আর।

তোমা হেন নিধি, মিলাওল বিধি,
পুরিল মনের সাধ ॥
প্রেম-ডোর দিয়া, রাখিব বাঁধিয়া,
দুখানী চরণার বিন্দ।
কেবা নিতে পারে, কাহার শকতি,
পাঁজরে কাটিয়া সিঁধ ॥
হিয়ার মাঝারে, সাধ যে করি,
রাখিতে নাহিক ঠাঁই।
হারাইলে পুনঃ, অলস পরাণ,
খুঁজিয়া পাইতে নাই ॥”

কৃষ্ণ। গান

তোমা ছাড়া রাই, কেহ মোর নাই,
তুমি যে আমার সব।
তোমা হারা হ'য়ে এ জীবন থাকিতে,
যেন রহিগো হইয়ে শব ॥
তোমারি চরণে, বাঁধা প্রাণ মন,
রাধা নাম সাধা বাঁশী।
তুমি যে আমার, জনমে মরমে,
রয়েছ প্রেমের ফাঁসি ॥”

রাধা। গান

“বঁধু তোমার গরবে, গরবিনী আমি,
রূপসী তোমার রূপে।

হেন মনে করি, ও দুটী চরণ,

সদা লইয়া রাখি বুকে ॥

অন্যের আছে যে, অনেক জনা,

আমার কেবল তুমি।

পরাণ হইতে, শত শত গুণে,

প্রিয়তম করি মানি ॥”

কৃষ্ণ। কি কহিব প্রাণময়ি !

তুমি যে আমার কি ?

তোমারি কারণে—

আমি বৃন্দাবনে জীবন সফল মানি।

রাধা। গান

“ওহে নাথ কি দিব তোমারে।

কি দিব—কি দিব করি মনে করি আমি,

যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥

তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার।

তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার ॥

যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি।

তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি ॥”

কৃষ্ণ। আহা ! আহা !

হেন প্রেম আর কোথা আছে ?

গান

রাধা।—"তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
কৃষ্ণ।—তুয়া অনুরাগে হাম গোলোক ছাড়িলাম॥
রাধা।—তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই।
কৃষ্ণ।—তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই॥
রাধা।—তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
কৃষ্ণ।—তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বর ধারী॥
রাধা।—তুয়া অনুরাগে হাম হইনু কলঙ্কিনী।
কৃষ্ণ।—তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা হৈনু আমি॥
রাধা।—তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
কৃষ্ণ।—তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি॥"

বৃন্দা। আর কেন? এস অনেক দিন পরে আবার তোমাদের যুগল মিলন দেখি।

(যুগলরূপ ধারণ)

সখীগণ।

গান

এবার বাজলো মিলন বাঁশী।
নীলাকাশে ভাসে যেন পূর্ণিমার শশী॥
নিখিল দুখ সন্তাপ,
ভবের ত্রিতাপ,
আজি হৃদয় সাগরে উছলি পড়িছে
সুখের তরঙ্গ রাশি॥

সমাপ্ত

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী
১০৪ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা

মান-ভঞ্জন

(কৃষ্ণযাত্রা)

রচয়িতা :—

বৈষ্ণব প্রবর প্রবীন নাট্যকার

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ

১০৪, অপারচিৎপুর রোড, কলিকাতা

মূল্য চারি আনা

প্রকাশক—
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ধর
৪৪, নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা

গ্রন্থকারের কয়েকখানি কৃষ্ণ যাত্রার উৎকৃষ্ট পুস্তক ঃ—

১। কলঙ্ক ভঞ্জন, ২। কালীয় দমন, ৩। মাথুর,
৪। নৌকাবিলাস, ৫। শ্রীগৌরাঙ্গ,
৬। অক্রুর সংবাদ, ৭। ননীচুরি,
৮। প্রভাস মিলন, ৯। কৃষ্ণকালী।

প্রিণ্টার—শ্রীবলাইচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড-প্রিণ্টিং-হাউস
৭২।এ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চরিত্র

—পাত্র—	—পাত্রী—
শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, রাখালগণ ও গোপবালকগণ—	রাধা, বৃন্দা, ললিতা, যশোদা, বিশাখা, চিত্রলেখা, শ্যামা, ও গোপীগণ—

কতিপয় প্রসিদ্ধ নাটকাবলী

মান-ভঞ্জন

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

(গৃহ)

বৃন্দা প্রভৃতি সখী সঙ্গে গীত কণ্ঠে প্রবেশ

গান

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া—মরমে পশিল গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইল সই তারে॥
নাম পরতাপে যার, ঐ ছল করিল গো,
যুবতী ধরম কৈছে রয়।
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়॥"

বৃন্দা। বলি রাধে! তোর কি হ'ল? শ্যাম নাম শুনেই পাগল হলি,—তবু ত চোখে এখনো দেখিস্ নি।

রাধা। না বৃন্দে! শুধু নাম শোনা নয়, তারে যে সেদিন যমুনার কূলে স্বচক্ষে দেখিছি।

গান

"সজনি কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজ-কুল-নন্দন হরিল আমার মন,
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরুমূলে॥
গোকুল নগর মাঝে, আর কত রমণী আছে,
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুল খানি, যতনে রেখে আমি,
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা॥
মল্লিকা-চম্পক দামে, চূড়ার চালনী বামে।
তাহে শোভে ময়ুরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ পেয়ে,
অলি উড়ি-পড়ে লাখে-লাখে॥"

ললিতা। (অজান্তিতে) দেখ্ বৃন্দে! রাধার গতিক বড় ভাল ব'লে বোধ হ'চ্ছে না।

গান

"ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবারে,
তিলে তিলে এসে যায়।

মন উচাটন বিশ্বাস সঘন,
কদম্ব কাননে চায় ॥
রাই এমন কেন বা হ'ল।
গুরু দুইজন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেব পাইল ॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সংবরণ নাহি করে
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসায়ে পরে ॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধূ বালা
কিবা অভিলাষে, বাড়ায় লালসে,
না বুঝি তাহার ছলা ॥”

বিশাখা। তাইত গা, রাধার অন্তরে কি যেন ব্যথা জেগে উঠেছে।

গান

“রাধার কি হ'ল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা ॥
সদাই ধ্যানে, চাহে মেঘ পানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙা বাস পরে,

যেমন যোগিনী পারা ॥

এলাইয়ে বেণী, ফুলের গাঁথনি,

দেখায় খসায়ে চুলি।

হসিত বয়ানে, চাহে মেঘ পানে,

কি করে দু'হাত তুলি ॥"

বৃন্দা। শোন রাই।—

গান

"না যাই ও যমুনার জলে, তরুয়া কদম্ব মূলে,

চিকণ কালা করিয়াছে হানা।

নব জল ধর-রূপ, মুনির মন মোহে গো,

তেঞিঃ জলে যেতে করি মানা ॥

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি, বঙ্গিয়া মদন জিতি,

চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।

ভুবন বিজয়া মালা, মেঘে সৌদামিনী কলা,

শোভা করে শ্যাম চাঁদের গলে ॥

নয়ন-কটাক্ষ-ছাঁদে, হিয়ার ভিতর হানে,

আর তাহে মুরলীর তান।

শুনিয়া মুরলীর গান, ধৈরজ না ধরে প্রাণ,

নিরখিলে হারাবি-পরাণ ॥"

রাধা। বৃন্দে! বৃন্দে! যদি সেই অপরূপ-রূপ তুই একবার দেখতিস ?—

গান

শ্যামের বদনের ছটায় কিবা ছবি।

কোটি মদন জনু, জিনিয়া শ্যামের তনু

উদইছে যেন শশী রবি ॥

সই, কিবা সে শ্যামের রূপ,

নয়ান জুড়ায় চেঞা।

হেন মনে লয়, (যদি) লোক-ভয় নয়,

কোলে করি যেয়ে দেঞা ॥

তরুণ মুরলী, করিল পাগলী,

রহিতে নারিনু ঘরে।

সবারে বলিয়া, বিদায় লইনু,

কি করিবে দোসর পরে ॥

বৃন্দা। আচ্ছা রাই! চল্ আজ আমরা সব সখী মিলে যমুনার জল আনতে যাই। দেখি তোর সেই ভুবনমোহন কেলে সোনা কি করে?

অন্যান্য সখীগণ। সেই ভাল বৃন্দে! চ-যাই।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(নন্দালয়)

যশোদা ও কৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন

কৃষ্ণ। দে মা! আমায় গোষ্ঠের বেশে সাজিয়ে দে। রাখলেরা এখনি আসবে।

গান

দে মা দে সাজিয়ে মোরে—
রাখালের বেশে।
অলকা তিলকা দিয়ে—চূড়া বেঁধে—
দে মা কেশে॥
বনমালা দে মা গলে,
পীতধড়া কটি তলে,
করে তুলে দে মা বাঁশী—
বাজাই বাঁশী হেসে হেসে॥
মুখে দেমা ক্ষীর ননী,
খাবে তোর এই নীলমণি,
আর বিলম্ব করিসনে মা—
বেলা ব'য়ে যাবে শেষে॥

গীত কণ্ঠে শ্রীদামাদি রাখালগণের প্রবেশ।

গান

আয়—আয়—আয়—আয়রে ভাই—
আয় আয় মোরা গোঠে যাই।
উঠ্‌লো পূবে ভানু, যেয়ে দেখ্‌রে কানু
এখনো কি তোর ঘুম ভাঙ্গে নাই॥
না হেরিয়ে তোরে ধবলী শ্যামলী,
হাম্বা হাম্বা রবে ডাকে বন মালী,
তুই ত্রিভঙ্গ হইয়ে—নাচিয়ে নাচিয়ে—
বেনু বাজাইয়ে চলরে কানাই॥

কৃষ্ণ। এই যে ভাই! আমি ঘুম থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আছি। মা কেন যেন আজ সাজিয়ে দিচ্ছেনা দেখ।

যশো। যাও বাবা! তোমরা আজ গোপাল আমার গোষ্ঠে যাবে না।

গান

যারে তোরা সবে গোপাল আমার—
আজ গোঠে যাবে না।
প্রখর রবির কিরণ সন্তাপ—
ও কোমল অঙ্গে সবেনা-সবেনা॥

নিতি নিতি গোপাল যায় দূর বনে,
ধৈরজ ধরিতে নারি প্রাণ মনে,
পথ পানে চাই— পথ পানে ধাই
তবু নাহি আসে, মরিবে হতাশে,
গোপালে অদেখা হ'য়ে—
প্রাণ মোর বাঁচেনা বাঁচেনা ॥

রাখালগণ।

গান

ওমা নন্দরাণী তোর নীলমণিরে—
গোঠে নিতে মোরা এসেছি।
মোদের প্রাণ মন সর্বস্ব ধন
সবই ওরে দিয়েছি ॥
গোঠে খিদে পেলে
দিব বন ফল তুলে,
রবির তাপে তাপলে কায়া—
ওরে গাছের ছায়ায় রেখেছি
সাজে কানাই রাখাল রাজা,
আমরা যত সাজি প্রজা,
মোদের কানাই বিনে আর কিছু নাই—
প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছি ॥

বল। মাগো! তোর কানাইয়ের জন্য কোন চিন্তা নাই। আমি কানাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সব সময়েই থাকি। তুই কোন চিন্তা না ক'রে কানাইকে গোষ্ঠের বেশ পরিয়ে দে।

যশো। বলাইরে! আমি জানি তোরা আমার গোপালকে কত ভাল ভাসিস্। কিন্তু আমি যে ওকে চোখের আড়ালে রেখে ঘরে থাকতে পারিনে বাবা।

কৃষ্ণ। মাগো আজকে আমায় ছেড়ে দে, আজ আমরা গোঠে গিয়ে একটা মজার খেলা খেলবো। আমি না গেলে রাখালেরা ভারি দুঃখ পাবে যে মা!

রাখালগণ।

গান

তবে যারে য়ারে বলাই—
গোঠে নে যা আমার নীল মণিরে।
আমি তোরই হাতে সঁপে দিলাম—
আমার বড় সাধের নয়নমণি রে॥
দেখিস্ দেখিস্ রে- আমার অন্ধের মাণিক নয়ন তারায়
আমার সবে ধন ঐ—নীলমণি রে
যেন খিদেয় কাতর হয়না গোপাল
যেন রবির তাপ লাগেনা গায়ে।
ও যে কোমল অঙ্গ ওযে ননী মাখানে গড়া অঙ্গ
সইতে নারে কোমল অঙ্গে সইতে নারে।

আমি রইলাম ঘরে ওরে বলাই—
যেন মনিহারা ফণী রে ॥

(গোপালকে গোষ্ঠের বেশ সাজাইয়া দিলেন—শেষে সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(কুঞ্জবন)

বৃন্দাসহ শ্রীরাধার প্রবেশ

বৃন্দা। দেখ্ কিশোরি ! আজ তোর কুঞ্জে নিকুঞ্জবিহারী নিশ্চয়ই আসবে। দেখছিস্ না ? চারদিক থেকে কেমন পাখীরা গান ধ'রেছে। অলিকুল গুণ গুণ রবে কুঞ্জবন মুখরিত ক'রে তুলেছে।

রাধা !

গান

"পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া,
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিলে
লাগিল দুখের তায় ॥

কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর

নিরমল তার জল।

দুখের মকর ফিরে নিরন্তর,

প্রাণ করে টলমল ॥

গুরুজন জ্বালা জলের শিহলা

পড়সী জিয়ল মাছে।

কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়,

ছাঁকিয়া খাইল যদি।

অন্তর বাহিরে, কুটু কুটু করে,

সুখে দুখ দিল বিধি ॥

বৃন্দা। পিরীত যদি এমন ধারা? তবে সাধ ক'রে ক'রতে গেছিলি কেন লা?

রাধা।

গান

"সই, পিরীতি আখর তিন।

জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,

না জানিয়ে রাতি দিন ॥

পিরীতি-পিরীতি, সব জনা কহে,

পিরীতি কেমন রীতি।

রসের স্বরূপ, পিরীতি মূরতি,

কেবা করে পরতীত ॥

পিরীতি-মন্তর, জপে যেই জন,
নাহিক তাহার মূল।
বঁধুয়া পিরীতি, আপনা বেঁচিয়া,
নিছিদিনু জাতি কূল॥
সে রূপ সায়রে, নয়ন ডুবিল,
সে গুণে বাহিল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবে যে চিত,
নিবারিব কিবা দিয়া॥"

রাধা। আরও শোন বৃন্দে!

গান

"পিরীত বলিয়া, এ তিন আখর,
সিরজিল কোন্ ধাতা।
অবধি জানিতে, সুধাই কাহাতে,
ঘুচাই মনের ব্যথা॥
পিরীতি মূরতি, পিরীতি রতন,
যার চিতে উপজিলা।
সে ধনী কতেক, জনমে জনমে
যজ্ঞ করিয়া ছিলা
সই পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা॥

যে জন বিনে, না রহে পরাণে
সে যে হইল কুলনাশী।
তবে কেন তারে, কলঙ্কিনী বলে,
অবোধ গোকুলবাসী॥

বৃন্দা। তবে আর দুঃখ কি ভোর? পিরীতির রীতিই যখন এই, তখন, পিরীতি কর'তে গেলে ত দুঃখ পেতেই হবে।

রাধা। তা সত্যি বৃন্দে! কিন্তু সে পিরীতির দুঃখ কিরূপ জানিস্? ক্ষণস্থায়ী, এই মান, এই অভিমান, এই বিরহ আবার এই মিলন, সে যেন অম্ল মধুর রস। কিন্তু, আমার ভাগ্যে যে সবই বিপরীত। শোন্ বলি।

গান

"সুখের লাগিয়া— পিরীতি করিনু,
শ্যাম বঁধূয়ার সনে।
পরিনামে এত, দুখ হবে ব'লে,
কোন্ অভাগিনী জানে॥
সই পিরীতি বিষম জানি।
এত সুখে এত দুখ হবে ব'লে,
স্বপনে নাহিক জানি॥
কে হেন কালিয়া, নিঠুর হইল,
কি শেল লাগিল যেন।

দরশন আসে, যে জন ফিরয়ে,
সে এত নিঠুর কেন ॥”

রাধা। কানুর পিরীতি কিরূপ জানিস্ ?

গান

“কানুর পিরীতি, চন্দনের রীতি,
ঘষিতে সৌরভ ময়।
ঘষিয়া আনিয়া, হিয়ায় লইতে,
দহন দ্বিগুণ হয় ॥
সই, কেবলে পিরীতি হাঁরা।
সোণায় জড়িয়া, হিয়ায় করিতে,
দুখ উপজিলা কিরা ॥
পরশ পাথর, বড়ই শীতল,
কহয়ে সকল লোকে।
মুঞি অভাগিনী, লাগিল আগুন,
পাইনু এতেক দুখে ॥
সব কুলবতী, করয়ে পিরীতি,
এমত না হয় কারে।
এ পাড়া পড়সী, ডাকিনী সদৃশী,
এমত না খায় তারে ॥
গৃহের গৃহিনী, আর ননদিনী,

বলরে বচনে যত।
কহিলে কি যায়, কি করি উপায়,
পরাণে সহিবে কত ॥

বৃন্দা। কমলিনি! তোর কোমল অঙ্গে এত তাপ কি সহ্য পায়? আহা! কি হ'য়ে গেছিস্ বল্‌ত দেখি?

রাধা! বৃন্দে! আমি যে বহু সাধ ক'রে কালার সঙ্গে পিরীতি ক'রে ছিলাম!

গান

"বিবিধ কুসুম, যতনে আনিয়া
গাঁথিনু পিরীতি মালা।
শীতল নহিল, পরিমল গেল,
জ্বালাতে জ্বলিল গলা ॥
সই, মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া, বিষ মিশাইয়া,
হিয়ার মাঝারে দিল ॥
জ্বালায় জ্বলিয়া, উঠিল যে হিয়া,
আপাদ মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি, কি করিব সখী,
আগুন হইল ফুল ॥
ফুলের উপর, চন্দন লাগল,

সংযোগ হইল ভাল।

দুই এক হৈয়া, পোড়াইল হিয়া,

পাঁজর ধ্বসিয়া গেল ॥"

রাধা। বৃন্দে! আমার পোড়া কপালের দোষ না হ'লে এমন ধারা হয়?

গান

"সুখের লাগিয়ে, এ ঘর বাঁধিনু,

আগুনে পুড়িয়া গেল।

অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,

সকলি গরল ভেল।

সখি! কি মোর কপালে খেলি।

শীতল বলিয়ে, ও চাঁদ সেবিনু,

ভানুর কিরণ দেখি ॥

উচল বলিয়ে, অচল চড়িনু,

পড়িনু অগাধ জলে।

লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেরিল,

মাণিক হারানু হেলে ॥

নগর বসালাম, সাগর বাঁধিলাম,

মাণিক পাবার আশে,

সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,

অভাগীর করম দোষে ॥"

বৃন্দা।

গান

শুন কমলিনী, চল কুল রাখি,
আর না করিও নাম।
সে যে কালিয়া মূরতি, কালিয়া প্রকৃতি,
কালা খল নাম শ্যাম॥
জনক জননী, ত্যজিয়ে আপনি,
অন্যের হইয়া মজে।
রাম অবতারে, জানকী সীতারে,
বিনি অপরাধে ত্যজে॥
উহার চরিত, আছয়ে বিদিত,
বালী বধিবার কালে।
বলিকে ছলিয়া, পাতালে লইল,
কি দোষ উহার পেলে॥
উহার রচিত, আছয়ে বিদিত,
হৃদয় পাষাণ ময়।
উহার পরণে, যেমত রাবণে,
যেই সে শরণ লয়॥

রাধা। সবই বুঝি, তবু যে ভুলতে পারিনে বৃন্দে।

গান

কেমনে ভুলিব তারে—
আমি ভুলিতে না পারি সখি।

সেই কালরূপ অপরূপ—

আমার মজেছে সেইরূপে আঁখি ॥

ভুলিব ভাবিলে সই রে,

(অম্‌নি) ভোলার কথা ভুলে যাই রে,

ভেবে কুল আর নাহি পাই রে—

ভাসি আঁখি নীরে ;

সেই কৃষ্ণনাম অবিরাম করে আমার—

প্রাণ-পাখী ॥

যে দিকে ফিরাই আঁখি,

কালরূপ সেই দিকে দেখি,

নয়ন মুদিলে সখি—

কালরূপ নিরখি ;

(আমার) অন্তরে বাহিরে কাল—

বল্ গো বৃন্দে কারি বাকি ॥

বৃন্দা। বুঝেছি, তুমি একেবারেই মরেছ। এখন কি ক'রতে হবে বল, যাব একবার সেই তোমার মনোচোরার কাছে? কই কথা বল্‌ছো না যে? তবে "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" আচ্ছা চল্লাম আমি, তুমি এখন ঘরে যাও।

(প্রস্থান)

রাধা।

গান

"শিশুকাল হইতে, শ্রবণে শুনিনু,
সহজে পিরীতি কথা।
সেই হইতে মোর, তনু জর জর,
ভাবিতে অন্তর ব্যথা॥
দৈবের ঘটিতে, বঁধুর সহিতে,
মিলন হইবে যবে।
মান-অভিমান, বেদের বিধান,
ধৈবজ ভাঙ্গিবে তবে॥
জাতিকুল বলি, দিলাম তিলাঞ্জলি,
ছাড়িনু পতির আশ।
ধরম করম, সরম ভরম,
সকলি করিনু নাশ॥
কুল কলঙ্কিনী, বলে দেয় গালি,
গুরু পরিজন মেলি,
কাতর হইয়ে, আদর করিয়ে,
লইনু কলঙ্কের ডালি॥

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(যমুনার তীর)

কৃষ্ণ সহ রাখালগণের প্রবেশ

শ্রীদাম। সখা! সখা! আজ তোর মুখখানী মলিন দেখছি কেন? কি হ'য়েছে ভাই।

গান

তাই বল্ দেখি ভাই—
কেন তুই এমন হলি।
বল, কি দুখে ভাই! কাঁদিস্ রে কানাই—
বল কি ব্যথা আজ মনে পেলি॥
কি কষ্ট হ'য়েছে কৃষ্ণ বল স্পষ্টভাবে,
কেন তোর আঁখি জলে ধরাতল ভাসে,
দেখে তোর মুখ, পাইরে মনে দুখ,
কেন কার তরে আজ উতরলি॥

কৃষ্ণ।

গান

কোথা রাধে আমার প্রেমময়ী রাধে।
তারই তরে আজি ভাই রে—

প্রাণ মোর কাঁদে ॥

সে যে আমারে না হেরে—

চারিদিকে আঁধার দেখে,

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে পড়ে ভূমিতলে,

ধারা যে বহিছে চ'খে,

আমি বিনে তার কেহ নাহি আর—

তারে ফেলেছি প্রণয় ফাঁদে ॥

শ্রীদাম। ভাই রাখাল সব। কানাই আজ বলে কি? ও আমাদের সঙ্গে সখ্য ছেড়ে, শেষে—গোপীর প্রেমে প'ড়লো?

সুদাম। সে ত অনেক দিনই প'ড়েছে। ওর আর কি আমাদের উপর টান আছে?

সুবল। দেখতে পাওনা, আমাদের সঙ্গে থাকে থাকে আবার কোথায় যেন উধাও হ'য়ে চ'লে যায়।

কৃষ্ণ। না ভাই রাখাল সব! আমি তোদের সখ্য-ডোরে যে বাঁধা রয়েছি। আবার গোপীরাও আমাকে প্রেম-ডোরে বেঁধে ফেলেছে।

শ্রীদাম। এখন দুই নৌকায় পা দিয়েছিস্, শেষে মারা যাবার চেষ্টা!

কৃষ্ণ।

গান

আমি কি শেষে মারা যাব রে।

এই দুই নৌকায় পা দিয়েছি ব'লে—

ওকূল একূল দুকূল খোয়াব রে ॥

বল্ কি করি উপায়,

ঠেকিলাম এ কি বিষম দায়,
কি করি কি করি, বুঝিতে না পারি,
কোথা গেলে আমার রাই পাব রে ॥

(বেগে প্রস্থান)

রাখালগণ। হায়! হায়! কি হ'ল? কি হ'ল, কানাই কি সত্যি সত্যিই পাগল হ'ল? চল চল ছুটে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(যমুনার তীর)

বৃন্দাসহ শ্রীরাধার প্রবেশ

রাধা।

গান

কই সই কই শ্যামচাঁদ কই।
চূড়াটী হেলায়ে নাচিয়ে নাচিয়ে—
আসে বুঝি কানু অই ॥

বৃন্দা।

কই তোর শ্যামচাঁদ?
সে ত আসে নাই,

মিছে মিছি কেন তবে
পাগল হস্ রাই ॥

রাধা।

আমি পাগল হবো শ্যামের লাগিয়ে,
পাগল হইলে কি কালা পাওয়া যায়
আমি পাগল হইব,
যেথা সেথা যাব
গাইব কানুর গান,
আমি হৃদয় বীণায়
বাজাব যতনে,
উঠাব কানুর তান,
আমার কানু সে জীবন,
কানু সে পরম,
প্রেমের পুতুলী কানু,
ঐ রাধা নাম সাধা শুন সহচরি—
বাজিছে মোহন বেণু।

গীত কণ্ঠে কৃষ্ণের প্রবেশ

গান

বাজরে বাজরে রাধা নামের সাধা বাঁশী।
আমি নিতুই নিতুই এই বাঁশীত বাজাই আসি ॥

আমার মোহন বেণু—
জানে না ত আন বুলি,
তাই দিবানিশি রাধা বলে বাজে—
আমার মোহন মুরলী,
আমি রাধা নাম বাজাতে বড় ভালবাসি ॥

বৃন্দা। শ্রীমতি! শুনছিস? এ কি বলে?

রাধা। পাগলটা জিজ্ঞাসা কর না।

বৃন্দা। বা-বা ওগো! তোমাকে রাখালের মত দেখাচ্ছে। তোমার নামটা কি বলবে?

কৃষ্ণ। আমার নাম? কত গণ্ডা কটা বলবো? তোমরা দেখছি কুলের কুলবধূ। তোমরা এখানে এসেছ কেন? আগে সেই কথাটা আমায় বল দেখি।

বৃন্দা। আমরা একটা চোরের সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি।

কৃষ্ণ। চোর? দিনের বেলায় চোরের সন্ধান। সে আবার কি রকম?

বৃন্দা। হাঁ, চোরটা বড় সেয়ানা, তাই দিনের বেলা রাত্তির বেলা বলে এর কাছে কিছু নাই, ফাঁক পেয়েছে কি নিয়েছে।

কৃষ্ণ। তাই নাকি? আমারও একটা জিনিষ চুরি গিয়েছে, কিন্তু সে চোর পুরুষ নয় নারী, তাইত কিছু ব'লতে পারছিনে।

বৃন্দা। আমরা একবার ধরতে পেলে, তাকে চিরবন্দী ক'রে রেখে দিতাম।

কৃষ্ণ। তোমাদের কি মাল চুরি গিয়েছে?

বৃন্দা। এই আমাদের রাজকুমারী শ্রীরাধার একটা লাখ টাকার মাল চুরি গেছে।

কৃষ্ণ। বটে? এত দামী? সে মালটার নামটা শুনতে পাই কি?

বৃন্দা। কেন পাবেনা? সেটা হচ্ছে "প্রাণ"। বুকের মধ্যে যারে লুকিয়ে রেখে ছিল।

কৃষ্ণ। ওঃ,—তবে ত আমার ও সঙ্গে মিলে মিলে যাচ্ছে। আমারও ত "প্রাণ"টা খোয়া গেছে।

বৃন্দা। তুমি তবে কেমন ধারা পুরুষ? যে সামান্য নারীতে নেয় তোমার প্রাণ চুরি ক'রে?

কৃষ্ণ। সে কি সাধারণ নারী মনে ক'রেছ?

গান

ওগো! সেত নয় সামান্য নারী।
সে যে অসামান্য মান্যা গণ্যা—
এক মুখে তার গুণ বর্ণিতে নারি॥
সে যে রাজার ঝিয়ারী
পরিধানে নীলাম্বরী,
সে নিতে আসে কভু যমুনাতে বারি॥
তারে নারে নিবারিতে—
শাশুড়ী ননদী।
সে নয়কো তাদের কোনও দরদী,

সে যে স্বাধীনা প্রকৃতি তাইত সম্প্রতি—
নারী হ'য়ে করে পর-পুরুষের প্রাণ-মন চুরি ॥

বৃন্দা। তা বুঝেছি। তোমাকে চিনে'ও ছি। এখন এক কাজ কর। আমাদের শ্রীমতির নিমন্ত্রণ রইল—আজ নিশিতে কুঞ্জে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রবে। এখন সন্ধ্যে হ'য়ে এল। আমরা যাই।

কৃষ্ণ। বেশ—যথা সময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রবো।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ)

সখীগণ সহ চন্দ্রাবলী আসীনা

চন্দ্রা। দেখ সখীরা! আজ কানাই যখন আসবে, তখন এমন ক'রতে হবে, যে, যাতে আর সারারাত এখান থেকে না যেতে পারে।

১ম সখী। ঠিক ব'লেছ ভাই চন্দ্রাবলি! তোমারটী যেমন শঠের চূড়ামণি, তেমনি নাকাল ক'রতে না পারলে যেন মনের আপশোস্ মেটে না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

২য় সখী। এই যে, মেঘ না চাইতেই জল। চন্দ্রাবলি! এই যে তোমার নাগর এসে হাজির।

চন্দ্রা।

গান

"এই পথে নিতি কর যাতায়াত,
নূপুরের ধ্বনি শুনি।
রাধা সঙ্গে বাস, আমাদের নৈরাশ,
আমি বঞ্চি একাকিনী॥
বঁধু হে ছাড়িয়ে নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে, রাখিব তোমারে,
সদাই দেখিতে পাব॥
শুন সখীগণ, ধরিয়া বসন,
ল'য়ে চল নিকেতনে।
আজিকার নিশি, রাধিকা রূপসী,
বঞ্চুক নাগর বেনি॥"

কৃষ্ণ।

গান

"চন্দ্রাবলী, আজি ছাড়ি দেহ মোরে।"
শ্রীদাম ডাকিছে, যাব তার কাছে,
এই নিবেদন তোরে॥
কাল আসি হাম্ পুরাইব কাম,
ইথে নাহি কর রোষ।
চন্দ্রাবলী নাথ, ভুবনে বিদিত,
জগতে ঘোষয়ে দোষ॥

তুমি যে আমার, আমি যে তোমার,
বিবাদে কি ফল আছে।
লোক জানাজানি, কেন কর ধনি,
পিরীত ভাঙ্গিবে পাছে ॥"

চন্দ্রা।

গান

"কে বলে আমার, তুমি সে রাধার,
তাহার দুখের দুখী।
করিয়া চাতুরী, যাবে বুঝি হরি,
রাধারে করিতে সুখী ॥
বঁধু হে, তুমি ত রাধার নাথ।
তব ভারি ভুরি, ভাঙ্গিব মুরারি,
রাখিব আপন সাথে ॥"

(কৃষ্ণকে ধরিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

(রাধা কুঞ্জ)

বিরহিনী শ্রীরাধা ও সখীগণ আসীন।

রাধা। সখি! তোদের কথা শুনে কুঞ্জ সাজিয়ে সারারাত ব'সে, রইলাম, কিন্তু কালা ত এলো না?

ললিতা। নিশ্চয়ই সে পথে আস্‌তে আস্‌তে চন্দাবলীর হাতে পড়ে গেছে।

বিশাখা। ঐযে লো ঐযে, ঘুম জড়ান চোখে ঢুলতে ঢুলতে নটবর এসে প্রভাতে হাজির।

চক্ষু মার্জ্জন করিতে করিতে কৃষ্ণের প্রবেশ।

বৃন্দা। কাছে গিয়া।

গান

"ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥
বঁধু তোমায় বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই।
আই আই প'ড়েছে রূপে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দূর তোমার মুনি মনোলোভা॥
খর নখ-দংশনে অঙ্গ জর জর।

ভাল সে কলঙ্ক দাগ হিয়ার উপর ॥
নীল পাটের শাটী কোচার বলনী।
রমণী রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী ॥”

ললিতা।

গান

“ছুঁওনা ছুঁওনা বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানী দেখ ॥
নয়ানের কাজর, বয়ানে লেগেছে,
কালোর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া, ওমুখ দেখিলাম,
দিন যাবে আজ ভাল ॥
অধরের তাম্বুল, বয়ানে লেগেছে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও,
নয়ন ভরিয়ে দেখি ॥
চাচর কেশের, চিকণ চূড়া,
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দুরের দাগ, আছে সর্ব্ব গায়,
মোরা হ’লে মরি লাজে ॥
নীল কমল, ঝমরু হইয়াছে,
মলিন হইয়াছে দেহ।

কোন্ রসবতী, পেয়ে রসবতী,
নিঙড়ে ল'য়েছে সেহ ॥”

বিশাখা।

গান

“হেদেহে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন্ লাজে আস ॥
বুক্ মাঝে দেখি তব কঙ্কণের দাগ।
কোন্ কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ ॥
নখ পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভা করিল ভূষিত ॥
কপালে সিন্দূর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল ॥”

চিত্রলেখা।

গান

“বঁধু কহনা রসের কথা শুনি।
কেমনে কামিনী সঙ্গে রঙ্গে,
যাপিলা যামিনী,
কত সুখে পোহালে রজনী ॥
নীল নলিনী আভা,
কে নিল অঙ্গের শোভা,
কাজরে মলিন অঙ্গখানী।

চিকণ চূড়ায় চাঁদ,
কে নিল বরিহা ফাঁদ,
আজি কেন পীঠে দোলে বেণী ॥
ধন্য সে বরজ বধূ, যে পিয়ে অধর মধু,
পাষাণে নিশান তার সখী ॥
রক্ত উৎপল ফুলে, যৈছে ভ্রমর বুলে,
ঐছল ফিরয়ে তুন আঁখি ॥”

শ্যামা।

গান

“এস এস বঁধু, করুণার সিন্ধু,
রজনী গোঙালে ডালে।
রসিকা রমনী, পেয়ে গুণ মণি,
ভাল ত সুখেতে ছিলে ॥”
নয়ানে কাজর, কপালে সিন্দূর,
ক্ষত বিক্ষত হে হিয়া।
আঁখি ঢর ঢর, পরি নীলাম্বর,
হরি এলে পর সাজিয়া ॥
ধিক্ ধিক্ নারী, পর আশা ধারী,
কি বলিব বিধি তোর।
এমন কপট, ধৃষ্ট লম্পট শঠ,
হাতেতে সোঁপিলি মেয়ে ॥

কাঁদিয়া যামিনী, পোহালাম আমি,
তুমি ত সুখেতে ছিলে।
রতি চিহ্ন সই, লইয়া মাধব,
প্রভাতে দেখাতে এলে ॥
এই মিনতি রাখ, ঐখানে থাক,
আঙ্গিনাতে না আইস।
ছুঁইলে তোমারে, ধরমে আমারে,
নাহি করিবে পরশ ॥

রাধা।

গান

"আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজালে হেন সাজে হেরে বাসি দুখ ॥
কপালে কঙ্কণ দাগ আহা মরি মরি।
কে করিল হেন কাজ কেমনে গোঁয়ারী ॥
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরঃ মাঝে ॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি
কে কোথা শিখাল তারে এহেন পিরীতি ॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বস আঁচলে মুখখানী মুছাই ॥"

কৃষ্ণ।

গান

"শুন শুন সুবদনি আমার যে রীত।
কহিতে প্রতীত নহে জগতে বিদিত ॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি।
এতেক না কহ ধনী অসম্ভব বাণী ॥
সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।
অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুখ ॥
মিছা কথায় কত পাপ জানহ আপনি।
জানিয়া না মানে যে সেই ত পাপিনী ॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরমে সবে ফেলে।
তাহার এ মত বাদ হইবে তখনে ॥"

রাধা।

গান

"ভাল ভাল, কালিয়া নাগর,
শুনালে মরম কথা।
পরের রমনী, মজালে যখন,
ধরম আছিল কোথা ॥
চোরের মুখেতে, ধরম কাহিনী,
শুনিয়া পায় যে হাসি।

পাপের নিশনে, তোমার যতেক,

জানয়ে বয়জবাসী ॥

চলিবার তরে, দেও উপদেশ,

পাথর চাপিয়ে পীঠে।

বুকেতে মারিয়া, চাবুকের ঘা,

তাহাতে নুনের ছিটে ॥

আর না দেখিব, ও কাল মুখ,

ওখানে রহিলে কেনে।

যাও চলি যথা, মনের মানুষ,

যেখানে মন যে টানে ॥"

কৃষ্ণ।

গান

"না কর না কর ধনি এত অপমান।

তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন্ ॥

বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে।

তোমা বিনু দিবানিশি কিছু না জানিয়ে ॥

ফাগু বিন্দু দেখিয়া সিন্দূর বিন্দু কহ।

কণ্টকে কঙ্কণ দাগ মিছাই ভাবছ ॥"

(প্রস্থান)

ললিতা। (উদ্দেশে)

গান

"শুন শুন ওহে রসিকরাজ।
এই কি তোমার উচিত কাজ॥
উচিত কহিতে কাহার ডর।
কিবা সে আপন কিবা সে পর॥
শিশুকাল হইতে স্বভাব চুরি।
সে কি পারে রইতে ধৈর্য্য ধরি॥
এক ঘরে যদি না পোষে তায়।
সোনা লোহা তামা পিতল কি বাছে।
চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে॥"

রাধা। (কৃষ্ণ চলিয়া গেলে সখেদে) সত্যই যে কানা—চ'লে গেল সখি! হায়! হায় আমি কি করলাম? এমন হাতে পাওয়া সোনা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম?

গান

"আপন শির হাম, আপন হাতে কাটিনু,
কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর, নটবর শেখর,
কাহাঁ সখি করল পয়াণ॥

তপ বরত কত, করি দিন যামিনী,
যো কানু কো নাহি পায়।
হেন অমূল্য ধন, মঝু পদে গড়ায়ল,
কোপে মুঞি ঠেলিনু পায় ॥
আরে সই কি হবে উপায়।
কহিতে বিদরে হিয়া,
ছাড়িনু সে হেন পিয়া,
অতি ছার মানে দায় ॥
জনম অবধি মোর, এ শেল রহিবে বুকে,
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া ॥"

চন্দ্রা।

গান

"শুন লো রাজার ঝি।
লোকে না বলিবে কি ॥
মিছই করবি মান।
তো বিনু জাগল কান ॥
আনত সঙ্কেত করি।
তাহা জাগাইল হরি ॥"

(সকলে প্রস্থান করিল)

———

অষ্টম দৃশ্য

(নন্দালয়)

যশোদার প্রবেশ

যশো। কই ? এখনো ত গোপাল গোঠে থেকে এলো না। সন্ধ্যা যে হ'য়ে এলো। আমি নিত্তি নিত্তি আর এমন ক'রে পারিনে। কাল আরকিছুতেই গোষ্ঠে যেতে দেব না। রাখালেরা এলে ব'লে দেব যে, আর গোপাল তোমাদের সঙ্গে গোষ্ঠে গো চরাতে যাবে না।

গান

আমার অঞ্চলের ধন—মাখনলাল।
তারে তিলেকে পাই তিলেকে হারাই—
সে যে আমার প্রাণের গোপাল ॥
আরও দেবনা দেবনা গোষ্ঠে যেতে,
রাখ্‌বো চোখে চোখে দিনে রেতে,
(দেব না) কোথাও যেতে
আমার কোল ছেড়ে আর গোকুল চাঁদে
আমি আঁচলে বাধিয়ে রেখেছি নবনী,
দেব চাঁদ অধরে এনে নীলমণি,

আমার হিয়ার মাণিক—সাগর সেঁচা ধন—
সে যে আমার আনন্দ দুলাল ॥

গীত কণ্ঠে কৃষ্ণের প্রবেশ

গান

এই যে এসেছি এসেছি—
কেন কাঁদিস্ মাগো আমার তরে।
আমি তোরই গোপাল তোরই দুলাল—
তোরা ছাড়া ত জানি না কারে ॥
মাগো গোঠের খেলা সাঙ্গ ক'রে,
এসেছি মা ফিরে ঘরে,
কত খেলা খেলেছি, গোকুলে রাখালের সনে,
বড় ভালবাসে আমায়
ব্রজের রাখালেরা আমায় রাখাল রাজা ক'রে
কত মজার খেলা করে ॥

যশো। না গোপাল! কাল থেকে আর তুমি গোষ্ঠে—গো চরাতে যেও না।

কৃষ্ণ। তাহ'লে যে ধেনু বৎস সব তৃণ জল কিছুই মুখে দেবে না মা!

যশো। তারা পশুর জাত, তারা ক্ষিদে পেলেই খাবে। তাতে তোমার কোন দরদারই হবে না।

কৃষ্ণ। না মা! তুমি দেখনি তাই ঐ কথা ব'লছো। আমার

বেণু না শুন্‌লে ধেনু বৎসগণ হাম্বা হাম্বা ক'রে ডাক্‌তে থাকে, আর তাদের দু'চোক বেয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল পড়ে।

যশো। আচ্ছা! সে কাল দেখা যাবে। তুমি এখন ভিতরে চল বাবা। সারা দিন মাঠে মাঠে ঘুরে মুখখানী কেমন শুকিয়ে গেছে।

(কৃষ্ণকে কোলে লইয়া প্রস্থান)

নবম দৃশ্য

(কুঞ্জবন)

সখীগণ সহ মালিনা রাধা আসীনা

বৃন্দা। আমি বলি কি রাই! এক কাজ কর, কালাকে একবারে ভুলে যা, নইলে দেখ্‌ছি তুই আর প্রাণে বাঁচবিনে।

গান

ভুলে যা ভুলে যা কিশোরী।
কেন মরিবি ধনী, কালার বিচ্ছেদ—
জ্বালায় জ্ব'লে জ্ব'লে।
ভেবে পাগলিনী বুঝি হবি লো প্যারী॥

কালার প্রণয় ফাঁদে,
পড়িলি বল্ কেন রাধে,
ভাসিলি যে বিষম বিষাদে,
কেন ভজলি তারে রাধে
নিঠুর সে বাঁকা শ্যাম,
আসবে না আর ব্রজধাম,
ক'রে চতুরালী বনমালী গেছে মথুরাধাম ;
আর কৃষ্ণ নাম করিস্ নে রাধে।
প্রাণের জ্বালা যাবে গো কেন ভজলি তারে।
আর শুনিয়া বাঁশরী তান, ত্যজিলি রাই কুলমান,
ভজিলি সেই নন্দের দুলালে।
(রাধে গো) বিষ পান করিলি সাধে সাধে।
এখন, সুধাপান অভিলাসে,
ধাইলি শশীর পাশে,
সুধা তব না মিলিল ভালে।
রাধে গো শশী লুকাল সেই নব ঘনে !

রাধা। আগে কি এত জানতাম বৃন্দে !

গান

"যখন নাগর, পিরীতি করিলা,
সুখের নাছিল ওর।

সোতের সেওলা, ভাসাইয়া কালা,
কাটিল প্রেমের ডোর ॥
মুর্চ্ছিত অবলা, অখলা হৃদয়,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, চিত্রেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখালে আনি ॥
পিরীতি মূরতি, কোথা তার স্থিতি,
বিবরণ কহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এত পরমাদ করে ॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
ভুবনে আনিল কে।
অমৃত বলিয়া, গরল ভখিনু,
বিষেতে জরিল দে ॥
নদীর উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে রসিক বসতি,
পিরীতি না জানে কেউ ॥

বৃন্দা। তোমার ও বাপু দোষ আছে। সেদিন ত এলো, দিলে তারে কত কি ব'লে ফিরায়ে এদিকে পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ।

রাধা। না বৃন্দে! আমি আর সে কালরূপ দেখবো না। যদি দেখা হয় সেই নিঠুরের সাথে, তবে এই কথাটা তারে বলিস্।

গান

"কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের সেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বঁধু বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥"

রাধা। আরো বলিস তারে।

গান

"হেদে হে বিনোদ রায়।
ভাল হেন ঘুচাইল পিরীতের দায়॥
ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগতের কলঙ্ক রহিল চিরদিন॥
তোমার সনে প্রেম করি কাজ করিনু।
মৈলাম লাজে মিছা কাজে দগধি হইনু॥

না জানি অন্তরে মোর কৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি নানা দুঃখে আর নানা কথা॥
শয়নে স্বপনে বঁধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয়॥"

রাধা। আরো বলিস্।

গান

"তুমি ত নাগর, রসের সাগর,
যেম ত ভ্রমর রীত।
আমি ত দুখিনী, কুল কলঙ্কিনী,
হইনু করিয়া প্রীত॥
গুরুজন ঘরে, গঞ্জয়ে আমারে,
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদন, কহিলে কি যায়,
পরাণে সহিছে যত।
অনেক সাধের, পিরীত বঁধু হে,
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে, পরাণে মরিব,
এমনি সে মনে লয়॥"

বৃন্দা। দেখ শ্রীমতি! তোমাকে বুঝালেও বুঝবে না। কিন্তু, তোমার দুঃখ ত আর দেখা যায় না। আমরা এখন কি ক'রবো বল।

রাধা। তোরাও সে কালবরণ কালা চাঁদের দিকে দেখা হ'লে আর হসনে।

বৃন্দা। এই যে বল্লে—কালার সঙ্গে দেখা হ'লে এই সব কথা বলবি? আবার বলছো যে তার দিকে ফিরেও চাইবিনে।

রাধা। এইবার ঠিক কথা বল্‌ছি। শুধু কালার দিকে নয়। যদিকে যেখানে কোন কালরূপ দেখ্‌বি, সেদিকেও কখনো চাইবে নে।

গান

"কানড় কুসুম জিনি, কালিয়া বরণ খানি,
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ছাড়িয়ে সকল কাজ, জাতি-কুল-শীল লাজ
মরিবে কালিয়া অনুরাগে॥
সই, আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন কোণে,
না চাহিও তার পানে,
কালিয়া বরণ যার দেখ॥
পিরীতি আরতি মনে,
যে করে কালিয়া সনে,
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া ভূষণ কালা,
মনেতে গাঁথিয়া মালা,
জপিয়া-জপিয়া প্রাণ গেল॥

নিশিদিশি অনুক্ষণ, প্রাণ করে উচাটন,
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িতে ছাড়ন নয়, পরিণাম কিবা হয়,
কি মোহিনী জানে কালা কানু॥"

বৃন্দা। এখন নিঠুর কি আর কেউ আছে? মিছেমিছি তোর কলঙ্ক কেনাই সার হ'ল রাধে!

রাধা।

গান

"তোমরা মোরে, ডাকিয়া সুধাও না,
প্রাণ আনচান বাসি।
কেবা নাহি, করে প্রেম,
আমি হইলাম দোষী॥
গোকুল নগরে, কেবা কিনা করে,
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী, সে সব যুবতী,
কানু-কলঙ্কিনী রাধা॥
বাহির হইতে, লোক চর চায়,
বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরীতি করিয়া, জগতের বৈরী,
আপনা বলিব কারে॥

তোমরা পরাণের, ব্যথিত আছিলা,
জীবন মরমের সঙ্গ,
অনেক দোষের, দোষিনী হইলে,
কে ছাড়ে আপন সঙ্গ ॥
নন্দের নন্দন, গোকুল কানাই,
সবাই আপনা বলে।
সোপিনু ইছিয়া, নিছিয়া লইনু,
অনাদি জনম কালে ॥

বৃন্দা। এখন কি ক'রতে চাও ?

রাধা।

গান

"আগুন জ্বালিয়া, মরিব পুড়িয়া,
কত নিবারিব মন।
গরল ভখিয়া, অথবা মরিব,
নতুবা লউক শমন ॥
সই, জ্বালহ অনল-চিতা।
সিমন্তিনী লইয়া, কেশ সাজাইয়া,
সিন্দুর দেহ সে সীথায় ॥
তনু তেয়াগিয়া, সিদ্ধ যে হইব,
সাধিব মনের যত।

মরিলে সে পতি, আসিবে সংহতি,
আমারে সেবিবে কত ॥
তখনি জানিবে, বিরহ বেদনা,
পরের লাগিয়া যত ।
তাপিত হইলে, তাপ যে জানয়ে,
তাপ হয় যে কত ॥

(মূর্চ্ছিতা হইল)

সখীগণ। কি হ'ল ? কি হ'ল ?

গান

কি হ'ল কিহ'ল ওগো—
রাই বুঝি মরে—মরে-মরে।
বিনোদিনী ব'লে আর সুধাবি লো কারে।
পাখী উড়ে গেল ঐ দেখ কৃষ্ণ বুলি—
বল'তে বল'তে সোণার পিঞ্জর শূন্য ক'রে
বিনোদিনী ব'লে আর সুধাবি লো কারে ॥

বাঁশীতে গান গায়িতে গায়িতে কৃষ্ণের প্রবেশ

গান

কই রাধে রাধে আমার প্রেমময়ী।
ঢলিয়া পড়েছে রাধা প'ড়ে কি প্রমাদে ॥

রাধা। (চৈতন্য পাইয়া উঠিয়া মান ভরে)

গান

আমি ও কালরূপ দেখিব না আর।
দেখুক বসিয়া সে দেখিতে সাধ যার ॥
দেখবো না আর কালরূপ
প্রাণ যায় যাবে
যেখানে দেখিব কাল
নয়ন মুদিব,
কাল দেশ ছেড়ে আন—
দেশে চ'লে যাব
মাথা মুড়িব কাল কেশ আর রাখ্‌বো না গো

কৃষ্ণ।

গান

"সুন্দরি কাহে কহসি কটুবাণী।
তোমারি চরণ ধরি, শপতি করিয়া কহি,
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি ॥
তুয়া আশোয়াসে, জাগি নিশি বঞ্চনু,
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগ মদ বিন্দু, অধরে কৈছে লাগ,
তাহে ভেল অরুণ নয়ান ॥

তাহে বিমুখ দেখি, ঝুরয়ে যুগল আঁখি
বিদরয়ে পরাণ হামার।
তুহুঁ যদি অভিমানে, মোহে উপেখবি,
হাম কাঁহা যাওব আর ॥

রাধা। বৃন্দে! ব'লেদে—ও কপট যেন আর আমাকে জ্বালাতে এখানে আসে না।

কৃষ্ণ।

গান

"আর এক বাণী, শুন বিনোদিনী,
দয়া না ছাড়ি ও মোরে,
ভজন সাধন, কিছুই না জানি,
সদাই ভাবি হে তোরে ॥
ভজন সাধন, করে যেই জন,
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন, তোমার চরণ,
তুমি রসময়ী নিধি ॥
যাও ত পিরীতি, মদন বেয়াধি,
পরাণে মরিলাম আমি।
রসের সায়রে, ডুবায়ে আমারে,
অমর করহ তুমি ॥
যেবা কিছু জানি, সব জান তুমি,

তোমার আদেশ সার।

তোমারে ভজিয়া, নায়ে কড়ি দিয়া,

ডুবে কি হইব পার॥"

বৃন্দা। ওহে নারী মনচোর ! কপট ! লম্পট ! শঠ ! তোমার মুখে মধু অন্তরে ভরা বিষ। সেই বিষেই ত আমাদের শ্রীমতীকে জর জর ক'রে তুলেছো। এখনো কি মনস্কাম পূর্ণ হয় নি ? তাই আবার এসেছ ?

কৃষ্ণ। বৃন্দে ! তুমিও যদি এমন কথা বল, তবে আমি যাই কোথা বল ?

বৃন্দা। বলি কি সাধে ? দেখ না কিশোরীর কি শরীর ছিল, এখন আবার কি শরীর হ'য়েছে। তুমিই ত এরূপ ক'রেছ।

কৃষ্ণ। (রাধার পদদ্বয় ধরিয়া)

গান

মান ভাঙ্গ রাই একবার

এই চরণ ধারণ ক'রে আছি

আমায় চরণ ছাড়া ক'রোনা রাই

জীবনে মরণে আমি তোমা বই না জানি॥

রাধা। (মানভঙ্গে কৃষ্ণের হাত ধরিয়া উঠাইল, এবং তাহার বামে গিয়া যুগল রূপে দাঁড়াইল)

সখীগণ।

মিলন গান

দেখ শ্যামের বামে রাইকিশোরী,
যেন নব ঘন পাশে শোভিছে বিজরী ॥
বড়ই মানিনী রাধা,
তাই পায় ধরে সাধা,
সাধিলে সাধনা সিদ্ধি—যাই বলি হারী,
আজি, মান-ভঞ্জন করি প্যারীর মান রাখলেন হরি,
মুখে বল জয় হরি শ্রীহরি ॥

সমাপ্ত

প্রসিদ্ধ থিয়েটার ও যাত্রার বই

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ

শ্রীবৃন্দাবন— ১।০
নদের নিমাই— ১
রাবণ বধ— ১
গয়াসুর— ১
দাতাকর্ণ ১
পরশুরাম — ১
বেহুলা — ১

[illegible]

শ্রীকৃষ্ণ — ১

শ্রীদেবেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

ধর্ম্মবল ১।।
শাপমুক্তি— ১।

শ্রীমতিলাল দেব

সীতার পাতাল ১।

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

তাপসকুমারী — ১।।০
কংসবধ ১
বিদ্যাসুন্দর ।।০

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস

ক্ষত্রপণ— ১

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সরমা— ১
হিন্দুবীর— ১
কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ— ১
মোগল পাঠান — ১
আলেকজাণ্ডার — ১
কলির সমুদ্র মন্থন — ।০

[illegible]

পানিপথ ১

[illegible]

মেঘনাদ বধ— ৸০
ঝকমারি— ।৶০
ওলোট-পালোট — ।৶০
ছটাকি— ।৵০
চাঁদে-চাঁদে — ।০
শিব চতুর্দ্দশী — ৵০

গুরুশিষ্য সংবাদ

শ্রীইন্দুভূষণ ভক্তিবিনোদ প্রণীত। ইহাতে সংসারে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বাস করিয়া কি রকমে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হয় তাহার সোজা উপায় লিখিত আছে। ইহার ভিতরে ধর্ম্মের অনেক নূতন তত্ত্ব সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে। প্রত্যেকের গৃহস্থের একখানি করিয়া এই গ্রন্থ রাখা উচিত। মূল্য ।।৶০ আনা

রি ধরের—সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী
১০৪, অপার চিৎপুর রোড, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নৌকা-বিলাস

প্রফুল্ল কুমার ধরের সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী
১০৪ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

সপ্তরথি, সতী, নদেরনিমাই, শ্রীবৃন্দাবন, পুত্র পরিচয়
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

প্রকাশক :—শ্রীপ্রফুল্লকুমার ধর
সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী
১০৪, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

সন ১৩৪৫ সাল

মূল্য চারি আনা

১। **দোঁহাবলী**—কবিবর তুলসীদাস, মীরাবাঈ, কবীর, পল্টু সাহেব, দাত্ব, সহজীবাই প্রভৃতি কবি-রচিত সমগ্র দোঁহা একত্রে বঙ্গানুবাদ ও ভাবার্থ সহ ভাব, শিক্ষা ও ভক্তিতে ইহা পরিপূর্ণ। তুলসীদাসের জীবনী ও ত্রিবর্ণরঞ্জিত নয়নমুগ্ধকর চিত্র সহ মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

২। **ভক্ত-জীবনী**—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী প্রণীত। ইহাতে রঘুনাথ দাস গোস্বামী, মহারাজ বলি, জয়দেব, অর্জ্জুনমিশ্র, বিল্বমঙ্গল, কবীর, রুইদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি বহু ভক্ত-মহাপুরুষগণের জীবনী, অলৌকিক ঘটনাবলী ও সুদৃশ্য ফটোচিত্রাবলী আছে। পড়িয়া শান্তিলাভ করুন। কাপড়ে বাঁধান, প্রকাণ্ড গ্রন্থ মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩। **সর্ব্বদেবদেবী পূজাপদ্ধতি**—বিদ্যারত্নোপাধিক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে ফর্দ্দমালা সহ কালিকা, বৃহন্নন্দিকেশ্বর এবং দেবীপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা, ষোড়ন্যাস-সমন্বিত কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, বৈদিক ও পার্থিব-শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, সূর্য্যপূজা, কার্ত্তিকপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার পূজাপদ্ধতি আছে। উৎকৃষ্ট বোর্ড বাঁধাই মূল্য ৸৹ আনা।

৪। **গুরু-শিষ্য সংবাদ**—শ্রীইন্দুভূষণ ভক্তিবিনোদ প্রণীত। ইহাতে সংসারে থেকে কি ক'রে সাধন-পথে যেতে হবে, সাধনের সহায়, বিঘ্ন দূর কর্‌বার সোজা উপায় লিখিত আছে। ধর্ম্মের অনেক নূতন তত্ত্ব এতে দেখতে পাবেন। মূল্য ॥৵৹ মাত্র। অদৃষ্ট পরিক্ষা—৵৹।

৫। **চৈতন্য চরিত**—৺মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সমস্ত লীলাই সুচারুভাষায় বর্ণিত আছে। মূল্য ।৵৹ ছয় আনা।
বুদ্ধদেব-চরিত—।৵৹ ছয় আনা। ব্রহ্মজ্যোতি মহাকালী—।৵৹।

পাত্র ও পাত্রীগণ

পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণ
বলাই
শ্রীদাম
সুবল
নন্দরাজ
মাঝি

বৃন্দা
রাধা
ললিতা
বিশাখা
জটিলা
কুটিলা
যশোদা
যোগমায়া
সখীগণ প্রভৃতি

নৌকা বিলাস

(কৃষ্ণ যাত্রা)

প্রথম দৃশ্য

(কুঞ্জবন)

বৃন্দা প্রভৃতি সখীগণ সহ—শ্রীরাধার প্রবেশ

গান

সজনী লো সই।
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥
শ্যামের বাঁশীটি, দুপুরে ডাকাতি,
সরবস হরি লৈল।
হিয়া দগ্ দগি, পরাণ পোড়নি,
কেন বা এমতি কৈল॥
খাইতে খাইতে, আন নাহি চিতে,
বধির কৈল বাঁশী।
সব পরিহরি, করিল বাউরী,
মাদরে যেমন দাসী॥

বৃন্দা। শোন রাই!
নন্দের কানাই—
বিপিনে বাজায় বাঁশী।
কেন তার তরে
কুলবতী মরে
গলায় পরিয়ে ফাঁসি॥

রাধা।

গান

মুরলীর স্বরে, রহিবে কি ঘরে,
গোকুল যুবতীগণে।
আকুল হইয়া, বাহির হইতে,
না চাবে কুলের পানে॥
কি রঙ্গ লীলা, মিলায় শিলা,
শুনিলে সে ধ্বনি কাণে।
যমুনা পবন, স্থগিত গমন,
ভুবন মোহিত গানে॥
আনন্দ উদয়, শুধু সুধাময়,
ভেদিয়া অন্তর টানে।
মরমের জ্বালা, জীয়ে কি অবলা,
হানয়ে মদন বাণে॥

বৃন্দা। বিনোদিনি!
শোন বলি তোমা,
রাজার নন্দিনী, তুমি,

তাহে পুনঃ কুলবতী নারী।
তোমার কলঙ্ক—
তব ননদিনী,
প্রচারিছে ঘাটে মাঠে।
লোকের কি দোষ দিব?
ঘরের ননদী—
ঘরের বধূর,
গায় যে কুৎসা গ্লানি।

রাধা। তোমরা মোরে
ডাকিয়া শুধাও না
প্রাণ আন-চান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম
আমি হইলাম দাসী?
গোকুল নগরে কেবা কি না করে,
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কানু কলঙ্কিনী রাধা॥

তোমরা পরাণের ব্যথিত আছিলা,
জীবন মরণের সঙ্গ।
অনেক দোষের দোষিণী হইলে,
কে ছাড়ে আপন সঙ্গ॥
নন্দের নন্দন, গোকুল কানাই,
সবাই আপনা বলে।
লোপহু ইছিয়া, নিছিয়া লইনু,
অনাদি অনম কালে॥

ললিতা। শোন বৃন্দে !
মিছে বলা রাধারে মোদের।
না শুনিবে কোনরূপে—
আমাদের হিতবাণী কভু।
কি জানি কি যাদু
কালার বাঁশীতে
আছে--বল কেবা জানে।
মজিয়াছে রাই
বাঁশরীর সুরে
কোন কথা নাহি মানে।

বিশাখা। বিনোদিনি !
মন কর স্থির,
কেন দিবানিশি
অস্থির হইয়ে বেড়াও কালার তরে ?
সে যে নিঠুর নিপট কালিয়া,
নাহি তার প্রাণে—কোন দয়া মায়া।
কেন তারে প্রাণ
বিলাইয়ে দিতে এত তব আকিঞ্চন ?

রাধা। শোন লো বিশাখা !
দোষ দেও মোরে মিছে।
তুই ত একদিন
চিত্রপট এনে দেখালি আমায়।
হেরিলাম সেই পটে
কিবা সেই অপরূপ রূপ।
করেতে মুরলী, সাজি বনমালী,

নূপুর রাজিছে পায়,
তেরছা নয়নে
চাহিছে যেন রে—
প্রাণ মন হ'রে নিতে।
সখি সেই দিন হ'তে মজিনু মরিনু আমি।

গান

যখন আমি ব'সে থাকি থাকি
গুরুজনার মাঝে,
নাম ধরি বাজায় বাঁশী।
আমি মরি লাজে ॥
(লাজে ম'রে যাই গো) (বাঁশী আর কি
কারো নাম জানে না)
(কলঙ্কিনী রাধা বিনে আর কি কারো নাম জানে না) ॥

বৃন্দা। শ্রীমতি!
বড় দুখ পাই
শুনি নিন্দা তোর মোরা।
তাইত এতই করিনু মানা।
কিন্তু, শুনিবে না যদি,
তবে কেন মানা করি মিছে।
চল যাই গৃহে এবে।
দিনমণি গেছে অস্তাচলে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(গোষ্ঠ ক্ষেত্র)

কৃষ্ণ, বলাই ও রাখালগণের প্রবেশ

রাখালগণ।—

গান

আজ কি খেলা খেলবি গোঠে ভাই।
বল্‌না কালা নূতন খেলা—
আর কি কিছু জানা নাই॥
হেড়ে ডুডু ডাণ্ডা গুলি।
রাখাল তুড়কি পালাপালি,
এ সব ত ভাই নিতুই খেলি—
তাইত নূতন খেলা শুধাই॥

কৃষ্ণ।

গান

আমার খেলার শেষ আছে কি—
কত খেলা জানি।
খেলার তরে আসি আমি—
খেলার সাথী আমার জগৎপ্রাণী॥
ভবের খেলা খেলতে এসে,
ফিরবে ঘরে খেলার শেষে,

(খেলা সাঙ্গ হবে) (আমার) যেদিন
(ভবের খেলা যেদিন আমার সাঙ্গ হবে)
খেলার ঘর এইত আমার
মায়া জগৎ খানি ॥

বলা। ভাই রে কানাই!
না পারি চিনিতে তোরে।
কেবা তুই—কি কাজের তরে,
এসেছিস্ এই সংসার মাঝারে
মনে হয় সময় সময়।
ন'স্ তুই সামান্য গোপাল।
গোরূপা ধরণী যিনি করেন পালন,
সেই—সে গোপাল তুই ভাই!
বল দেখি সত্য কি না মোরে?

কৃষ্ণ। বলাই দাদা!
কেন হেন সংশয় তোমার?
আমি এই নন্দের দুলাল,
যশোদা গোপাল—
ব্রজের রাখাল যত
তাহাদের প্রাণসখা।
তুমি মোর দাদা,
এই শাদা কথা—
কেবা নাহি জানে বল?
নিত্য নিত্য গোচারণে আসি,
রাখালের খেলা খেলি কত।

বনফল তুলে,
খেতে দেয় রাখালেরা মোরে।
এই ত আমার কাজ।
তবে কেন তুমি
অন্যভাবে ভাব মোরে বল?

বল। কেন ভাবি?
বল, দেখি ভাই!
ক'রেছে কোন্ শিশু কবে,
ভীষণা রাক্ষসী সেই পূতনা নিধন!
আর সেই গিরি গোবর্দ্ধন
করাঙ্গুলে কোন্ শিশু ক'রেছে ধারণ?
বদনব্যাদান করি
কবে কেবা—দেখায়েছে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নিজ মুখের ভিতরে?

শ্রীদাম। থাক্ বলাই দা!
ওসব শুনিলে,
না পারিব কৃষ্ণ সঙ্গে করিবারে খেলা।
যে গোপাল হ'ক না কানাই,
কিবা আসে যায় তাতে;
জানি মোরা কৃষ্ণে প্রাণ সখা;
বাঁকা সখা হ'য়ে
করে খেলা আমাদের সনে।
মোহন মুরলী শুনে
ছুটে আসে ধেনু বৎস যত,

এই রূপ ভাবে
ভাবি কৃষ্ণে মোরা কত সুখ পাই।

গান

মোরা কৃষ্ণে অন্য নাহি জানি।
কৃষ্ণ মোদের প্রাণের সখা—
তাই ব'লেইত মানি॥
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে,
কভু হেলাইয়া বামে,
মৃদুমন্দ হাসিভরা ওই মুখখানি॥
ধেনু সনে বেণু ল'য়ে,
কভু গোঠে আসে ধেয়ে,
চেয়ে থাকে গোকুলেতে আছে যত প্রাণী॥

সুবল। মোদের কানাই,
মোদের প্রাণেই
করে সদা বাস।
এত দেখি এত খেলি,
তবু নাহি মেটে আশ।

কৃষ্ণ কেন আজ সবে,
এ সব কাহিনী
তুলিতেছ বল মোরে?
আমি তোমাদের,
তোমরা যে মোর,
আছি এই সার ধ'রে।

গান

ওরে আমি তোদের প্রাণের গোপাল।
তাই তোদের সনে বৃন্দাবনে
খেলা করি সকাল বিকাল॥
ভালবাসি তোদের সদা—
তোরাও মোরে বাসিস্,
প্রাণসখা ব'লে সদা
তোরা মোরে ডাকিস্,
(কত সুখ যে পাই) (ডাক্ শুনে)
(তোদের মুখের ডাক শুনে)
(আমি গ'লে যাই) (তোদের প্রেমে)
(তোদের পেলে একবারে)
তোরাই যে মোর জীবন মরণ—
ইহ পরকাল॥

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(নন্দালয়)

জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ

কুটিলা। বলি বৌয়ের কোন ব্যবস্থা করবে কি না!
জটিলা। কেন। কি হ'য়েছে—কুটিলা!
কুটিলা। আ মরণ, তুমি শোননি বুঝি?

জটিলা। কই? কিছুই ত শুনিনি।

কুটিলা। পাড়ায় যে ঢি ঢি।

জটিলা। আমি যে বুড়ো মানুষ, সব কথা কি আমার কানে যায়?

কুটিলা। বৌ যে এখন নতুন প্রেমে ম'জছে।

জটিলা। নতুন প্রেম আবার এলো কোত্থেকে?

কুটিলা। ঐ তোমার যশোদারাণী আছে না? তার একটা ছেলে আছে না?

জটিলা। আহা! বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্। ঐ একমাত্র শিবরাত্তিরের সল্‌তে যশোদার।

কুটিলা। তোমার ঐ শিবরাত্তিরের সল্‌তেই যে শেষে কাল্ রাত্তিরের প'ল্‌তে হয়ে দাঁড়াল।

জটিলা। কি ব'লছিস্ কুটিলে!

কুটিলা। বল্‌ছি কি, সেই যশোদার কালুটে ছোঁড়া কেষ্টাটা কোত্থেকে একটা বাঁশের বাঁশী নিয়ে এসেছে!

জটিলা। তাই বুঝি বাজায়? বেশ শোনায় না?

কুটিলা। সেই বাঁশীতেই আমাদের বৌএর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছে।

জটিলা। কি রকমটা ঘটেছে বেশ ক'রে খুলে বলনা ছাই!

কুটিলা। ঐ যমুনার তীরে একটা কদম গাছ আছে না? সেই গাছের উপর ব'সে যশোদার সেই কালুটেটা বাঁশীতে ফুঁ দিতে থাকে, বাঁশী অম্‌নি রাধা রাধা ব'লে বেজে ওঠে। আর তোমার ঘরের লক্ষ্মী পাগল হয়ে উঠে। কল্‌সী কাখে অমনি উধাও হ'য়ে ছোটেন যমুনা মুখো। তারপর সেই কালার সঙ্গে পীরিতের ঘটা লেগে যায়। বুঝতে পেরেছ কাণ্ড মাণ্ড?

জটিলা। বটে? বটে? ওলো আমার কেষ্ট পীরিত করা, ঝেঁটিয়ে পিঠের ছাল তুলে দেব না? কই? কইলো কুটিলে! সেই পোড়ার মুখী কুলজ্বালানী হতচ্ছাড়া মাগী কই?

কুটিলে। তুমিত ব'লছ। যার বিয়ে-করা বৌ, সেত কিছু বলে না? দাদাকে বল্লে বিশ্বাসই ক'রতে চায় না। তার কি?

জটিলা। আয়ান? ওত একটা ভেড়ুয়া, ওর কি কিছু বোধ বরাত আছে? তা থাক্‌লে কি অমন ধারা ঢলাঢলি হতে পারে?

কুটিলা। আমি বল্লে তোমার বুদ্ধিমন্ত ছেলে বলে কি জান?

জটিলা। কি বলে?

কুটিলা। বলে, যে, অমন সতীলক্ষ্মী আর চাঁদের তলেই নাই। আমিই নাকি মানুষ ভাল না; তাই রিষ ক'রে ওরূপ কুচ্ছো কথা রটাই।

জটিলা। তা'তেই বুঝে নে তার বুদ্ধির দৌড়টা কত? মরুক্‌গে সে, কি দরকার তাকে দিয়ে আমাদের? আমি আর তুই এক হ'য়ে ইচ্ছে ক'রলে, এই গোকুলের সমস্ত কুলমজানীগুলোকে শাসন ক'রে দিতে পারি।

কুটিলা। পারি না ত কি? আমাদের দুই মা বেটীর নাম না জানে এ গোকুলে কে? ইচ্ছে যদি করি—তবে, ঐ যশোদার কাল মাণিককেই ঝেটিয়ে গোকুল-ছাড়া ক'রতে পারি।

জটিলা। আজ একবার যশোদার কাছে যেতে হবে। ব'লবো হয় ছেলে সামলাও, নইলে ছেলেকে বৃন্দাবন ছাড়া ক'রে ছাড়বো, তা কিন্তু ব'লে যাচ্ছি।

কুটিলা। তাই ব'লে এসগে মা তুমি! যদি না শোনে। তবে আজই ওকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে ছাড়বো।

গান

থাক্‌বেনা গোকুলে মা আর
কাহ্নো বাড়াবাড়ী।

আজ হ'তে গোকুলের বালাই
যাবে যমের বাড়ী ॥
বউ আমাদের শান্ত হবে,
যশোদার ঠ্যাকার না রবে
মনোত্নুখে ম'রবে সবে
পাড়ার যত কড়ের্ঁাড়ী ॥

জটিলা। তাই ক'রে তবে ছাড়বো। আর আমাদের ঠাক্রুণকে আজ থেকে চাবি দিয়ে দোর বন্ধ ক'রে ঘরের ভেতর পুরে রেখে দেবো। দেখ্‌বো চুলোমুখী কি করে?

কুটিলা। তাহ'লেই ঠিক হবে মা; এদ্দিন তোমায় বলিনি কেন জান মা? তোমার প্রাণে ব্যথা পাবে ব'লে। এখন দেখছি না ব'লে ভুলই ক'রে ফেলেছি। ব'ল্লে কবে বৌ আমাদের শুধরে যেতো। থাক্—এখন তুমি যশোদার কাছে যাও—আমিও বৌএর তদারকে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(নন্দালয়)

যশোদা ও গোপালের প্রবেশ

যশোদা। কেন রে গোপাল!
ঘরে ঘরে ঘুরি
করি ননী চুরি
বেড়াস নিয়ত বল্।
ঘরে কি নবনী
মেলেনারে তোর?

তাই যাস্ পরের ঘরে ?
লোকে মন্দ কয়,
গালাগালি দেয়,
সয় কিরে মায়ের প্রাণে ?

গান

ঘরে কি নাইকো নবনী।
কেন পরের ঘরে চুরি ক'রে
খাসরে্ বল্‌না নীলমণি ॥
লোকে কত কটু কয়,
মায়ের প্রাণে তাকি সয়,
সইতে নারি কেঁদে মরি—
শিরে নিজ কর হানি ॥
তোর জ্বালায় যে কোথা যাব বল্,
প্রাণে জ্বালা জ্বলিছে প্রবল,
তুই যাস্‌নে গোপাল অমন ক'রে
পরের ঘরে মায়ের কথা না শুনি ॥

গান

গোপাল। আপন পর মোর সবই যে সমান।
এ ঘর ও ঘর সব ঘরেই যে
মাগো, আছে আমার স্থান ॥

তাই ননী খাই মা ঘরে ঘরে,
কেন তায় সবাই নিন্দে করে,
আপনার জিনিষ আপনি নিতে
কিসের এত মান অভিমান ॥

যশোদা। পাগল গোপাল!
কোন বুদ্ধি বিবেচনা
নাহি হ'ল এতদিনে তোর?
কে আপন কেবা পর,
এই জ্ঞান এখনো হ'ল না?

গোপাল। ও জ্ঞান ত জ্ঞান নয় মাতা!
ও যে ভেদ জ্ঞান অজ্ঞান সমান।
সত্য জ্ঞানিগণ,
নাহি করে ভেদজ্ঞান কিছু।
একই সূর্য্য সব ঘটে ঘটে।
একই আত্মা সর্ব্ব জীবদেহে।
তবে কেন আত্ম-পর জ্ঞান?
আমি দেখি সবই এক মাতা!
দুই ভাবে দুই চখে
কিছু নাহি দেখি এ সংসারে।
তাই পরঘর নিজঘর ভাবি,
ভাণ্ড ভেঙ্গে খাই ক্ষীর ননী।

যশোদা। (সবিস্ময়ে) কি বলে গোপাল!
বুঝিতে না পারি
কিবা কথা কয়!

সবই এক সবই সমান ?
পর ব'লে কেহ নাই মোর ?
এ সকল পাগলের মত
কি প্রলাপ ক'স্‌রে গোপাল !
ভয় হয় ভাব দেখে তোর।

গোপাল। মাগো !
বোঝ না আমার কথা,
তাই মোরে কহ গো পাগল।
আমি যাহা কই,
জ্ঞানী বিনে এ সংসারে,
কেহ নাহি বোঝে মাতা !

যশোদা। কোথা পেলি এত জ্ঞান তুই ?
কার কাছে শিখিলি বল্‌না ?
গোঠে গোঠে নিত্য গোচারণ।
রাখালের সনে খেলা করা।
তার মাঝে কেবা বল্‌
দিল তোরে হেন তত্ত্বজ্ঞান ?

গোপাল। কেবা দিবে তত্ত্বজ্ঞান মোরে ?
আমিই যে সব তত্ত্ব জানি,
শিক্ষাগুরু নাহি কেহ মোর,
আমিই যে শিক্ষাগুরু মাতা !

যশোদা। পাগল ! পাগল !
একবারেই উদ্দণ্ড পাগল !
কেন হেন ভাব শুনি গোপালের মুখে ?
তবে কি কেউ শত্রু হ'য়ে

দিলে কিছু খাইয়ে গোপালে ?
তাই হেন মস্তিষ্ক বিকার ?
হায় ! হায় ! কি হবে উপায় ?
সবে ধন ওই এক নীলমণি,
আমি অভাগিনী,
কি জানি আমার ভাগ্যে
কি হয় ঘটন ?
গোপাল ! গোপাল !
যাদুধন মোর !
বল্ বল্ সত্য করে বল্
কেন এসব প্রলাপ বচন তোর ?

গোপাল। মা গো !
এই যদি প্রলাপ বচন মোর ?
তবে সত্যবাণী কিবা আছে আর ?
শোন নন্দরাণী !
নহি আমি সামান্য গোপাল তব !
গোরূপা ধরণী যিনি করেন পালন !
আমি হই সেই সে গোপাল।
কেবা আমি চেন নাই মোরে।
আমি নারায়ণ বৈকুণ্ঠ-বিহারী,
আমি হৃষীকেশ—দৈত্য-দর্পহারী,
আমি জগৎপাতা—জগৎ-সবিতা।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—আমারি ইচ্ছায়।
পাপে পূর্ণ বসুন্ধরা হেরি,
আসিয়াছি সেই পাপ করিতে বিনাশ।

যুগে যুগে এইরূপে
অবতীর্ণ হই ধরাধামে।
কংশ ধ্বংস তরে,
জগতে ধর্ম্মের রাজ্য করিতে প্রতিষ্ঠা,
কৃষ্ণরূপে এসেছি সংসারে।
পূর্ব্বজন্ম সাধনার ফলে,
পুত্র ভাবি—পাও মোরে।
বাৎসল্যের মাধুর্য্য বিকাশ
তোমা হ'তে হবে শোন মাতা।
শুনালাম স্বরূপ আমার,
কিন্তু, এই তত্ত্ব মোর,
আবার মায়ার বশে
ভুলে যাবে সব।
মায়ার প্রভাবে সবে
না পারে চিনিতে মোরে।
এইবার বুঝে দেখ মোরে,
কারে ল'য়ে খেলা কর সবে।
যাই আমি।

(সহসা প্রস্থান)

তৎক্ষণাৎ নন্দের প্রবেশ

নন্দ। (ব্যস্তভাবে) যশোমতি! যশোমতি।
এ কি? নিঃশব্দ? নিশ্চল?
কেন হেন দশা তব?
এই মাত্র ছুটে গেল গোপাল বাহিরে!
বুঝিতে না পারি কিছু।

যশো। (প্রকৃতিস্থ হইয়া)
গোপপতি!
জ্ঞানহারা হইনু ক্ষণেক।
এই মাত্র গোপালের মুখে
শুনিনু যে তত্ত্বকথা,
শুনি সেই তত্ত্ববাণী,
বিস্ময়েতে ডুবে গেছে মন।
কহিলা গোপাল আজি,
"নাহি অমি সামান্য গোপাল।
আমি এই সৃষ্টিস্থিতি সংহার কারণ
নারায়ণ—বৈকুণ্ঠের পতি।
নাশিবারে অধর্ম্মের গ্লানি,
অবতীর্ণ ধরাধামে আমি"।

নন্দ। এঁ্যা?—বল কি বল কি রাণী!
হেন বাণী—কহিলা গোপাল?
গোপালের শিশুমুখে,
এই সব আশ্চর্য্য বচন?
যশোমতি!
সতত চঞ্চল মতি গোপাল মোদের।
করে খেলা রাখালের সনে।
ভাণ্ড ভেঙ্গে ঘরে ঘরে
এখনও করে ননী চুরি!
সেই হ'ল বৈকুণ্ঠের-পতি?
কি বুঝিব বল এতে?

যশোদা। ঘরে ঘরে করে ননী চুরি।

একথার প্রত্যুত্তর তরে,
"আত্মপর এ সংসারে
নাহি কেহ তার।
তাই তার পর ঘরে ননী চুরি।
এই মিথ্যা অপবাদ
দেয় যত অজ্ঞান মানব।"

নন্দ। এত পাকা কথা—
কোথা পেলে গোপাল মোদের?
মম মনে লয়,
হয়তো বা কোন ব্যাধি
সংক্রামিত শিশুর শিরেতে।

যশোদা। গোপরাজ!
সবে ধন নীলমণি মোর।
শেষে কি তার মস্তিষ্ক বিকার,
ঘটিল হায় কপালের দোষে?

নন্দ। অদৃষ্টের লিপি
কোনরূপে না হয় খণ্ডন।
আর যদি ধর
"সত্যই সেই নারায়ণ ভূভার হরণ,
অবতীর্ণ ধরাতল মাঝে।
তাহ'লে তাহ'লে—
বল দেখি আর
পুত্র ব'লে কোলে নিতে
পারিবে কি গোপালে কখন?
পুত্র মুখ চুম্বনের স্বাদ

লভিতে কি পারিবে কখনো ?
বরঞ্চ হইবে মনে,
এতদিন অজ্ঞানের বশে
সর্প লয়ে করিয়াছি খেলা।
নারায়ণে পুত্রজ্ঞানে,
কত মন্দ কত তিরস্কার বাণী,
কহিয়াছি প্রতিদিন মোরা।
এ পাপের নাহি পরিত্রাণ!
যশোমতি।
ভাব মোরা কত নিরুপায় ?

যশোদা। হায় নাথ!
নিতান্তই মন্দভাগ্য মোরা।
তা না হ'লে আজি
হবে কেন হরিষে বিষাদ !
কি কুক্ষণে আজি নিশা হ'য়েছে প্রভাত।
কে জানিত হায়।
সুধার সাগর হ'তে
উঠিবেরে হেন হলাহল।
কে জানিত হায়!
সুখ-স্বর্গ হ'তে আজি হইব পতিত।
কহ নাথ!
কেমনে ভাবিব
কৃষ্ণ নহে পুত্র আমাদের।
যার মুখে নিত্য নিত্য ক্ষীর-সর-ননী,
তুলে দিয়ে না মিটিত সাধ।

যারে বক্ষে করি
তৃপ্তি নাহি পাই।
যার মুখে একবার
মা মা ডাক শুনি!
প্রাণ মন হইত শীতল।
সেই কৃষ্ণ সেই নীলমণি।
সেই মোর অঞ্চলের নিধি,
সত্য সত্য পুত্র নয়?
ওঃ ওঃ কিবা বজ্রাঘাত,
নাহি পারি সহিতে পরাণে।

(দুঃখ প্রকাশ)

নন্দ — বৃথা খেদ যশোমতি।
যা হবার হইবে নিশ্চয়।
তবে আমার ধারণা,
গোপালের মস্তিষ্কের ব্যাধি ইহা,
অতএব সুবিজ্ঞ বৈদ্যেরে ডাকি,
একবার দেখাই গোপালে,
দেখি কিবা বলে বৈদ্যরাজ।

যশোদা। — তবে তাই কর তাই কর গোপরাজ!
অবিলম্বে ডাক বৈদ্যরাজে।
যাই আমি গোপালে ডাকিতে।

(প্রস্থান)

নন্দ। — তাইত?
একে কঠিন সমস্যা!
কৃষ্ণ যদি নারায়ণ,

তবে কেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ত্যজি,
গোপ গৃহে লভিবে জনম ?
দূর হ'ক বৃথা চিন্তা মোর,
এখনি পাঠাই দূত বৈদ্যের সন্ধানে।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(নিভৃত প্রদেশ)

যোগমায়া ও রাধার প্রবেশ

রাধা। কহ কহ বুড়ী মাই !
কৃষ্ণ দরশন বিনে কেমনে বাঁচিব ?

গান

শুন বুড়ী মাই, তোমাকে জানাই,
আমার যত্তেক দুখ।
সারাটী দিবস বহিয়ে যে গেল,
না, দেখি বঁধুর মুখ ॥
(কেমন ক'রে বনে যাইগো)
(প্রাণ বঁধু দর্শনে কেমন করে বনে যাইগো)

যোগমায়া। শোন রাধে ! বিনোদিনি !
চিন্তিয়াছি একটী উপায়।
যদি রাজী হও
দেখ মনে ভাবি।

গান

(যদি রাজী হও) (আমার কথায়)
(তবে পাবে শ্যামের দরশন)

রাধা।

গান

(ওগো বল বল) (আমার মাথার দিব্যি)
(তুমি যা বলিবে তাই করিব)
(যদি কালাচাঁদের দেখা মেলে
তবে তুমি যা বলিবে তাই করিব)

যোগমায়া। তবে পসারা সাজায়ে,
যমুনার ঘাটে চল যাই।
কৃষ্ণ কর্ণধার রূপে
আছে সেথা তরী নিয়ে।
পার হবার ছলে,
কৃষ্ণ সহ হইবে মিলন।

গান

(কেমন পারবে ধনী) (সঙ্গে যেতে)
(আমার সঙ্গে ঘাটে যেতে)
(নইলে দেখা যে হবে না)
(এই ছল বিনে কভু দেখা যে হবে না)
(মিলিয়ে দেব) (আজি তোমায়)

(কৃষ্ণ সনে আজি তোমায় মিলিয়ে দেব)
(আর ভাবতে হবে না) (ওগো ধনি)
(কৃষ্ণ সনে মিলন তরে)

রাধা। বুড়ীমাই !
তুমি মোর থাকিলে সহায়,
কোন ভয় কোন চিন্তা থাকে না রাধার।
এই ব্রজপুরে,
তুমি মোর সদা হিতৈষিণী।
মধুরভাষিণী তব সম কেবা আছে ?
তবে আর বিলম্ব না করি—
ত্বরা করি চল ঘাটে যাই।

যোগ। তাই চল বিনোদিনি !
পসরা সাজায়ে এস শীঘ্রগতি।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(গোষ্ঠপথ)

কৃষ্ণ ও সুবলের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।

গান

(সুবল আমায় নিয়ে চল)
(আমি যমুনারি ঘাটে যাব)
সাঙ্গ হ'ল গোষ্ঠখেলা, যাব আমি কদমতলা,
পার করিতে ব্রজ গোপিনীরে।

বলরামের প্রবেশ।

বল। কৃষ্ণে ল'য়ে কোথা যাবে বল না সুবল!

গান

(আমি কানাইয়ের সঙ্গে যাব)
(একা যেতে দিব নারে)

কৃষ্ণ। (জনান্তিকে)

গান

(দাদা গেলেত রাধা পাব না)
(হ'ল আমায় এই ভাবনা)
(শুন শুন ভাইরে সুবল)

সুবল। বলাই দা!
কোথা যাবে বল তুমি?
তুমি গেলে—
কে ফিরাবে ধেনু বৎস গণে?

গান

(ধেনুবৎস কে ফিরাবে) (তুমি আর-
কানাই দুজন গেলে)

বল। যা বলিছ সত্যই সুবল!
মম শিঙ্গা করিলে বাদন,
সে ধ্বনিতে নব লক্ষ ধেনু
ফিরে আসে তখনি নিকটে।

আর ভাই কানাইএর বেণু,
পারে ফিরাইতে নব লক্ষ ধেনু।
তবে থাক্ নাহি যাব আমি।
কিন্তু, একটী কথা ব'লে যাই তোমা।
ঘোরে অহর্নিশি কংশ অনুচর।
ভয় হয় পাছে কৃষ্ণে ধ'রে লয়ে যায়।
এক কাজ করিও সুবল!
বিপদে পড়িলে কৃষ্ণ
বংশীধ্বনি করিবে তখন,
শুনি ধ্বনি হবো উপনীত আমি।
আসি তবে?

(প্রস্থান)

কৃষ্ণ। যাও তুমি অন্তরালে ভাই!
পার করি দিব শ্রীরাধায়।

সুবল। বলাইদা ক'রেছে নিষেধ,
ছেড়ে তোমা যেন নাহি যাই কোথা।
পাছে তোমা বেঁধে নেয় কংশ অনুচর।

কৃষ্ণ। কার সাধ্য বাঁধে মোরে?
তৃণ তুল্য জ্ঞান করি কংশ অনুচরে।

সুবল।

গান

(হাত বেঁধে ছিলরে) (সামান্য ননীর তরে)

গান

(আমি আপনি বাঁধা প'ড়েছি ভাই)

(নন্দরাণী মায়ের কাছে)

সুবল। তবে আমি যাই ভাই!
শীঘ্র করি গোপীগণে করি পার
এস চ'লে তুমি।

(প্রস্থান)

কৃষ্ণ। কোথা পাব তরী ?
কিসে পার করিব রাধায় ?
যোগমায়ায় করিলে স্মরণ
তরী-মিলে যাইবে নিশ্চয়।
কোথা মাতঃ
দেহ দরশন মোরে।
দয়া করি সাধ মোর কাজ।
তুমি বিনে নাহি কেহ আর।

যোগমায়ার প্রবেশ।

যোগ। কেন কৃষ্ণ! ক'রেছ স্মরণ ?

কৃষ্ণ।

গান

(মাগো আমার তরী নাই গো)

(ব্রজগোপী পার করিতে)

তুমি সে তরীর মাঝে কি মাল ভরিবে ?

কৃষ্ণ।

গান

(আমি কিশোরী ভরা ভরিব)
(ব্রজগোপী পার করিব)

যোগ। কেবা হবে তরীর কাণ্ডারী ?

কৃষ্ণ।

গান

(আমি হবো) (তরীর কাণ্ডারী)
(ব্রজগোপী পার করিতে তরীর কাণ্ডারী আমি হব)

যোগ।

গান

(তবে তোমার তরী আমি হব)
(দেহ-তরী—সাজায়ে দিব)

কৃষ্ণ। কহ মাগো !
সাজাইবে কেমনে তরণী ?

যোগ।

গান

"বিবেক বৈরাগ্য দিয়ে গলুই গড়িব,
ধৈর্য্য – দাঁড়ার উপর খাড়া করিব।
(খাড়া করিব হে)"

কৃষ্ণ। তক্তা আর লৌহ কোথা পাবে ?

যোগ

গান

"আসক্তির তক্তা দিয়ে লইব যুড়িয়া।
লালসার লোহা দিয়া লইব মুড়িয়া।
(মুড়িয়া লব হে)"

কৃষ্ণ। গুরা আর মাস্তুল কোথা পাবে ?

যোগ।

গান

"নববিধ ভক্তি দিয়ে নয়গুরা গড়িব।
ভাবের মাস্তুল তায় উঠাইয়া দিব॥
(উঠাইয়া দিব হে) (ভাবের মাস্তুল তায়)

কৃষ্ণ। তরীর বাতা কি দিয়ে দেব ?

যোগ। কেন আমার এই দুবাহু দিয়ে বাতা দেব।

কৃষ্ণ। আমি কিন্তু তরী বেয়ে নিতে পারবো না, যদি চড়ক আর বাদাম না দাও।

যোগ।

গান

"কুটিনাটি বুদ্ধি দিয়ে চড়ক বাঁধিব।
প্রেমের বাদাম তায় ঝুলাইয়া দিব
(ঝুলাইয়া দিব হে) (প্রেমের বাদাম)

বাদাম দিলে রশিও ত দিতে হবে।

যোগ।

গান

"সাধুসঙ্গ কাছিরশি চৌদিকে আঁটিয়া।
পাছে মাঝী হাল ধরে' থাকহে বসিয়া'
(বসিয়া থাক হে) (পাছে নাবিক হাল ধ'রে)।

এস এখন তরী নেবে এস।

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

(যমুনাতট)

রাধা ও ললিতার প্রবেশ।

রাধা। কই সখি। তরী কোথা?
নাই পাই তরণী দেখিতে।
কিসে পার হইব যমুনা?
এস তবে এক মনে কৃষ্ণ বলে ডাকি।
শুনিয়াছি কৃষ্ণ নাকি পারের কাণ্ডারী।

রাধা ও ললিতা।

গান

পার কর হে পারের কাণ্ডারী।
নিয়ে এসহে শ্রীপদ-তরী॥
শুনেছি হে জগৎস্বামী,
পার করিবার কর্ত্তা তুমি,
এস কৃপা—তরি এই যমুনা বারি॥

না!বক বেশে তরীসহ কৃষ্ণের প্রবেশ।

গান

কাণ্ডারী সেজেছি আমি ভাই।
পার করিতে তরী নিয়ে এসেছি যে তাই॥
ভবপারে যাবি যদি,
হরিবল নিরবধি,
হরিনাম বিনে ত আর পথের সম্বল নাই॥

রাধা। হের লো ললিতে!
বহুদূরে একখানা তরী দেখা যায়।
কখনো তরঙ্গে ডুবি,
হইতেছে অদৃশ্য তখনি।
পুনঃ ভেসে উঠিতেছে ওই।

গান

তরী ভিড়াও হে তরী যেও না বেয়ে।
যেও না বেয়ে তরী যেও না বেয়ে॥
লইয়া দধির পসারী,
যাব কংশ রাজার বাড়ী,
দধি দুগ্ধ নষ্ট হয় পারঘাটে বসিয়ে॥
তুমি ত সুজন নেয়ে,
আমরা গোপেরি মেয়ে,
মথুরার হাটে যাব সময় যায় ব'য়ে॥

কৃষ্ণ।

গান

"একমণে'র ওজন তরী 'দুমণ' ধরে না।
আমি তরী নিয়ে ঘুরিফিরি কুলে ভিড়াইনা॥
মণের বেশী হবে যারা,
তরী ডুবে যাবে মারা,
ওজন করা থাক যদি উঠে দেখ না॥

রাধা।

গান

(মাঝি পার কররে)
(মথুরার ঘাটে যাব পার কররে)

কৃষ্ণ।

গান

আমার তরী কুলে ভিড়াই না,
(কূল ছাড়িয়ে আসতে হবে)

ললিতা। ওহে মাঝি। তোমাকে না হয় কিছু কড়ি দেব।

কৃষ্ণ। কড়ি দেবে ? আচ্ছা কত দেবে ?

ললিতা। তোমাকে এক পাই দেব।

কৃষ্ণ।

গান

(এক পাই এক চাই)
(এক বিনে লইনা কারে)

ললিতা। তবে তোমায় এক আনা দিব।

কৃষ্ণ।

গান

"একা না একা না, (একা হ'লে পার করিতাম)
(তোমরা নব রঙ্গিনী যে)

ললিতা। আচ্ছা তোমায় একটী আধুলি দেব।

কৃষ্ণ।

গান

(আমি আধুলিতে পার করিনে)
(ব্রজগোপীর ধূলি বিনে আধূলিতে
পার করিনে)

রাধা। সখি। ও বড় বোকা মাঝি, ও কিছুই বোঝে না। আধুলি না ব'লে আট আনা ব'লে দেখ।

ললিতা। ওরে বোকা মাঝি তোকে আট আনাই দেব।

কৃষ্ণ।

গান

(আমি আ—টানাতে পার করি না)
(টানার মত না টানিলে)
(আমি টানাটানি জানি না)
(খেয়াঘাটের কড়িনিয়ে টানাটানি জানি না)

ললিতা। তবে চল যাই রাই! অন্য ঘাটে যাই।

কৃষ্ণ।

গান

(কোন্ ঘাটে পার হবিগো রাই)
(খেয়ার কড়ি আমি সব পাই)
(আমার ঘাটে পার না হ'লে পার হবার আর সাধ্য নাই)

ললিতা! তবে তোকে সাড়ে আট আনা দেব।

কৃষ্ণ।

গান

(সাড়ে আট আনায় সারে না।
(আমার মনের মত হ'লে সারে।

ললিতা। আচ্ছা তবে তোকে নয় আনা দেব

কৃষ্ণ।

গান

(আমি ত নয়া মা)
(বহুদিনের পুরাণ মাঝি)

ললিতা। তবে তোমায় তিন সুকি দেব।

কৃষ্ণ।

গান

(আমি তিন শোকীর ধার ধারিনা গো)
(পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ শোকীর ধারধারি না গো)

ললিতা। ও রাধে! ও কিছুই বোঝে না। আচ্ছা মাঝি! আমি তোমায় বার আনাই দেব। আর বাড়াবাড়ি ক'রো না।

গান

(আর কিছু বাড়াওনা) (আরে কত রয়েছে
বাকী আর কিছু বাড়াওনা)

রাধা।

গান

তবে, ষোল আনা দিব কড়ি,
পার করে দেও তাড়াতাড়ি,
মথুরাতে যাওয়ার সময় যায় !

কৃষ্ণ।

গান

(ষোল আনায় পার করি না)
(এর উপরে আছে বাকী)

রাধা।

গান

যে মোরে করিবে পার,
তারে দিব গলার হার,
খেতে দিব ক্ষীর সর ননী।

কৃষ্ণ। তবে শোন ! ঐ রূপবতীর নীলাম্বরীর আভা দেখে মেঘ ভেবে ঝড় ছুটে আস্‌বে আর যমুনায় তরঙ্গ ছুটবে। তাহ'লে এই ভগ্ন তরী দিয়ে কিরূপে পার ক'রবে ?

গান

হিত বলি গোয়ানিনী,
খুলে ফেল কাঁচলী
তবেত উঠিতে পার নায়।

ললিতা। ওরে বোকা! তবে কি আমরা উলঙ্গ হ'য়ে মথুরায় যাব?

কৃষ্ণ। তা যাবে বৈ কি।

ললিতা। তাহ'লে ত তোমার গায়ের রঙও ত নীলবর্ণ।

কৃষ্ণ। তোমরা আমাকে ধবল ক'রে দেও না।

ললিতা।

গান

(তার মাথে মোরা ঘোল ঢালিব)
(ঘোল ঢালিয়ে ধবল করিব)

কৃষ্ণ

গান

(বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাবে)
(আবার কাল দেখা দেবে)

তবে এক কাজ কর মাথায় নয় মুখে।

তোমরা আমার বলাই দাদাকে চেন ত?

ললিতা। হাঁ চিনি।

কৃষ্ণ। বলত সে কেমন ক'রে ধবল হয়েছে!

ললিতা। কি করে, জান্‌বে ?

কৃষ্ণ। শোন তবে। সে ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে নিতি নিতি ঘোল মাখন খেয়ে, তাঁর ভিতর পর্য্যন্ত ধবল হ'য়ে গেছে।

ললিতা।

গান

(তোর মুখে মোরা ঘোল ঢালিব)
(ঘোল ঢালিয়ে ধবল করিব)

কৃষ্ণ। এককাজ কর তোমরা। তোমরা অষ্টসখী আমার তরীতে উঠ্‌তে পার। কিন্তু পসরা পাশে নিয়ে ঐ যে সুন্দরী ব'সে আছে তার চরণ দুখানি তরীতে উঠাতে পারবে না। ওর চরণের চিহ্নটা ভাল না।

ললিতা। তবে কেমন ক'রে তরীতে উঠবে? উঠতে গেলেই ত তরণী চরণের স্পর্শ হবে।

কৃষ্ণ। ওকে তোমরা কোলে ক'রে তুল্‌লেই ত পার!

ললিতা।

গান

নারীকে নারী উঠাতে নারি,
নারীর কাছে নারী ভারি।

কৃষ্ণ। তবে আমিই তাকে কোলে ক'রে তুলি ?

ললিতা।

গান

নিলাজ মাঝি ছুঁইওনারে।
(আমরা পরনারী নিলাজ মাঝি ছুঁইও নারে)
(পর পুরুষের বাতান লাগিলে—
সাতঘাটে স্নান করিরে)
(এমন কথা বলিস্ নারে)
(রাজার কুমারী রাজার ঝিয়ারী রে)

মাঝি। (স্বগতঃ) এখন যদি বেশী বাড়াবাড়ি করি, তাহ'লে যমুনার মনোবাসনা পূর্ণ হবে না এবং আমারও লীলাপূর্ণ হবে না। তবে যা কিছু বল্'তে হয় মধ্য যমুনায় গিয়েই বল'ব। (প্রকাশ্যে) তবে এস তোমরা তরীতে ওঠ।

(সকলে তরীতে উঠিলেন)

মাঝি। দেখ আমায় বড় ক্ষিদে পেয়েছে, তোমরা যদি আমাকে কিছু খাওয়াতে পার, তাহ'লে পার ক'রে দিতে পারি।

ললিতা। দধি-দুগ্ধ-ঘোল-মাখন এসব কি আমাদের কাছে কম আছে? তুমি যত খেতে পার খাও।

মাঝি।

গান

(আমি হাতে খেতে জানি না)
(শিশুকাল হ'তে আমি)

ললিতা। তবে এস আমিই তোমাকে খাইয়ে দি।

মাঝি।

গান

(আমি যার তার হাতে খাই না)

(মনের মত না হইলে)

ললিতা। ওগো রাধে। তুমি বিনে এ মাঝির মনের মত আর কেউ হবে না।

রাধা। ললিতে! কিন্তু আমি ওর দিকে না চেয়ে এবং ওর অঙ্গ স্পর্শ না ক'রে ঢেলে দেব। নে মাঝি! এখন খা!

মাঝি। (সুরে) তবে আমি তরী ডুবাইব।

ললিতা। রাখ্ রাখ্ মাঝি! এবার তোর মুখেই ঢেলে দেবে।

(রাধা মাঝির মুখে দধি ঢালিয়া দিলেন)

(মাঝি নিদ্রিত হইল।)

ললিতা। ওহে মাঝি! ঘুমিয়ে পড়লে যে?

মাঝি।

গান

(আমি খাওয়ার পরে কাজ করি না)

(যা করি তা আগেই করি)

মাঝি। দেখ, তোমরা যদি পারে যেতে চাও, তবে সবাই এক একখানা বৈঠা নেও।

গান

(জোরে জোরে মার টান)

(হিয়া হিয়া হিয়া ব'লে)

এই বৈঠা নিয়ে কৃষ্ণনামের সারী গেয়ে চল।

রাধা। সখি চল! আমরা কৃষ্ণকে ডেকে বৈঠা বেয়ে চ'লে যাই।

গান

পার করহে দয়াল হরি বাইতে নারি তরী আর।
প্রেমসাগরে বেজায় তুফান, উজান বাওয়া ল'ল ভার॥
দাঁড়ী মাঝি নাইহে তথা,
তাইতে নারী আমি একা,
মাঝে দরিয়ায় ডুবে মরি, কারে পাব কর্ণধার॥

মাঝি

গান

তরী চালাও হরি ব'লে।
যেতে যদি চাও মথুরা কূলে

রাধা।

গান

অধীনীরে দীনবন্ধু ধীরে কর পার।
আমরা অবলা নারী না জানি সাঁতার॥
তরী করে টল মল,
পসারেতে ওঠে জল,
মাঝখানে ডুবিলে তরী কলঙ্ক তোমার॥

ললিতা। ওগো মাঝি! ঐ যে বায়ুকোণে মেঘ উঠেছে। তরী যদি ডুবে যায়?

মাঝি। ঐ রূপবতী যদি তরীর পাছায় আসে, তাহলে'ই পার কর'তে পারি।

ললিতা। ওগো রাধে! তুমি যদি তরীর পাছায় না যাও, তাহ'লে আর প্রাণে কেউ বাঁচবো না।

রাধা। (পেছনে গিয়া)

গান

প্রমাদ ঘটিল সইগো প্রমাদ ঘটিল।
নেয়ের গলার মালা কেন আমার গলে দিল।
কলঙ্ক রহিল সই গো কলঙ্ক রহিল।
ঘাটের নাবিক হ'য়ে পরশ করিল।
এই ছিল কপালে সই গো এই ছিল কপালে।
ঘাটের নাবিক হ'য়ে আমায় নিল কোলে॥

ললিতা। ছি ছি লো রাধে!
করে পাশে দাঁড়াইলি গিয়ে?
নায়ের মাঝি হ'য়ে—
এতই সাহস ওর গিয়েছে বাড়িয়ে,
পরনারী পাশে রাখে নিয়ে?

রাধা। (স্বগতঃ) কে—এ মাঝি,
চেনে নাই ললিতে এখনো।
আমি চিনিয়াছি বহুপূর্ব্ব হ'তে।
ছদ্মবেশে মাঝি সেজে
আসিয়াছে বঁধু মোর হেথা।

সকলি লুকাতে পারে,
কিন্তু ওই বাঁকা আঁখি দুটী,
কিছুতেই পারে না লুকাতে।
সেই বাঁকা আঁখি,
সেই বাঁকা চাহনি কালার।
সেই, দাঁড়াল ত্রিভঙ্গ ঠাম।
মনস্কাম পূর্ণ হ'ল এবে।
যে কারণে আসা যমুনার ঘাটে,
সে উদ্দেশ্য হইল সাধন।
এইবার বধূ সনে
হইবে মিলন মোর।
এই নৌকা-বিলাস ব্যতীত,
মিলনের নাহি ছিল অপর উপায়।

ললিতা হের রাধে!
তরী বুঝি ছুটিল এবার।
প্রচণ্ড তরঙ্গ রাশি,
তরী করে টল্‌মল।
কি হবে রাই বলগো উপায়?

রাধা।

গান

অর্দ্ধ নৌকা হ'ল তল্।
এখন করি কার বল,
নাবিকের গলেতে ধরিব।

(কৃষ্ণ-কণ্ঠবেষ্টন)

(তৎক্ষণাৎ ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি ধরিয়া কৃষ্ণ দাঁড়াইলেন। যুগলমিলন হইল)

সখীগণ।

মিলন গান

শ্যামের বামে রাই দাঁড়াইল।
রাধাকৃষ্ণের মিলন হ'ল ॥
আমার রাই সে রসের সিন্ধু অমিয় পাথার,
রসময় কানু তহে দিয়েছেন সাঁতার ॥
রাধা কৃষ্ণের মিলন হ'ল।
সবাই—চাঁদ বদনে হরিবল হরিবল ॥

—শেষ—

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রফুল্লেন্দু দত্ত, দামোদর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১০৬, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কালীয়-দমন

প্রফুল্ল কুমার ধরের সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী
১০৪ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

কালিয়-দমন

(কৃষ্ণ-যাত্রা)

সপ্তরথি, অদৃষ্ট, পুত্র-পরিচয়, শ্রীবৃন্দাবন, রাবণ-বধ, প্রভৃতি

গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

প্রকাশক—শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ধর

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

মূল্য চারি আনা

চরিত্র

পাত্রগণ :—

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, শ্রীদাম, কালীয়নাগ,
নারদ, নন্দ, আয়ান, দৈব,
রাখালগণ, প্রভৃতি।

পাত্রীগণ :—

শ্রীরাধা, বৃন্দা যশোদা, জটিলা, কুটিলা,
উরগা (কালীয় স্ত্রী) সখীগণ
প্রভৃতি।

কালিয়-দমন

প্রথম দৃশ্য

(নন্দালয়)

যশোদা ও কৃষ্ণ উপস্থিত।

যশোদা। বল্ ত গোপাল !
কোন্ দুঃখে—কিসের অভাবে,
অপরের ঘরে যাস্,
ননী চুরি ক'রে খেতে ?
এত ননী এত সর—
তোরই তরে রাখি নিত্য করিয়ে প্রস্তুত,
তবু তুই যাবি অন্য গৃহে ?
কত লোকে কটু ক'য়ে যায়,
কিবা দুঃখ পাই তাতে
পারিস্ কি বুঝিতে গোপাল !

গান

ঘরে তোর কত ক্ষীর ননী,
কেন অমন ক'রে পরের ঘরে—
ননী চুরি ক'রে খাস্ নীলমণি ॥

লোকে কত কটু কয়,

বল্ ত প্রাণে কি তা সয়,

তোর তরে কি মাথা খুঁড়ে ম'রতে হবে এখনি ॥

৩। মিছে কথা কয় মাগো!

আমি ত যাইনি কারো ঘরে,

আমি যে মা!

ঘরে থাকি কোলে ব'সে তোর।

তবু কেন মিছে কথা শুনে—

রাগ ক'রে বকিস্ আমারে?

গান

মাগো মিছে ক'রে লোকে কত বলে।

আমি ত মা যাইনি কোথা—

থাকি ব'সে তোর কোলে ॥

মন্দ দেখে মোরে যারা,

বলে এসে তোমায় তারা।

ভাল বাসে যারা মোরে—

তারা মন্দ নাহি বলে ॥

নন্দরাজের প্রবেশ।

নন্দ। যশোদে! যশোদে! শোন আশ্চর্য্য কাহিনী।

কৃষ্ণ। যাই মা গো!
খেলিবারে বলাইদার সনে।

(দ্রুত প্রস্থান)

যশোদা। কহ নাথ! কি কহিবে মোরে?
নন্দ। যশোমতি!
এ গোপাল নহে বুঝি সামান্য গোপাল।
যশোদা। কেন বল দেখি!
কি ক'রেছে— ?
কিসে এত আশ্চর্য্য হ'য়েছ?
নন্দ। শুনিলাম আজি,
গতকল্য গোপাল মোদের—
করিয়াছে শকট ভঞ্জন,
ওই ক্ষুদ্র শিশু—
অবহেলে নাকি খেলিতে খেলিতে,
অত বড় প্রকাণ্ড শকট,
চূর্ণ করি ফেলেছে তখনি।
সেদিন সেই যমল অর্জ্জুন,
ভগ্ন করি ফেলিল ভূতলে,
পুনঃ ঐ শকট ভঞ্জন,
বল দেখি যশোমতি!
কত বড় আশ্চর্য্যের কথা।
যশোদা। আর সেই পুতনার কথা?
কি ভীষণ রাক্ষসী পুতনা,
স্তন্য পান ছলে—
অবহেলে করিল নিধন?

কখনো কি শুনেছ কোথায় ?
এই সব গুরুতর কাজ
করে এত ক্ষুদ্র শিশু হ'য়ে ?

নন্দ। তাই ত বলিনু প্রিয়ে !
এ গোপাল নহে কভু সামান্য গোপাল

যশোদা। আরো তবে শোন নাথ !
করি নাই এখনো প্রকাশ !
কখনো কখনো—
অন্তরাল হ'তে
শুনি মিষ্ট নূপুর শিঞ্জন।
কাছে গিয়ে দেখি—
নূপুর বিহীন চরণ যুগল—
খেলিতেছে গোপাল একাকী।
শুধাইলে বলে,
কই কোথা নূপুর শিঞ্জন ?
মিথ্যে তুমি শুনেছ শ্রবণে।

নন্দ। আরো এক দিন ?
মনে পড়ে যশোমতি ?

যশোদা। কোন্ দিন ? কোন্ কথা ?

নন্দ। যেদিন যেদিন তোমা—
নিজ কচি মুখখানি করিয়ে ব্যাদন
দেখাইলা ব্রহ্মাণ্ড তাহাতে ?

যশোদা। ওঃ কিবা সেই দৃশ্য নাথ !
এখনো স্মরিলে
প্রাণ যেন ওঠে চমকিয়ে।

হেরিলাম কত রবি,
কত শশী কত সিন্ধুগিরি।
কত নদ নদী,
পশুপক্ষী নর,
করিছে বসতি সেই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে,
একি কাণ্ড বল দেখি নাথ!
যখনি এ সব কথা ভাবি মনে মনে,
পারি না তখন নাথ!
গোপালের পানে চাহিবারে,
ভয় হয় যেন গোপালে হেরিতে,
মনে হয় নাথ!
পুত্র-জ্ঞানে কারে ল'য়ে করি খেলা?
যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
যাঁর লীলা যাঁর খেলা,
ব্যাপ্ত এই বিশ্ব চরাচরে;
তাঁর সনে মোরা—
পুতুলের মত—
করি খেলা নিশিদিন নাথ।

গান

চিনিতে না পারি এ কোন্ গোপাল।
গোরূপা ধরণী যিনি করেন পালন—
সেই বুঝি এই হইবে গো-পাল॥

যাঁর সৃষ্টি এই বিশ্ব-চরাচর,
যিনি জগৎপাতা-জগৎ-ঈশ্বর,
তিনি কি লীলা ছলে আসিয়া গোকুলে—
হইলেন এই যশোদা-দুলাল ॥

নন্দ। কিন্তু, যশোমতি!
গোলকের পতি যদি নন্দের দুলাল?
তবে মোরা তার সনে,
কি ভাবে চলিব?
ভগবান ভাবি
পুজিব কি চরণ যুগল?
কিংবা পুত্র ভাবি—
করিব কি স্নেহ প্রদর্শন?
কোন্ পথ কর্ত্তব্য মোদের,
নাহি পারি বুঝিতে কিছুই।

যশোদা। তার জন্যে চিন্তা কিবা?
তিনি ইচ্ছাময়,
তাঁহারি ইচ্ছায়—
চলিতেছে অনন্ত সংসার।
যে ভাবে মোদের প্রাণে
তাঁর ইচ্ছা হবে সঞ্চারিত,
সেই ভাবে তাঁর সনে—
চলিব আমরা নাথ!

দোষ গুণ কি বুঝিব মোরা ?
শুধু এই বুঝে যাব—
তিনি ইচ্ছাময়—
তাঁর ইচ্ছা হইবে পূরণ।

গান

ইচ্ছাময় হরি হ'য়েছেন যখন।
তাঁর ইচ্ছাতে তবে—
চলিতেছে এই অনন্ত ভুবন॥
যা করাণ তিনি করি মোরা তাই,
তাঁহারি ইচ্ছায় ভবে আসি যাই,
(পুতুল যেমন) (সুতোয় বাঁধা) (মোরা—
সুতোয় বাঁধা) (যেমন নাচায় তেমনি নাচি)
(যেমন খেলায় তেমনি খেলি)
(যেমন বলায় তেমনি বলি)
তাঁরই খেলা ঘর জগৎ সংসার—
সবই তার লীলা-নিকেতন॥

নন্দ। সত্য কহিয়াছ প্রিয়ে!
আমরা কিবা জানি,

যা করাণ তিনি করি মোরা তাই।
পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম
কিছু নাহি জানি মোরা।

যশোদা। তবে আছে এক কথা !
এই ভাব, গোপালে ঈশ্বর জ্ঞান,
সর্ব্বক্ষণ থাকে না মোদের।
যবে কৃষ্ণ আসি,
মা মা ব'লে ডাকি—
ক্ষীর সর ননী মোর কাছে চায়,
তখন তখন নাথ !
এই তত্ত্বজ্ঞান থাকে না ত মোর,
ভুলে যাই সব কথা।
শুনি মনে হয়—
গোপাল আমার স্নেহের রতন,
গোপাল আমার,
অঞ্চলের নিধি আনন্দ দুলাল।
মাতৃ-স্নেহ জেগে উঠে প্রাণে,
স্তন্যে হয় দুধের সঞ্চার।
তাই পুত্রজ্ঞানে-দুরন্ত বালকে,
কত কটু কই ?
কখনো বা বাঁধি উদুখলে।
কখনো বা চাঁদমুখে
করি আমি স্নেহের চুম্বন।

নন্দ। এও সেই তাঁরই ইচ্ছা জেনো।
পুত্র-স্নেহ-রস করাতে আস্বাদ,

পুত্ররূপে এসেছেন তোমার উদরে।
তাই তাঁর প্রকৃতি স্বরূপ—
সর্ব্বক্ষণ না দেন বুঝিতে।
কভু বা প্রকাশ কভু বা অপ্রকাশ,
এইরূপ আলোকে আঁধারে
রাখিছেন হরি আমাদের।
যশোমতি!
এস দেখি গোপাল কোথায়।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কালীদহ)

"কালীয়নাগ" ও তৎপত্নী "উরগা"র প্রবেশ।

কালীয়। উরগা!
দিন দিন দিন গত হয়,
কিন্তু কই প্রিয়ে!
হ'লনা ত বাসনা পূরণ!
না মিলিল শ্রীহরি চরণ।

শুনিয়াছি এই বৃন্দাবনে,
নন্দ-গোপ গৃহে
অবতীর্ণ সেই ভূভার-হরণ।
প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া,
ভাবি মনে মনে
আজি যদি পাই দরশন,
ভূভার হরণকারী হরি
ভূভার আমারে
কি হেতু না করেন উদ্ধার ?
আর কতকাল প্রিয়ে !
তীব্র বিষ বিষধর হ'য়ে
হিংসা পথে করিব ভ্রমণ ?

উরগা। নাগপতি !
মনে লয় মোর,
এখন'ও আমাদের আসেনি সময়
সময় আসিলে—
নিশ্চয় সে কৃপাময় হরি,
করিবেন উদ্ধার মোদের।
আজীবন তাঁহার চরণ
করিতেছি নিয়ত স্মরণ,
তাঁহার মধুর নাম—
জপিতেছি অহরহ মনে।
জন্ম জন্ম দুষ্কৃতির ফলে,
হিংস্র নাগকুলে ল'ভেছি জনম,
তাই বিষ করি উদ্গীরণ !

জাতীয় স্বভাব যেমন যাহার,
সেইভাবে চলিবে সেইজন।
কি উপায় আছে তার আর?
হরি দয়াময়, পতিত পাবন,
অধর্ম্ম নাশন ভূভার হরণকারী।
নিজগুণে দয়া করি—
না করিলে উদ্ধার মোদের,
কে করিবে উদ্ধার বলনা?

গান

কে আছে আর করিতে উদ্ধার।
পতিত পাবন অধম তারণ
যুগে যুগে যিনি হরেণ ভূভার॥
নাগজাতি মোরা, তীব্র বিষধর,
বিষের জ্বালায়, সব করি জর্ জর্,
তারিবেন হরি, দিয়ে পদতরী,
পাতকী তারণ নাম আছে যে তাঁহার॥

কালীয়। এই মাত্র আশ্বাস মোদের।
দেবর্ষি আদেশে
করি হরি নাম
পরিণাম শুভ ফল পাব ব'লে।

দেবর্ষির বাণী,
"কৃষ্ণরূপে করিবেন উদ্ধার মোদের।"
সেই আশা বুকে ধরি,
আছি এই কালীদহ নীরে।

উরগা। বহুদিন দেবর্ষি চরণ,
দেখি নাই এই কালীদহে।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। গান

হরিগুণ গান গাওরে বীণে,
এমন মধুর কি আছে আর—
হরিনাম বিনে ॥
প্রহ্লাদ হরি বোল ব'লে,
পর্ব্বত অনলে জলে,
হরিনাম স্মরণে বাঁচলো প্রাণে খেয়ে গরলে
ভক্ত ধ্রুব ধ্রুবলোকে গেল ওই হরিনামের গুণে ॥

কালীয়। (অভিবাদনান্তে)
দেবর্ষির শুভ আগমনে
ধন্য হ'ল কালীয় সম্প্রতি।

উরগা। (প্রণামান্তে) বহুদিন ও রাঙ্গা চরণ,

করি নাই বন্দন আমরা।
তাই প্রাণে সাধ দরশন তরে।

নারদ। সময় আসিলে,
আসি আমি মাগো!

কালীয়। কহ হে দেবর্ষি!
অবতীর্ণ নন্দ-গৃহে ভূভার হরণ,
তবু কেন হই না উদ্ধার?

নারদ। এতদিন হয় নি সময়,
এইবার সমাগত দিন।
এক কাজ কর নাগপতি!
সে কাজের উপদেশ দিতে,
আসিয়াছি তোমার সদনে।

কালীয়। অসীম করুণা তব মোর প্রতি।
করহ আদেশ,
কোন্ কার্য্য করিব সাধন?

নারদ। ব্রজের রাখালগণ,
কৃষ্ণ সনে ধেনু ল'য়ে করে গোচারণ
আসিবে তাহারা
কালীদহে একদিন স্নান করিবারে।
জানে না তাহারা—
কালীদহ নীর তব হলাহলে
পূর্ণ রহে অহরহ।
অবগাহি রাখাল সকল,
বিষ স্পর্শে অচেতন হবে।
সেই ছলে এই কালীদহে,

রাখাল সকলে চৈতন্ত প্রদানি,
তব শিরে পাদপদ্মদ্বয়,
রাখিবেন কালীয়দমন।
সেইদিন পত্নীসহ তুমি,
মুক্ত হ'য়ে যাইবে গোলকে।
নাহি তার বেশীদিন বাকী।
বল একবার--প্রাণ খুলে—
হরি হরি বোল্।

সকলে। হরি হরি বোল্।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(আয়ানের গৃহ)

(অগ্রে অগ্রে ননী খাইতে খাইতে কৃষ্ণের প্রবেশ—পশ্চাতে ঝাঁটাহাতে কুটিলার প্রবেশ, কৃষ্ণের প্রস্থান)

কুটিলা। দূর্ দূর্ পোড়ার মুখো! আপদ্—বালাই! নিজের ঘর ফেলে ননী চুরি করে খেতে এসেছিস্ আমার ঘরে? এতবড় সাহস তোর? এত বুকের পাটা তোর? যদি ধ'রতে পেতাম, তাহ'লে এই মুড়ো ঝ্যাঁটা তোর পিঠে গুঁড়ো গুঁড়ো

ক'রতাম। বালাই মরেও না। এই গুণধর ছেলের জন্যে আবার যশোদা মাগীর ঠ্যাকার কত? অহঙ্কারে আর মাটীতে পা দিয়ে হাঁটে না। আবার অপর গুণ যা শুন্‌ছি, তা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে যে আমাদেরই সর্ব্বনাশ।

জটিলার প্রবেশ।

জটিলা। কিলা কুটিলে! সকালবেলা উঠে অমন্‌ চেঁচাচ্ছিস্‌ কেন? কি হ'য়েছে?

কুটিলা। সেই বালাইটে এসে আজও ভাণ্ডগুলো ভেঙ্গে সব ননীটুকু চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে গেছে। ধরতে পেলে আজ পিঠের ছাল একপরদা উঠিয়ে ছাড়তাম।

জটিলা। সেই কেলেটা? ও বালাই এসে আবার আমাদের পাছে লাগ্‌লো কেন? কেন বাড়ীতে ননী মাখন জোটে না?

কুটিলা। শুধু কি ননী চুরি ক'রতে আসে? আরো কিছু ননী চুরি ক'রতে আসে। বুঝতে পেরেছ? সে দিন চুপ্‌ চুপ্‌ যা ব'লছিলাম। মনে নাই?

জটিলা। তাহ'লে ত আর চুপ ক'রে থাকা চলে না? মুখ্‌পুড়ী-বৌটার মুখে তাহ'লে নুড়ো জ্বেলে দেব না?

কুটিলা। শুনি নাকি একটা বাঁশের বাঁশী কোত্থেকে এনেছে, সে বাঁশীটে নাকি যাদু করা আছে। সেই পোড়া বাঁশী নাকি যাই রাধা রাধা ব'লে বেজে ওঠে, আর আমাদের বউএর মাথায় টনক ন'ড়ে ওঠে। তখনি কল্‌সী কাখে যমুনা মুখে চ'লে যায়।

জটিলা। ওমা! বলিস্‌ কিলো? এমন ধারা? কই আমাকে ত তুই বলিসনি কিছু?

কুটিলা। আগে নিজে চোখে এক দিন দেখি? তারপর ব'লবো ভেবে ছিলাম।

জটিলা। দেখ্ দেখ্ শিগ্গির শিগ্গির দেখেনে, তারপর যদি সত্যিই হয়, তাহ'লে ঐ কুলখাকী মাগীর কি নাকাল্টা করি, তাই দেখে নিশ্।

কুটিলা। ওটা মিন্ মিনে ডাইন, এদিকে যেন কত ভাল মানুষ! ওদিকে আবার ঘোম্টার ভেতর খেমটার নাচ। আবার, দাদা আমার নিতান্ত ভাল মানুষ, তবে এমন ক'রে বাধ্য ক'রে ফেলেছে, যে, দাদা ত রাধা বল'তে অজ্ঞান। দুষ্টুমি বুদ্ধি কি কম?

জটিলা। সে আমি বুঝে নেব। যদি ঐরূপই কিছু ঢলাঢলি কাণ্ড হয়, তাহ'লে আয়ানকে গ্রাহ্যির মধ্যে আন্‌বো কি না? কেন? এ জটিলে বুড়ীকে তোরা চিনিস্‌নে কেউ? এ বুড়ী ইচ্ছে কর'লে মান্‌ষের পেটের নাড়ীভুঁড়ি অবধি টেনে বার ক'রতে পারে?

কুটিলা। তোমার গর্ভে জন্মেছি ব'লেই ত আমি এমন ডাকসাইটে মেয়ে কুটিলা হ'তে পেরেছি। আমায় দেখ্‌লে পাড়ার মাগীগুলো ভয়ে পালায়, পাছে কার কোন্ গোপন কথা হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গেছি। এ কুটিলে না জানে এমন গোপন কথা কারো নাই।

জটিলা। দুই মা বেটীতে কেমন পাড়াটা জব্দ রেখেছি দেখ্‌ছিস্ না?

কুটিলা। এ সব দেখেও বৌ মুখ্‌পুড়ীর একটু ভয় হয় না গা?

জটিলা। দেখ্‌না আগে, তারপর ভয় হয় কি না হয়, দেখেনিস্।

কুটিলা। চল যাই মা! আজ যশোদা মাগীকে আচ্ছা ক'রে মা-বেটীতে দুটো শক্ত কথা শুনিয়ে দিয়ে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(গোষ্ঠ পথ)

গীতকণ্ঠে শ্রীদামাদি রাখালগণের প্রবেশ।

গান

আয় ভাই কানাইকে ল'য়ে যাই গোচারণে
উঠ্‌ছে পূবে ভাণু, এখনো যে কানু
আসিছেনা মোদের সনে ॥
না হেরিলে কানু যত ধেণুকুল,
হাম্বারবে ডাকে হইয়ে ব্যাকুল,
না শুনিলে বেণু গোঠে যায় না ধেণু
কানু সনে বাঁধা যেন প্রাণে মনে ॥

সুদাম। শ্রীদাম দা!
বল দেখি মোরা
কেন ভাই কানায়েরে এত ভালবাসি
না দেখিলে নিমেষের তরে,
সব যেন হেরি অন্ধকার।
প্রাণ কেঁদে ওঠে,
কিছু যেন ভাল নাহি লাগে?

শ্রীদাম। ভাই রে সুদাম !
কেমনে জানিব ?
কি যে যাদুমাখা আছে কানায়ের মুখে।
হেরিলে সে মুখখানী,
জগতের সব যেন ভুলে যাই।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব যেন
কোথায় যায় পালাইয়ে।
শুধু কি আমরা ভাই !
দেখনা চাহিয়ে—
বৃন্দাবনবাসী
বাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে,
কৃষ্ণ তরে হয় আত্মহারা।
আরো চমৎকার !
পশু পক্ষীকুল—
ব্যাকুল অন্তরে
কৃষ্ণ দরশন আশে—চেয়ে রয়।
এ দৃশ্য কি দেখেছ কোথায় ?

সুবল। ঠিক কথা ভাই !
স্থাবর জঙ্গম চরাচর,
স[illegible]ই যেন কৃষ্ণ তরে বিষম ব্যাকুল।

সুদাম। [illegible]া ভাই !
কেউ কেউ বলে—
কৃষ্ণ নাকি স্বর্গের দেবতা ?
লীলা করিবার তরে,
এসেছেন এই ধরাতলে ?

শ্রীদাম। কতজনে কত কথাই বলে,
সত্য কিম্বা মিথ্যা কিন্তু পারিনা বুঝিতে

সুবল। সত্যি যদি দেবতাই হয় কৃষ্ণ,
তাহ'লে ত এঠো ফল খেতে দিয়ে
মহাপাপ করি নিত্য মোরা ?
দেবতারে উচ্ছিষ্ট প্রদান,
মহাপাপ—মহাপাপ ভাই !

শ্রীদাম। থাক্ ভাই সুবল !
কৃষ্ণ যে দেবতা,
এ কথায় কাজ কি মোদের ?
দেবতা ভাবিলে কৃষ্ণে
প্রাণসখা ব'লে ডাকিব কেমনে ?
কেমনে বা কৃষ্ণ সনে—
প্রাণখুলে খেলিব আমরা ?

সুদাম। ঠিক কথা ভাই !
গোপাল মোদের সত্যই গোপাল।
আমাদের মত
গোপকুলে জাত রাখাল বালক।
খায় ননী সর—
কিম্বা আমাদের এঠো ফল
খেলে, সে যে রাজা,
বাঁকা হ'য়ে কদম্বের মূলে—
রাধানামে সাধা বাঁশরী বাজায়।
এই ত কৃষ্ণের কাজ ?
তবে কেন তারে

দেবতা ভাবিয়ে—
ভয় পাব প্রাণে মোরা।

সকলে। গান

আমাদের কৃষ্ণ-প্রাণ সখা—
আমাদের কৃষ্ণ-প্রাণধন।
কৃষ্ণ তরে স'পেছি আমাদের সকল প্রাণ-মন ॥
কৃষ্ণ মোদের খেলার সাথী,
কৃষ্ণ মোদের ব্যথার ব্যথী,
কৃষ্ণের সমান কে আছে'রে
এমন আত্মজন ॥
মোরা কৃষ্ণ ভালবাসি,
মোরা শুনি কৃষ্ণের বাঁশী,
প্রাণ-উদাসী দেখবো ব'লে—
কৃষ্ণের মুখ-শশী ;
কৃষ্ণ বিনে প্রাণে মরি
কৃষ্ণই মোদের জীবন

বলরাম সহ কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। গান

ওরে এসেছি এসেছি ভাই!
চল্ সকালে সকলে গোষ্ঠে যাই॥
ওরে কইরে আমার প্রাণ্‌সখারা সব,
তোরা ছাড়া প্রাণে সদা হাহাকার রব,
(তোরা আমার হৃদয় রতন)
(তোরাই আমার সর্ব্বস্ব-ধন)
তোদের সনে হাসি খেলি
আবার তোদের তরে বাঁশী বাজাই॥

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(কুঞ্জবন)

রাধিকা সহ বৃন্দাআদি সখীগণের প্রবেশ।

রাধা। কই সই! কুঞ্জবনে নিকুঞ্জবিহারী? আর না আসিবে সেই নিরদয় হরি।

বৃন্দা। কেন রাই! বল্—নিঠুর কালার সনে করিয়ে পীরিত?

রাধা। কে জানিত, শেষে হবে হেন দশা।

গান

"শিশুকাল হৈতে শ্রবণে শুনিনু,
সহজে পীরিতি কথা।
সেই হইতে মোর, তনু জর জর,
ভাবিতে অন্তর ব্যথা॥
দৈবের ঘটিতে, বঁধুর সহিতে,
মিলন ইহবে যবে।
মান-অভিমান, বেদের বিধান,
ধৈরজ ভাঙ্গিবে তবে॥
জাতি কুল বলি, দিলাম তিলাঞ্জলি,
ছাড়িনু পতির আশ।
ধরম করম, সরম ভরম,
সকলি করিনু নাশ॥
কুল-কলঙ্কিনী, ব'লে দেয় গালি,
গুরু পরিজন মিলি।
কাতর হইয়ে, আদর করিয়ে,
লইনু কলঙ্কের ডালি॥
মুই অভাগিনী, কেবল দুখিনী,
সকলি পরের আশে।
আপনা খাইয়া, পীরিতি করিনু,
লোকে শুনি কেন হাসে॥

বৃন্দা। তবেই বোঝনা কেন? লোক-নিন্দা, লোকের গঞ্জনা, মিছিমিছি কেন ভোগ করা ?

রাধা। কি উপায় আছে বল আর ?

বৃন্দা। উপায় ? ভুলে যাওয়া একমাত্র উপায় ইহার।

গান

ভুলেযা ভুলেযা ভুলেযা কিশোরী।
কেন মরবি ধনি।
(কালার বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্ব'লে জ্ব'লে)
ভেবে পাগলিনী বুঝি হবিলো প্যারী ॥
কালার প্রণয় ফাঁদে,
পড়িলি বল্ কেন রাধে,
ভাসিলি যে বিষম বিষাদে ॥
(কেন ভজলি তারে) (রাধে)
ব্রজে কলঙ্কিনী নাম কিনিলি
আর, শুনিয়ে বাঁশরীর তান্ ত্যজিলি রাই কুলমান,
ভজিলি সেই নন্দের দুলালে।
সুধাপান অভিলাসে, ধাইলি শশীর পাশে,
সুধা তব না মিলিল ভালে
(শশী লুকাল সে নব ঘনে)

রাধা। **গান**

কেমনে ভুলিব তারে—আমি ভুলিতে না পারি সখী।
সেই কালরূপ অপরূপ
ম'জেছে সেই রূপে আঁখি ॥
ভুলিব ভাবিলে সইরে,
(অম্‌নি) ভুলার কথা—ভুলে যাইরে,
ভেবে কুল আর নাহি পাইরে—
ভাসি আঁখিনীরে ;
মধুর কৃষ্ণ নাম অবিরাম—
করে আমার প্রাণ-পাখী ॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
কালরূপ সেইদিকে দেখি,
অন্তরে বাহিরে সখী—
কালরূপ নিরাখি ;
আমার অন্তরে বাহিরে কাল—
বল্‌গো বৃন্দে করিবা কি ॥

বৃন্দা। ভুলিতে না পারিলে কিশোরি!
এইরূপ বিরহ যাতনা—
দিবানিশি হইবে ভুঞ্জিতে।
কি উপায় আছে বল আর ?

ললিতা। এমন নিষ্ঠুর কালা ?
বাঁশরীর তানে,
মজায়ে অবলাবালা,
শেষে হয় নিরুদ্দেশ ?
বিশাখা। ওই ত স্বভাব !
শুধু ভাণ্ড ভেঙ্গে ননীচুরি নয়,
ফাঁক পেলে—
চুরি করে অবলার মন,
তাই নাম মনচোরা কালাচাঁদ ?
রাধা। কেন সখী নিন্দ শ্যামচাঁদ ?
নিন্দা তার শুনিতে না পারি,
এত যে যাতনা পাই,
তবু তারে চাইলো স্বজনি !
বৃন্দা। তবে এক কাজ করি রাই !
একবার যাই সেই নিঠুরের কাছে।
তব দুখ ক্লেশ—
তার কাছে করিলে বর্ণন,
শুনে তার মন—
হয় যদি নরম কখনো।
ললিতা। সে নিষ্ঠুর পাষাণ,
গলিবে কি তোমার কথায় ?
রাধা। না ললিতে। তা নয়,
মনে হয় মোর,
বিশেষ কি কারণের তরে,
নাহি আসে শ্যামচাঁদ হেথা।

কালা তরে প্রাণ মন—
উদ্বেলিত আমার যেমতি,
মোর তরে প্রাণ মন তার,
হইতেছে তেমতি উদ্বেল।

বৃন্দা। এ বিশ্বাস মন্দ নয় রাধে!
প্রাণেতে সান্ত্বনা থাকে বটে।

ললিতা। যাও বৃন্দে!
দেখে এস একবার,
কোন্ কাজে ব্যস্ত কালাচাঁদ?
ননী চুরি করিবার তরে?
কিম্বা—গোচারণ হেতু?

বৃন্দা। তবে যাই রাধে,
আনিবারে মন চোরে তব।

(প্রস্থান)

রাধা। আয় গৃহে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(নিভৃত প্রদেশ)

কালীয়নাগ ও উরগা

কালীয়। উরগা !
দেবর্ষির সে আশার বাণী,
হ'ল না ত সফল এখনো ?
ক্রমে দিন হয় অবসান,
দেহে জরা ক'রেছে প্রবেশ,
কালের আহ্বান বাণী,
পশিতেছে শ্রবণ-বিবরে।
কোন্ দিন কবে ?
চ'লে যেতে হবে সেই মহাযাত্রার পথে।
কেহ নাহি সাথী হবে কভু।
এই আধিপত্য, প্রভুত্ব-গৌরব,
কোথা প'ড়ে রবে ?
পঞ্চ-ভূতময় দেহ
একে একে পঞ্চভূতে মিশে যাবে সব।
এইযে উরগা তুমি প্রাণাধিকা মোর।
কিন্তু, যাত্রাপথে—
নাহি হবে সঙ্গিনী আমার।
অসার সংসার এই,
তাহে ভঙ্গুর শরীর।

এই আছে এই নেই,
এই যে বলিষ্ঠ দেহ,
এই যে দশনে তীব্র বিষের সঞ্চার।
যার ভয়ে কম্পমান সবে,
সেই আমি প্রিয়ে!
এখনি কালের একটী সামান্য ফুৎকারে,
কোথা উড়ে যেতে পারি অদৃশ্য হইয়ে।
জলের বুদ্‌বুদ্‌ সম
এই উঠি এই ফুটি
এই পুনঃ জলে মিশে যাই।
কে রোধিতে পারে
এই চির সংসারের গতি।

নেপথ্যে দৈব গাহিল।

গান

ওই দেখ্‌ দিন যে ফুরায়ে গেল।
এই বেলা চল্‌ ঘরে যাবি, সন্ধ্যা হ'য়ে এল
ওই শোন্‌ ওপার থেকে ডাক্‌ছে তোরে—
খেলা ভেঙ্গে আয়,
ব'সে রইলি একা ওরে বোকা,—
তোর সাথের সাথী কেউ না হ'ল॥

একা আসা একা যাওয়া এইত ভবের ধারা,
যাবার বেলায় প'ড়ে রবে তোর পুত্র-কন্যা দারা,
ভেবে দেখ কেউ কারো নয়
তবে কিসের চিন্তা বল ॥

কালীয়। শুনিলেত দৈব বাণী ?
কিছুমাত্র যেতে খেদ নাই।
র'য়েছি প্রস্তুত হ'য়ে সদা,
কিন্তু, যাহা প্রাণের কামনা,
একবার কৃষ্ণচন্দ্র দরশন।
যেদিন হইতে দেবর্ষি নারদ,
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তি আশা,
জাগাইয়ে দিয়েছেন কালীয়ের প্রাণে,
সেদিন হ'তে প্রিয়ে !
সেই আশা বুকে রাখি,
করিতেছি সময় যাপন।
কখনো বা ভাবি,
আমি হিংস্র-ক্রূর নাগজাতি,
কৃষ্ণ-পদ প্রাপ্তি-আশা
আকাশ কুসুম সম
জাগে শুধু মরমে আমার।
উরগা। কেন এত হ'তেছ অধীর নাথ!
কেন বা দেবর্ষি বাক্যে

অবিশ্বাস করিতেছ এবে ?
সময় আসিলে—
নিশ্চয় দেবর্ষি বাক্য হইবে সফল।
এক মনে এক প্রাণে
এস ডাকি দুইজনে
মধুমাখা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
শুনিয়াছি বড়ই দয়াল তিনি,
নিশ্চয় মোদের প্রতি করিবেন দয়া।

কালীয়। অবিচল বিশ্বাস তোমার প্রিয়ে!
তাই তুমি সুখী আমা হ'তে,
তোমার সমান ভকতি-বিশ্বাস,
প্রাণে মোর থাকিত যদ্যপি,
তাহ'লে বল্ না—
কি ভাবনা ছিল মোর আর ?
তুমি পতিব্রতা সতী,
কৃষ্ণভক্তি পরায়ণা সদা,
হিংসা বৃত্তি বহুকাল হ'তে,
করিয়াছ পরিত্যাগ তুমি,
সেই আশায় আছি ব'সে প্রিয়ে!
হন যদি মোর প্রতি বিমুখ শ্রীহরি,
তথাপি তোমার ওই পুণ্য বলে—
হইব উদ্ধার আমি।
এস প্রিয়ে!
শ্রীমন্দিরে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

(আয়ানের বাড়ী)

আয়ান চিন্তায় রত ।

আয়ান । রাধা নাকি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী ?
এই কথা কুটিলার মুখে—
শুনিতেছি অহরহ আমি ?
কিন্তু, তবু না হয় প্রত্যয় মোর !
রাধা সম পতিব্রতা নারী—
এই বৃন্দাবনে দেখিতে না পাই ।
শুধু কি, সে পতিব্রতা ?
সে, যে, ভক্তি-মতী নারী,
কৃষ্ণ-প্রেম-সিন্ধু-নীরে—
র'য়েছে ডুবিয়ে আহা !
কৃষ্ণ যে কি বস্তু,
চিনিয়াছে রাধা সতী,
গোলকের পতি কৃষ্ণ,
ভূভার হরিতে অবতীর্ণ ধরাধামে ।
আরো শুনিয়াছি—
স্বয়ং গোলকলক্ষ্মী
অবতীর্ণা লীলাতরে শ্রীরাধা রূপেতে ।
তাই যদি হয়—
তবে কেবা ভাগ্যবান্ মম সম আর?

জন্ম-জন্মার্জ্জিত কত তপস্যার বলে,
ফলে হেন সুফল অদৃষ্টে।
রাধা পরিনীতা বটে মম,
কিন্তু, রাধা সনে নাহি মোর দেহের সম্বন্ধ,
হেরিলে রাধারে—
দেবী ভাব জেগে ওঠে মনে,
ইচ্ছা হয় তুলসী চন্দনে,
পূজিতার চরণ যুগল।
কিন্তু হায়!
ঘরে মোর বাঘিনী ভগিনী,
নাহি পারে দেখিতে রাধারে।

কুটিলার প্রবেশ।

কুটিলা। তুমি ত এখানে দাদা!
আর এদিকে যে—
খেম্‌টা নাচ ঘোমটার ভেতরে!
একি দেখে সইতে পারা যায়?
এঁ্যা? কুলের কুলবধূ,
সে কিনা সেই কেলে ছোঁড়া ল'য়ে,
রঙ্গ করে আদরে বসিয়ে?
অঙ্গ জ্ব'লে যায় দেখে দেখে।

গান

দেখে আমার অঙ্গ জ্ব'লে যায়।
কুলের কুল-বধূ হ'য়ে জাতি কুলের মাথা খায়॥

এমন বেহায়া বউ, দেখে নাই কোথা কেউ,
কালার সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে সতীকুলেব কুল মজায় ॥

আয়ান। কুটিলে।
মিছে কেন নিন্দ শ্রীরাধারে ?
কুটিলা। মিছে নিন্দে করি তায় ?
মহা সতী রাধা তব ?
এ ধারণা কে দিলে করিয়ে ?
তুমি মোর সহোদর ভাই !
তোমার বউটী মোর—
কত আদরের তা কি জান ?
তুমি কি না বল,
মিছে ক'রে কলঙ্ক রটাই ?
এস না দেখাবো তোমা,
কত বড় সতী রাধা তব।
আয়ান। কুটিলে !
যে দৃষ্টি পাইলে—
সত্য রাধা কেবা চেনা যায়,
যে জ্ঞান জন্মিলে—
কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব—
সুক্ষ্ম ভাবে বুঝা যায় মনে,
সে দৃষ্টি তোমার—

সে জ্ঞান তোমার,
হয় নাই জেনো কোন দিন।
কৃষ্ণ—কেবা রাধা বা কে,
এই তত্ত্ব যদি পারিতে বুঝিতে,
তা হ'লে কুটিলে !
ওই ঈর্ষা দ্বেষ
কোথা যেতো ভেসে মন হ'তে।
তাহ'লে ভগিনি !
ওই দুই চক্ষু হ'তে সদা—
ঝরিত ভক্তির অশ্রু।
ওই শুষ্ক প্রাণে তব
প্রেমের অমিয় ধারা—
তব্ তব্ রবে হ'ত প্রবাহিত।
আনত হইত শির
রাধা-কৃষ্ণের চরণ পঙ্কজে।

কুটিলা। ও—দাদা !
একদম্ গিয়েছ গোল্লাই ?
মাথাটা তোমার—
নিশ্চয় খারাপ ক'রে দেছে কেউ,
নইলে কি বল তুমি—
কৃষ্ণ-তত্ত্ব রাধাতত্ত্ব জানিবার কথা ?
ও মা ! আই-আই ছিঃ ছিঃ ছিঃ !
ঘাটে মাঠে পথে
ঢি ঢি পড়ে গেছে
'রাধা কলঙ্কিনী ব'লে',

আর তুমি তারে বল মহাসতী ?
বুঝেছি—সেই যাদুকরী,
যাদু ক'রে রেখেছে তোমায়।
তাই ত বলি ?
এত জোর এতটা নির্ভয়,
কিশে হ'ল রাধার অন্তরে ?
লঘু গুরু ভেদ নাহি রাখে,
কেলেটার সনে
দিবানিশি করে কেলি !
আচ্ছা তুমি দেখ্‌তে চাও দাদা !

আয়ান। কত বার ত দেখাতে নিয়েছ ?
কিন্তু, কোন বারেই—
পার নাই কিছু দেখাইতে।
একবার নিয়ে গেলে—নিকুঞ্জ কাননে।
দেখিলাম সেথা
মহা মেঘ শ্যামা-শ্যামার মূরতি,
শ্রীরাধা সেই শ্যামার চরণে—
পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে বসিয়ে।
কেমন ? মনে পড়ে সেদিনের কথা ?

কুটিলা। সে ত ভেল্কী দাদা !
কেবা নাহি জানে তাহা।

আয়ান। কুটিলে !
তোমার চক্ষুতে
ভেল্কী বই কি দেখিবে আবার ?
যে—যেমন বুদ্ধি নিয়ে চলে,

সেইরূপ দেখে সে সংসার।
এইত নিয়ম।
যাক্—কুটিলে!
বলি তোমা সার কথা।
আমি যাহা বুঝেছি রাধারে
তুমি সেই বোঝা মোর—
না পারিবে কোনরূপে অন্যথা করিতে।
অতএব কেন—
নিত্য নিত্য রাধার কলঙ্ক,
শুনাইতে এস মোর কাছে?
জেনে রেখো—
রাধা মোর চিন্ময়ী রূপিনী।
দেবীরূপে করি পূজা তাঁর।
যাই—আমি—
রাধা নিন্দা পারি না শুনিতে।

(প্রস্থান)

কুটিলা। বটে! বটে!
এতদূর? এতদূর দাদা!
আচ্ছা যাই মায়ের নিকটে,
দুইজনে যুক্তি করি,
তোমার ওই রাধা-ভক্তি
পারি কিনা ভাঙ্গিতে দেখিব।

(প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

(নন্দালয়)

নন্দ ও যশোদা কথা কহিতেছিলেন।

যশোদা। গোপরাজ!
শুনি বলাইয়ের মুখে,
কংস-অনুচর দৈত্যগণ আসি,
গোষ্ঠ ক্ষেত্রে করে উপদ্রব,
কিন্তু, গোপালের হাতে
হয় না কি নিধন তাহারা?
একি হয় বিশ্বাস তোমার নাথ!
গোপাল আমার
গোঠে যায় পাঁচনী লইয়ে,
সে কোথায় অস্ত্র শস্ত্র পাবে?
আর শিশুকাল হ'তে—
গোষ্ঠে গোচারণ,
কেমনে জানিবে কৃষ্ণ অস্ত্রের চালনা?

নেপথ্যে দৈব গাহিল।

গান

মাগো সকলি সম্ভব তোর গোপালে।
চেননা ও গোপাল কেবা তব—
এই গোরূপা ধরারে যে গোপালে পালে॥

অস্ত্র-শস্ত্র তার না হয় প্রয়োজন,
চক্ষের নিমেষে কত দৈত্য হয় পতন,
ও যে পূর্ণব্রহ্ম-হরি ধরার ভার করিতে হরণ-
আসে বৃন্দাবন চরায় গো-পালে ॥

নন্দ। শুনিলে যশোদে!
কে তব গোপাল?
কেন ভুলে গেলে সব?
একদিন তোমাতে আমাতে,
গোপালের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব করিনু বিচার।
আবার ভুলেছ প্রিয়ে! কৃষ্ণের মায়াতে
জাগিয়াছে পুত্রবুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের আবার।
থাক যশোমতি!
এই মায়া ঘোরে—
অন্ধ হ'য়ে অন্ধকার মাঝে।
নতুবা—এ কৃষ্ণরস-তত্ত্ব
হবে না মধুর এত জননীর কাছে।

যশোদা। সত্য গোপরাজ!
পুত্র বলি গোপালে আমার
ভাবিলে যে সুখ পাই প্রাণে,
সে সুখ ত নাহি পাই নাথ!
কৃষ্ণে যদি ভগবান্ ভাবি।

মনে লয় মোর,
ইচ্ছাময় কৃষ্ণচন্দ্র,
এইভাবে মাতৃস্নেহ দেখাবার তরে,
যশোদা আমারে—
মাতৃভাবে করিলা সৃজন।
নিজেও সেই স্নেহরস—
আস্বাদন তরে,
পুত্রভাবে মা মা বলি ডাকে।
আহা! কি আনন্দ
পাই এই মাতৃ-সম্বোধনে।

নন্দ। যশোমতি!
ঠিক্ বুঝিয়াছ তুমি।
কৃষ্ণ—ইচ্ছাময়,
সাধ্য নাই কারো—
কৃষ্ণের ইচ্ছায়
বাধা দিতে পারে কেহ।
তাহার প্রমাণ—
নিত্য মোরা দেখিবারে পাই।
বল দেখি প্রিয়ে!
যখন যে খট্ ধ'রেছে গোপাল,
তখনি কি তাহা করনি পূরণ?
পেরেছো কি বাধা দিতে তায়?
কোন্ কার্য্য সাধনের তরে,
পুত্ররূপে গোপের ভবনে,
অবতীর্ণ গোপাল মোদের।

এস যশোমতি !
যাই মোরা মন্দির দুয়ারে।

(উভয়ের প্রস্থান)

নবম দৃশ্য

(কালীদহ)

রাখালগণের প্রবেশ।

গান

মোরা, এসেছি সকলে, কালীদহ কূলে-
জলকেলি আজ ক'রবো ব'লে।
কিবা নীলজল, ঢল ঢল ঢল
কুলু কুলু তানে মরি কি উছলে॥
কোথারে কানাই
আয় ত্বরা ভাই,
জলকেলি তরে ডাকিছি সকলে॥

শ্রীদাম। কই ভাই! কৃষ্ণ ত এখনো এলোনা?

সুদাম। কাল যে ব'লেছিল, যে ঠিক্ এম্নি সময়ে এখানে এসে উপস্থিত হবে।

সুবল। কি জানি ভাই! কানাই না থাক্‌লে যেন কোন খেলাতেই মন লাগে না।

শ্রীদাম। কানাই যে আমাদের কি ক'রে রেখেছে, তা ব'লতে পারিনে। কানাই মোদের মন, প্রাণ, জীবন সবই— সে না থাক্‌লে ব্রজের রাখালেরা যেন মৃত।

সুদাম। ঠিক ব'লেছ শ্রীদাম দা। আমার মনে হয়, কানাই যেন কি গুণ জানে, তাই আমাদের এখন বশ ক'রে ফেলেছে। সে যদি এখনি এসে আমাদের ম'রতে বলে, তা'হলে এখনি আমরা ম'রতে পারি।

সুবল। আজ কৃষ্ণের তবে কি হ'ল? তার কথার ত নড়চড় হয় না?

শ্রীদাম। মাঝে মাঝে—কৃষ্ণ ঐরূপ ক'রে আমাদের কাঁদায়। আমার মনে হ'চ্ছে যেন ঠিকই আস্‌বে। আমরা ততবেলা আয় জলে ঝাঁপিয়ে পড়িগে। তারপর কৃষ্ণ এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

(সকলের প্রস্থান)

দশম দৃশ্য

(অন্তঃপুর)

কালীয়নাগ ও উরগা কথা কহিতেছিল।

কালীয়। উরগা!
দেবর্ষির বাণী—
এতদিনে বুঝি ফলিতে চলিল।
ব্রজের রাখালগণ
আসিয়াছে জলকেলি তরে—
কালীদহ কূলে মোর।

উরগা। এখনও কৃষ্ণচাঁদ
হন্ নাই উদিত সেখানে ?

কালীয়। না—হন্ নাই এখনো উদিত।
তবে, হইবেন নিশ্চয় উদিত।
কেন না—কৃষ্ণ-সখা রাখালেরা
কালীদহে এসেছে যখন,
তখন কি রাখালের সখা—
বাঁকা সখা কৃষ্ণচন্দ্র,
না হ'য়ে উদিত সেথা—রহিবেন কভু ?

উরগা। মহাভাগ্য আমাদের নাথ!
নাগকুলে হেন ভাগ্যবান্
মোদের সমান—আছে কেবা আর ?

কালীয়। তবে মনে সংশয় উদয়,
যদি কৃষ্ণ না আসেন প্রিয়ে !
তা হ'লে ত এই প্রাণ ল'য়ে
রহিব না—ভবে আর।
নিশ্চয় এই পাপ প্রাণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি করিব বর্জ্জন !

উরগা। দেবর্ষির বাণী
কভু না বিফল হবে।
কেন মিছে সংশয় উদয় ?

কালীয়। সতী, তুমি প্রিয়ে!
তোমারি সতীত্ব বলে—
পাইয়াছি কৃষ্ণের চরণ,
এই মোর একমাত্র আশা।
উরগা !
আহা ! আহা !
আসিবে কি সে দিন মোদের ?
যেদিন সেই—দেবতা দুর্লভ—
শ্রীহরির পাদ-পদ্মদ্বয়,
ধরিতে পাইব এই মস্তকে আমার ?
যেদিন—যেদিন প্রিয়ে !
একসঙ্গে দুইজনে মিলি,
উচ্চরবে হরি হরি বলি
সাঙ্গ করি সংসারের খেলা,
চ'লে যাব উধাও হইয়ে—
চিরপূণ্য শান্তি-নিকেতনে।

হরি ! করুণাময় !
কর কৃপা—অধমের প্রতি,
পতিতে উদ্ধার করি,
পতিত-পাবন নাম করহ সার্থক ।
তুমি না করিলে কৃপা—
কে করিবে ভবসিন্ধু পার ?
এস প্রিয়ে !
যাই মোরা প্রস্তুত হইয়ে,
কালীদহে শেষ-যাত্রা করি ।

(উভয়ের প্রস্থান)

একাদশ দৃশ্য

(কালীদহ)

রাখালগণ অর্দ্ধ জলমগ্ন ভাবে বিষাক্ত বারি পানে বিষে জর্জ্জর হইয়া করুণ কণ্ঠে গায়িল ।

গান

কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ
একবার এসে দেখা দে ভাই ।

মোরা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে কাঁদি—
তবু যে তোর দেখা নাই ॥
প্রাণ গেল ভাই বিষের জ্বালায়,
তাই ত মোরা ডাকি তোমায়,
(বুঝি মলেম কানাই) (এই কালীদহের বিষের জলে)
তোর প্রাণের রাখাল, আজ গেল গোপাল,
আর বাঁচিনে যাই-যাই-যাই ॥

শ্রীদাম। না, কৃষ্ণ এলো না, কৃষ্ণ এলে আমরা বাঁচতে পারতাম। আর ভাই। আমাদের কোন আশাই নাই।

সুদাম। তাহ'লে কৃষ্ণের মনে কি এই ছিল? যে আমাদের এই ভাবে মেরে ফেলবে?

সুবল। ওঃ—ওঃ— আর যে সইতে পারি না। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ।

(সকলের অচৈতন্য ভাবে স্থিতি)

গীত কণ্ঠে ব্যস্ত ভাবে কৃষ্ণের প্রবেশ।

গান

আমি এসেছি আমি এসেছি
আর ভয় নাই।
তোদের কান্না শুনে এসেছে রে
ছুটে তোদের প্রাণের কানাই ॥

দেখিব কালীয় নাগে, কত বল্ ধরে.
কার সাধ্য এ রাখালেদের প্রাণ লয় হ'রে
কোথা তোরা আয় রে কাছে—
ওরে আমার রাখাল ভাই

রাখালেরা বিষমুক্ত হইয়া উঠিয়া আসিল।

গান

আজ বাঁচালি বাঁচালি তুই রে বনমালী।
নতুবা আজ বিষের জ্বালায় প্রাণ দিতাম রে সকলি ॥
কোথা ছিলি ভাই রে কানাই,
তুই বিনে ত আর কেহ নাই,
মোদের যা কিছু আছে সব তোরে দিয়েছি ডালি ॥

কৃষ্ণ। রহ ক্ষণ কাল হেথা,
একবার দেখে আসি কালীয় নাগেরে।
কোথারে কালীয়!
এই ঝাঁপ দিলাম্ জলেতে,
দেখি তোরে কেবা রক্ষা করে,

(ঝম্প প্রদান)

শ্রীদাম। ওরে! ওরে! কৃষ্ণ ও যে ঝাঁপ দিলে ?

তৎক্ষণাৎ কালীয় নাগকে ধারণ করিয়া কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। কালীয়! এইবার তোমার ভবের খেলা শেষ ক'রে দেব।

কালীয়। এমন দিন কি হবে আমার হরি! আমি যে ভজন পূজন—হীন ক্রুর নাগজাতি। আমি কি ঐ পাদ-পদ্মে স্থান পাব?

কৃষ্ণ। ভক্ত কালীয়! তোমার জন্ম জন্মান্তরের কঠোর সাধনার বলেই আজ আমার কৃপা লাভ কর'লে। তোমাকে উদ্ধার কর'বো ব'লেই এই রাখালগণকে কালীদহে পাঠিয়ে—ছিলাম?

কালীয়। আর এ ভব যন্ত্রণা সহ্য হয় না কৃষ্ণ! দেও এই কালীয়-নাগের মস্তকে তোমার ঐ শ্রীপাদ-পদ্ম, আমি উদ্ধার হ'য়ে যাই।

(কালীয়নাগের মস্তকে চরণ দিয়া কৃষ্ণ দাঁড়াইলেন,
কালীয় করযোড়ে বসিয়া রহিল)

কৃষ্ণ। ধন্য! ধন্য ভক্ত কালীয়! আজ হ'তে আমার পাদ-পদ্ম চিহ্ন সমস্ত সর্প-জাতির মস্তকে শোভা পাবে।

রাখালগণ

গান

জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ চন্দ্র পতিত পাবন।
আজ কৃপা ক'রে করিলে হে 'কালিয়-দমন'॥
উদ্ধারিতে পাপীগণে,
আসিয়াছে বৃন্দাবনে,
তাই কালিয়-শিরেতে শোভে তব রাতুল চরণ॥

সমাপ্ত

প্রিণ্টার—শ্রীবলাইচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং হাউস
৭১।এ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা